······আমার······

পরমারাধ্য স্বর্গগত

পিতৃদেবের অমর স্মৃতি

উদ্দেশে

···বীরু···

"মুখবন্ধ"

যুগ-বিবর্তনের কাহিনীকে নাটকাকারে ধরে রাখার প্রচেষ্টা দুঃসাহসিক। কারণ আজকের স্বল্পায়তন নাটকের পরিধির মধ্যে সীমিত সময়ের গণ্ডীতে যুগান্তরের ব্যাপ্তিকে বাঁধা যায় না এবং খণ্ডকালের চিত্রিত আখ্যান দর্শনে অভ্যস্ত দর্শকমনও ধৈর্য্য হারায়। তাই বহু ভয়ে, বহু সংকোচে "সংক্রান্তি" রচনার প্রয়াস সুরু করি আজ থেকে প্রায় তিন বছর পূর্বে। প্রথম অবস্থায় "সংক্রান্তি" যখন রঙমহল রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হ'ল, তখন নাটকের আয়তন ছিল অনেক স্ফীত, ঘঠনাবলীও বিক্ষিপ্ত। তাই নাটকটির অভিনয়ে সময় লাগলো প্রায় সাড়ে চারঘণ্টা। তারপর বহু শুভানুধ্যায়ী ও বন্ধুর পরামর্শে আমি নাটকটিকে সংক্ষিপ্ত এবং সুসংবদ্ধ ক'রবার চেষ্টা করি। আমার পরম শ্রদ্ধেয়, বর্তমান যুগের সর্বজনস্বীকৃত শ্রেষ্ঠ নাট্যকার শ্রীশচীন সেনগুপ্ত মহাশয় আমাকে এ-সম্পর্কে তাঁর অমূল্য উপদেশ দানে ধন্য করেন। তাঁর নিকট আমি চিরঋণী। পরিবর্তিত অবস্থায় "সংক্রান্তি" প্রথম অভিনীত হ'ল বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে গিরিশ নাট্য প্রতিযোগিতা উপলক্ষে। সুধী বিচারকমণ্ডলীর বিচারে "সংক্রান্তি" শ্রেষ্ঠ নাটক রূপে স্বীকৃত হয় এবং আমাকে শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের সম্মান দানে কৃতার্থ করেন। "সংক্রান্তি"-র পরিচালনায় ও "রতনের" ভূমিকা অভিনয়ে যথাক্রমে শ্রেষ্ঠ পরিচালক এবং শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসাবে পুরস্কৃত হন শ্রীজ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়। শ্রেষ্ঠ কৌতুক অভিনেতা হিসাবে "শুক্কুর" রূপী সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, 'দুর্গার' ভূমিকাভিনেত্রী রেবা রায়চৌধুরী শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী এবং 'নিস্তারিণী'র রূপদাত্রী শ্রীমতী কল্পনা রায় শ্রেষ্ঠা সহ-অভিনেত্রী হিসাবে পুরস্কৃত হন। এ-ছাড়া "সংক্রান্তি"-র প্রযোজক সংস্থা ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের 'প্রান্তিক' শাখা শ্রেষ্ঠ দল হিসাবে শ্রেষ্ঠ টিম ওয়ার্কের জন্য এবং বিখ্যাত আলোক শিল্পী শ্রীতাপস সেন ও রূপসজ্জাকর শ্রীশক্তি সেন যথাক্রমে আলোকসম্পাত ও রূপ-সজ্জায় শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান লাভ করেন।

কিন্তু বিচারক গোষ্ঠীর সিদ্ধান্তকে ধন্যবাদ জানিয়েও এই কথাই ব'লব —নাটকের প্রকৃত বিচারক জনসাধারণ। সেই জনসাধারণের দরবারে যদি "সংক্রান্তি" অভিনন্দিত হয় তা হলেই আমি ধন্য হবো।

২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৬

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গে

'সংক্রান্তি' জনসমাদৃত হ'য়েছে,—এক বৎসরের মধ্যে এর দ্বিতীয় প্রকাশই তার পরিচয়। নাট্যকার হিসাবে এইটুকুই আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। যে সকল নাট্যগোষ্ঠি 'সংক্রান্তি' মঞ্চস্থ ক'রেছেন অথবা মঞ্চায়নের প্রস্তুতি ক'রছেন, যে সহৃদয় পৃষ্ঠপোষকবৃন্দ এবং অনুরাগী দর্শকবৃন্দ 'সংক্রান্তি'কে অভিনন্দিত ক'রেছেন তাঁদের প্রত্যেককে অকৃত্রিম ধন্যবাদ জানাই।

এই নাটক মঞ্চস্থ করার ব্যাপারে অপেশাদার নাট্যগোষ্ঠিকে কিছু কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হ'তে হ'য়েছে; বিশেষ ক'রে অ-ঘূর্ণায়মান মঞ্চে দৃশ্য পরিবর্তনের ব্যাপারে। এই প্রসঙ্গে অ-ঘূর্ণয়ামান অথবা বাঁধা মঞ্চে দৃশ্য পরিবর্তনের সুবিধার্থে মঞ্চ পরিকল্পনার কিছু কিছু ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা ক'রলাম। যদি এ ব্যবস্থা অ-পেশাদার নাট্যগোষ্ঠীর সহায়ক হয় তা হ'লে বাধিত হবো।

প্রথমে, মঞ্চের সর্বশেষ স্তরে জমিদার বাড়ীর দৃশ্যটি সাজিয়ে রাখতে হবে। বাঁদিকে ওপরে ওঠার জন্য কয়েকটা সিঁড়ি সাজিয়ে দিলেই চ'লবে। মধ্যে একটা কাটা জানালা, তার পিছনে একটা গাছের মাথা বসিয়ে দিলেই চ'লবে। ডান দিকে একটা দরজা, অভাবে উইংসেই সে কাজ চ'লবে। এই দৃশ্যটি সারা নাটক ভ'রেই থাকবে, শুধু প্রথম অঙ্কের পর জানালার পিছনে গাছের মাথা ব'দলে একটি মিলের চোঙা বসিয়ে দিলেই চ'লবে। আর জানালায় একটি সুদৃশ্য পর্দা। জমিদার বাড়ীর দৃশ্যের সামনে একটি কালো পর্দা রাখতে হবে। প্রথম দৃশ্যের শেষে ঐ কালো পর্দাটি ফেলে—মঞ্চের ডান দিক থেকে একটি কুটীরের সেট ঠেলে দিতে হবে মঞ্চের ভিতর। এই কুটীরের সেটটিকে আগে থেকেই তৈরী ক'রে রাখতে হবে। তারপর দ্বিতীয় দৃশ্য শেষ হবার পর পর্দা ফেলে কুটীরের

সেট সরিয়ে নিয়ে কালো পর্দাটিকে তুলে নিতে হবে। তৃতীয় দৃশ্যটি আবার জমিদায় বাড়ী। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে অনুরূপভাবেই কালো পর্দার সামনে কুটিরের সাহায্যেই ক'রতে হবে। দ্বিতীয় দৃশ্য জমিদার বাড়ী শুধু আসবাবগুলো বদলে দিতে হবে। তৃতীয় দৃশ্যে একেবারে মঞ্চের সামনের দিকে একটি সাদা পর্দা ফেলে তার সামনে দুখানা বেঞ্চ দিয়ে চায়ের দোকানটি সাজিয়ে নিতে হবে। চতুর্থ দৃশ্যে বেঞ্চ দুটি সরিয়ে সাদা পর্দা তুলে নিলেই পিছনে রতনের কুটীরটি দেখা যাবে। তৃতীয় দৃশ্যটি চলাকালীন পিছনে রতনের বাড়ীটি সাজিয়ে নিতে হবে। তৃতীয় অঙ্কে প্রথম দৃশ্য জমিদার বাড়ী, দ্বিতীয় দৃশ্য সুরু হবার আগে পর্দা ফেলে নিস্তারিণীর কুটীরটি সাজিয়ে নিতে হবে। রতনের কুটীরটিকেই একটু স্থান পরিবর্তন ক'রে বসালেই চলে আর অপরদিকে অনুরূপ একটি কুটীর সাজাতে হবে চন্দ্রমাধবের। দ্বিতীয় দৃশ্য শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আবার পর্দা দিতে হবে এবং কুটীর দুটিকে সরিয়ে পিছনের পর্দা সরিয়ে দিলেই জমিদার বাড়ী দৃষ্ট হবে। দৃশ্য পরিবর্তনের জন্য যে সময়টুকু লাগবে তা দৃশ্যানুগ যন্ত্র সঙ্গীতের সাহায্যে ভরাট ক'রে দিতে হবে। বাঁধা মঞ্চে এইভাবে মঞ্চ পরিকল্পনার ব্যবস্থা ক'রলে অনুষ্ঠানের সহায়ক হবে ব'লেই আমার বিশ্বাস। তবে সর্বক্ষেত্রেই নাটকটি যিনি পরিচালনা ক'রবেন—তাঁর সিদ্ধান্তই চরম।

১৫ই ফাল্গুন, ১৩৬৬
২।১।সি গোবিন্দ আঢ্য রোড
কলিকাতা—২৭

নিবেদক
শ্রীবীরু মুখোপাধ্যায়

"সংক্রান্তি"

১৬ই জুলাই, ১৯৫৭ রঙমহল রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনীত

চরিত্রায়ণ

চরিত্র		পরিচয়	অভিনেতা/অভিনেত্রী
নিস্তারিণী	...	দত্তপুরের বড়-তরফের জমিদার গৃহিণী	কল্পনা রায়
হর্ষনারায়ণ	...	ঐ পুত্র	অমর মুখোপাধ্যায়
আদিত্যনারায়ণ	...	ঐ-পৌত্র	নির্মল চট্টোপাধ্যায়
কালীনারায়ণ	...	দত্তপুরের ছোট-তরফের জমিদার	রতিকান্ত গোস্বামী
শঙ্করনারায়ণ	...	ঐ-পুত্র, মিল মালিক	সুকান্ত ঘোষ, পরে অজিত নাথ বন্দ্যোঃ
সীতা	...	ডাক্তার, শঙ্করনারায়ণের স্ত্রী	শোভনা সেন, পরে কালিন্দী সেন এবং শেফালী বন্দ্যোপাধ্যায়
চন্দ্রমাধব	...	দত্তপুরের পুরোহিত ব্রাহ্মণ	বীরু মুখোপাধ্যায়
নায়েব	...	বড় তরফের নায়েব	পরিতোষ সান্যাল, পরে শিশির সেন
সয়ারাম সনাতন শুকুর		দত্তপুরের চাষী-মজুরগণ	পৃথ্বীশ রায়চৌধুরী নীরেণ গুপ্ত সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়

রমাই	··· গ্রাম্য তাঁতী	শিশির সেন পরে শশাঙ্ক গঙ্গোপাধ্যায়
ঝি	··· জমিদার বাড়ীর ঝি	সুমিত্রা ঘোষ পরে তিলোত্তমা ভট্টাচার্য
হরিশবাবু	··· উকিল	সুধীর চৌধুরী
রতন	··· জমিদার বাড়ীর চাকর	জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়
চরণ	··· ঐ-পুত্র	৺কমল নন্দন
দুর্গা	··· ঐ-স্ত্রী	রেবা রায় চৌধুরী
পাইকদ্বয়	···	বীরেন ও মনি
কবিরাজ	···	বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজার	··· দত্তমিলের ম্যানেজার	রাধা চক্রবর্তী পরে নির্মল চট্টোপাধ্যায়

আবহ সঙ্গীতে—গোপাল দে ও ধনগোপাল গঙ্গোপাধ্যায়

মঞ্চ-পরিকল্পনায়—বিজন চৌধুরী

মঞ্চ-সজ্জা ও ব্যবস্থাপনা—বলাই সেন

আলোক-সম্পাত—তাপস সেন

রূপসজ্জা—শক্তি সেন

সঙ্গীত পরিচালনা—অনল চট্টোপাধ্যায়

নাট্য পরিচালনা—জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়

॥ প্রথম অঙ্ক ॥

ঃ প্রথম দৃশ্য ঃ

[উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক। দত্তপুর গ্রামের জমিদার বাড়ীর অট্টালিকার মাঝের তলার একটী বারান্দা। ওপর তলায় ওঠার সিঁড়ির মুখটা দেখা যায় মঞ্চের মাঝখানে। মঞ্চের দক্ষিণে আর একটা সিঁড়ি নেমে গেছে দেখা যায়। মাঝের তলা বোঝানোর জন্য কয়েকটী গাছের মাথা দেখানো যেতে পারে মঞ্চের দক্ষিণ অংশে জানালার পেছনে। খানিকটা আকাশ দেখা যায়; দেখা যায় গাছগুলোর মাথায বিকালের পড়ন্ত সোনালী আলো। পর্দা ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি শোনা যায়। ঝি-চাকর জাতীয় কয়েকজন সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নেমে নীচে যেতে থাকে—অনেক গলার বিক্ষিপ্ত আওয়াজ আসে—"ছেলে"—"খোকা"—"খোকা হয়েছে!" অল্প কিছুক্ষণ পরে সিড়ি বেয়ে নেমে আসেন নিস্তারিণী দেবী—বিধবা—যৌবনোত্তীর্ণা, বেশে ও মুখে আভিজাত্যের ছাপ। সিঁড়ি থেকেই তিনি ডাকতে ডাকতে নামেন।]

নিস্তারিণী ॥ রতন,—রতন—ও রতন !

[নীচের সিঁড়ি থেকে উঠে আসে বিরাট দীর্ঘকায় একটী লোক, জমিদার বাড়ীর চাকর। বয়স ত্রিশের মধ্যে, চোখে মুখে গ্রাম্য সারল্য। কিন্তু চোখ দুটীর মধ্যে বৈশিষ্ট পরিস্ফুট, জেদ আর প্রতিজ্ঞা মাখানো সে চোখে।]

রতন ॥ ডাকছেন মা ?

নিস্তারিণী ॥ হাঁ, কোথায় থাকো ?

রতন ॥ একবার ঘর গেছলুম মা। আমার একটা খোকা হল এই মাত্তর।

নিস্তারিণী ॥ যাক ভালই হল। আমাদের বাড়ীতেও খোকা হয়েছে। তুই শীগ্‌গির একবার কব্‌রেজ মশাইকে খবর দে, বৌমা অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

রতন ॥ আহা ! পেরথ্‌ম পোয়াতী, আমি এখুনি যাচ্ছি মা—

নিস্তারিণী ॥ হাঁ, আর শোন !—হর্ষ কোথায় ?

রতন ॥ দাদাবাবু ত কাল থেকে ফেরেনে মা। বোধ করি…

নিস্তারিণী ॥ ঠিক আছে, যাবার সময় একবার নায়েব মশাইকে খবর দিয়ে যাবি।

রতন ॥ যে আজ্ঞে মা, বৌঠানের কি খুব বেশী—

নিস্তারিণী ॥ না তেমন কিছু নয়—তুই যা।

[রতন নেমে যায়। নিস্তারিণী ওপরে উঠতে যান, ওপর থেকে কচি গলার কান্নার আওয়াজ আসে। নীচের থেকে জড়ানো গলার গান একই সাথে ভেসে আসে। নিস্তারিণী কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে—নীচের সিঁড়ির মুখে এগিয়ে যান। দু'দিকে দু'জন পাইকের কাঁধে ভর দিয়ে অসম্বৃত হর্ষনারায়ণ ওপরে এসে একটা আরাম কেদারায় ধপ্ করে দেহ এলিয়ে দেন। হর্ষনারায়ণের বয়স বছর ২০।২২। চেহারা ও পোষাক জমিদারী বিলাসিতার মূর্ত্ত প্রকাশ। সুপুরুষ।]

নিস্তারিণী ॥ (লোকগুলোর দিকে)—কোথায় ছিল !

প্রথম পাইক ॥ রাসমণির বাড়ী।

নিস্তারিণী ॥ এখানে নয়—ওপরে ঘরে নিয়ে শুইয়ে দাও।

[লোকগুলো হর্ষকে ধরে]

হর্ষ ॥ না আমি উঠবো না, এইখানেই শুয়ে থাকি, বেশ লাগছে—'সৈঁইয়া মেরে'

[একটি গানের কলি আড়ষ্ট জিভে জড়িয়ে যায়]

নিস্তারিণী ॥ (ধমকের সুরে) হর্ষ !

হর্ষ ॥ (চম্‌কে) কে ? করুণাময়ী জননী, একটু পায়ের ধুলো দাও।

নিস্তারিণী ॥ ওপরে গিয়ে শুয়ে থাকো, বৌমা খুব অসুস্থ। তোমার খোকা হয়েছে।

হর্ষ ॥ এ্যাঁ, কি হ'য়েছে, খোকা, খোকা ? (সুরে) 'আ মেরে লাল—মেরে লাল'—মা জননী পায়ের ধুলো দাও—খোকা হয়েছে, এই নে যা (হাত থেকে আংটি খুলে দু'জনের দিকে ছুঁড়ে দেয়)। খোকা হয়েছে—আজ তা হলে রাতভর নাচ, গান—বাজনা—মা জননী—

নিস্তারিণী ॥ হ্যাঁ, সব হবে—তুমি যাও ওপরে—

হর্ষ ॥ হ্যাঁ, চল (দু'জনের কাঁধে ভর দিয়ে) খোকা হয়েছে—'মেরে লাল'—তোমরা দেখবে না—আমার খোকা হয়েছে, 'মেরে লাল,—মেরে লাল'।

[অসম্বৃত অবস্থায় সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে যান—নীচে সিঁড়ির মুখে নায়েবের মুখ দেখা যায়]

নায়েব ॥ আমায় ডেকেছিলেন মা ?

নিস্তারিণী ॥ হ্যাঁ নায়েব মশাই, উকীল বাবুকে 'ত' একবার খবর দেওয়া দরকার।

নায়েব ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ মা—আজই দোব।

নিস্তারিণী ॥ হ্যাঁ বলবেন, উইলখানা নিয়ে যেন আজই আমার সঙ্গে দেখা করেন।

[নায়েব বিণীতভাবে ঘাড় নাড়ে, তারপর বলে]

নায়েব ॥ মা, হাকিম সাহেব আসছেন আজ।

নিস্তারিণী ॥ ও, হ্যাঁ এই জায়গাটা একটু পরিষ্কার করে ফেলা দরকার, আমিই কথা বলব।

নায়েব ॥ যে আজ্ঞে মা।

নিস্তারিণী ॥ হ্যাঁ, আর শুনুন, নীচে দেউডীর একখানা ঘর খালি করিয়ে দেবেন, রাসমণি কাল থেকে এই বাড়ীতেই থাকবে। (নায়েব কথা না বলে বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে থাকে)। অবাক হবার কিছু নেই নায়েব মশাই, কর্তাদের আমল থেকেই ত আছেন—এ ব্যবস্থা নতুন কিছুই নয়। হ্যাঁ, রাত্রে মিষ্টিমুখ করে যাবেন।

[ছোট তরফের জমিদার কালীনারায়ণ দত্তের গলা শোনা যায়। কালীনারায়ণ প্রবেশ করেন। বয়স নিস্তারিণী দেবিরই অনুরূপ, কিন্তু ভোগে বিলাসে কিঞ্চিত স্থূল, চোখে মুখে বিষয়ী বুদ্ধিমত্তার ছাপ, পরণে কোঁচানো ধুতি ও মোগলাই বেনিয়ান]

কালীনারায়ণ ॥ (নেপথ্যে) বৌঠান কোথায়—বৌঠান—এই যে—

[কালীনারায়ণ প্রবেশ করেন]

নায়েব ॥ ছোটবাবু—না—

নিস্তারিণী ॥ তিনি হঠাৎ—এসো ঠাকুর পো—

কালীনারায়ণ ॥ হঁ্যা, তোমার নাতি হ'ল শুনলাম, সন্দেশ খেতে এলাম।

নিস্তারিণী ॥ নিশ্চয় খাবে ঠাকুরপো, আশীর্বাদ করো মানুষ হোক।

[ইঙ্গিতে বসতে অনুরোধ জানান]

কালীনারায়ণ ॥ আশীর্বাদ ত দিবারাত্র করছি বৌঠান—ওইটুকুই ত আমাদের সম্বল, তার বেশী আর দেওয়ার কি আছে বল? হঁ্যা বৌঠান—শুনলাম নাকি হাকিম সাহেব আসছেন? (আরাম কেদারায় বসেন)

নিস্তারিণী ॥ হঁ্যা—ওইটাই অনুমান করছিলাম।

কালীনারায়ণ ॥ এঁ্যা—

নিস্তারিণী ॥ না—শুধুমাত্র নাতির জন্ম সংবাদেই দাদার বাড়ীতে দৌড়ে এসেছ ঠাকুরপো—কি রকম খটকা লাগছিল—পেছনে আর একটা সংবাদও আছে—এইটাই বুঝলাম এতক্ষণে—

কালীনারায়ণ ॥ হাঃ হাঃ হাঃ—বৌঠান বুদ্ধিমতী—

নিস্তারিণী ॥ হঁ্যা ঠাকুরপো, ঐ বুদ্ধিটুকুই ভরসা আমার। আর তারই জোরে এই বিরাট সম্পত্তির দায়িত্ব একদিন কাঁধে তুলে নিয়েছিলাম, সেদিন কেউ পাশে এসে দাঁড়ায়নি, বরং আড়াল থেকে ছুরি শানিয়েছিল, যাক সে সব কথা—হঁ্যা হাকিম সাহেব আসছেন, উচ্ছেদি রায়তরা সোজাসুজি আদালতে মামলা রুজু করে আমার নামে সমন জারী ক'রেছে। আদালতে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়, এই জানিয়ে আমি হাকিম সাহেবের কাছে চিঠি লিখেছিলাম, তিনি নিজেই আসবেন লিখেছেন।

কালীনারায়ণ ॥ হুঁ খবরটা শুনেছিলাম আমাদের উকীলবাবুর কাছ থেকে। দত্তদের সেরেস্তার প্রজা জমিদারের বিরুদ্ধে এই বোধ হয় প্রথম মামলা করল আদালতে।

নিস্তারিণী ॥ কোম্পানী আইন করে তাদের যে সুযোগ দিয়েছে তারা নেবে বৈকি ঠাকুরপো !

কালীনারায়ণ ॥ কোম্পানীর আইনটা ত আজই তৈরী হয়নি বৌঠান, আর বহরমপুরের আদালতও আজ বিশ বছর হলো আছে। প্রজার সুবিধে, অসুবিধে, দাঙ্গা, হাঙ্গামা হলে তারা এই কাছারিতেই আসত এতদিন—উকীল মোক্তার নিয়ে কোর্টে দাঁড়াতে জানত না তারা—আর শুধু দাঁড়ানো নয়—দাঁড়িয়েছে জমিদারেরই বিরুদ্ধে—এটাকে তুমি সহজভাবে হয়ত নিতে পারো বৌঠান—আমি পারি না।

নিস্তারিণী ॥ কি ক'রতে তুমি—তোমার সেরেস্তায় যদি এই ঘটনাই হ'তো ?

কালীনারায়ণ ॥ চিরকাল যা করে এসেছি, আমাদের কর্তারাও যা করে গেছেন তাই করতাম। পাইকরা এখনও আমার মরে যায়নি বৌঠান—আর কাছারী বাড়ীর আমগাছটা শক্তই আছে এখনও।

নায়েব ॥ কিন্তু একটু মুস্কিল আছে ছোটবাবু—এদের পেছনে পাদ্রীরা আছে।

কালীনারায়ণ ॥ পাদ্রী ?

নায়েব ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ—ওনারাইত' ওস্কানি দিয়ে মোকদ্দমা করালেন। ওদের সব বুঝিয়েছেন বাবুদের নাটমন্দির তৈরী হবে বলে তোদের উচ্ছেদ করেছে। তোরা খিরিস্তান হয়ে মামলা লড়, কোম্পানীর হাকিম তোদের জিতিয়ে দেবে।

কালীনারায়ণ ॥ হাকিম জানে এসব ?

নায়েব ॥ তা আর জানেনা বাবু? আসলে খিরিস্তান ত।

কলীনারায়ণ ॥ হুঁ।

নিস্তারিণী ॥ কি হ'ল—কাছারী বাড়ীর আমগাছটা শুকিয়ে গেল—পাঠাও পাইক—

কালীনারায়ণ ॥ (নায়েবকে) তুমি জানো সব খ্রীষ্টান হ'য়ে গেছে ?

নায়েব ॥ সব, সব গোটা গ্রাম। সেদিন মহালে খাজনা আদায়ে দাখিলা

লিখতে গিয়ে একজন বলে—নামটা আমার পাল্টে দেবেন নায়েব মশাই—ছিল সয়ারাম, হ'য়েছে যোশেফ সয়ারাম মণ্ডল—হিঃ হিঃ হিঃ হেসে আর বাঁচিনে।

কালীনারায়ণ ॥ হুঁ!

নিস্তারিণী ॥ কি ভাবছ?

কালীনারায়ণ ॥ না ভাবছি এত সহজে লোকে ধর্ম ত্যাগ করে কি করে?

নিস্তারিণী ॥ স্বধর্মে থেকে ওরা কিছুই পায়নি ঠাকুরপো, শুধু ঘৃণা আর উপেক্ষা ছাড়া। অশুদ্ধ হবার ভয়ে নাটমন্দিরের ধার কাছ থেকে ওদের উচ্ছেদ করে দিয়েছি।

কালীনারায়ণ ॥ আর খ্রীষ্টান হবার পরেই কি সাহেবরা ওদের মাথায় তুলে নাচবে—হাকিম ওদের বাংলোয় নিয়ে গিয়ে খানা খওয়াবে?

নিস্তারিণী ॥ আসলে কি হবে তা জানিনা—তবে লোভটা ওদের নিশ্চয় ওই ভাবেই দেখানো হয়েছে।

নায়েব ॥ তাছাড়া না বললে-অধর্ম হয়—করেছে মা, খুব করেছে। গেল বছর ওলাউঠার সময়—আমরাত' নাটমন্দিরে রক্ষেকালীর পূজা করেই সারলাম—পাদ্রীরা বাড়ী বাড়ী গিয়ে মনে করুন, নমঃশূদ্র, যাদের জল ছুঁলে তিন-পুরুষ নরকস্থ হয়—তাদের গু-মুত ঘাঁটা—করেওছে, যথেষ্ট করেছে।

কালীনারায়ণ ॥ তুমি থাম। কিন্তু এ নুতন বিপদ বৌঠান—ও' গাঁয়ের পাশেতেই আমার সেরেস্তা।

নিস্তারিণী ॥ ভয় নেই, খ্রীষ্টান হ'লেত আর জমিদারী ছেড়ে পালাবে না সবাই।

কালীনারায়ণ ॥ তা নয়, কিন্তু জমিদার—মনে কর রাজার প্রতিনিধি—প্রজার ধর্মরক্ষা তারই কর্তব্য।

নিস্তারিণী ॥ (হাসিয়া) তা প্রজারা যদি রাজার ধর্ম গ্রহণ করে তাদের বাধা তুমি দেবে কি করে?

নায়েব ॥ আসলে ছোটবাবুর ভাবনা সেইখানেই মা, খিরিস্তান প্রজা জমিদার ডিঙিয়ে চলে যাবে সোজা আদালতে। সেই দেখাদেখি অন্য প্রজারাও—

কালীনারায়ণ ॥ তুমি থাম। (রতন ও কবিরাজের প্রবেশ)

রতন ॥ মা কোব্‌রেজ মশাই এসেছেন।

নিস্তারিণী ॥ (ঘোমটা টেনে) ওঁকে হর্ষের ঘরে নিয়ে বসাগে যা। —আমি আসছি। (রতন ও কবিরাজের প্রস্থান)

কালীনারায়ণ ॥ বৌমা—কি—?

নিস্তারিণী ॥ হ্যাঁ, ধাই আছে, তবে প্রথম প্রসব—নাড়ী খুব ক্ষীণ, তাই কবরেজ মশাইকে খবর দিয়েছিলাম। নায়েব মশাই, আপনি আর দেরী করবেন না। উকীলবাবুকে খবরটা দেওয়া দরকার।

কালীনারায়ণ ॥ শুভদিনে, আবার উকিল কেন বৌঠান, মামলা করবে নাকি ?

নিস্তারিণী ॥ (অল্পহেসে) না, মামলার নিষ্পত্তি করবো। তোমার দাদার উইলের কথাত' তুমি জানো ঠাকুরপো, হর্ষ মানুষ হ'ল না, তাই ভোগ দখল ছাড়া সম্পত্তির কোন অধিকারই তাকে দিয়ে যাননি তিনি। নাতি যদি মানুষ হয় এ সম্পত্তির অধিকারী হবে সেই, এই টুকুই ছিল তাঁর শেষ ইচ্ছা। তাই সে সম্ভাবনার দিনটুকু যদি এলই, উকীল বাবুকে খবরটা দেওয়া দরকার—(নেপথ্যে পাল্কীর শব্দ "হুমনা—হুমনা" ইত্যাদি)

নায়েব ॥ (এগিয়ে) ঐ, ঐ হাকিম সাহেব এলেন—

নিস্তারিণী ॥ তুমি ওঁকে নিয়ে কাছারীতে বসাও ঠাকুরপো। বৌমা সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত আমি অবসর হতে পারছি না।

কালীনারায়ণ ॥ হ্যাঁ, আমিওত ওই জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম, এখুনি যাচ্ছি আমি। আসলে শঙ্করত' এই বছর বি, এ, পাশ করলো।

নিস্তারিণী ॥ হ্যাঁ, সেত আমি শুনেছি—সোনার টুকরো ছেলে তোমার।

কালীনারায়ণ ॥ আর তোমাদের আশীর্বাদ, তা ওকে বিলেত থেকে কি একটা পাশ করিয়ে আনতে পারলে এখানে হাকিমি ক'রতে পারবে—ওর মামারা

বলেছে—তাই দেখি হাকিম সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করে, যদি কিছু সুযোগ সুবিধা হয়—

নিস্তারিণী ॥ হ্যাঁ, নিশ্চয় হবে—হাকিমের কাছেত' সুনামই আছে তোমারা। শঙ্কর উন্নতি করুক ঠাকুরপো—ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি। আসলে প্রয়োজন হ'লে ধর্মটা শুধু নমঃশূদ্ররাই ত্যাগ করে না ঠাকুরপো—অনেককেই করতে হয়! (সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে যান)

কালীনারায়ণ ॥ হুঁ—কি একটা বলে গেল—এর কোন মানে হয়! আমি তাকে বিলেত পাঠাচ্ছি তার ভবিষ্যত ভেবে—তা বলে আমি তার ছোঁয়া খাব—না মরার পর তার আগুন নেব। হুঁ, হিংসে হিংসে বুঝলে নায়েব, হিংসে—জ্ঞাতিশত্রু তবে আর বলেছে কেন? উনি চান ওঁর ছেলেটি যেমন দিনরাত মদ খেয়ে রাসমণির বাড়ী পড়ে থাকে তেমনি সকলের ছেলেই থাক—বুঝিত সব—

নায়েব ॥ শীগ্‌গীর করে চলুন—উনি আবার বসে থাকবেন একা—

কালীনারায়ণ ॥ হ্যাঁ—চলো—চলো।

[ওঁরা নেমে যান—সিঁড়িতে খট্‌খট্‌ খড়মের আওয়াজ শোনা যায়—ওপরের সিঁড়ি থেকে রতন নামে। নীচের সিঁড়ি থেকে মন্ত্র উচ্চারণ ক'রতে ক'রতে পুরোহিত চন্দ্রমাধব ওপরে উঠেন, চন্দ্রমাধব প্রায় প্রৌঢ়। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের পবিত্রতার ছাপ তার আকৃতি এবং প্রকৃতিতে। অন্যমনস্কভাব, প্রায় রতনের সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি হয় এমন অবস্থায় সামলে ওঠেন, হাতের ঘটি থেকে গঙ্গাজল নিজের দেহে ও পার্শ্ববর্তী স্থানে ছড়ান।]

রতন ॥ পেন্নাম হই ঠাকুর মশাই—

চন্দ্রমাধব ॥ জয়স্তু, কল্যান হো'ক। দেখেশুনে চ'লতে পার না বেটাচ্ছেলে। এখুনি যে ঘাড়ের ওপর পড়েছিলে—এই সন্ধ্যেবেলা আবার চান করাতে আরকি?

রতন ॥ আঁধারে দেখতে পাইনি, সিঁড়ির আলোগুলো এখন পর্যন্ত জ্বালেনি দেখি—

চন্দ্রমাধব ॥ গিন্নিমা কোথায় গো—গিন্নিমা—

বতন ॥ মা বয়েছে আঁতুড ঘরে, নাডী কাটাব পবেই বৌঠান অজ্ঞান হয়ে গেছে, কোববেজ এযেছেন।

চন্দ্রমাধব ॥ এ্যাঁ দুঃসংবাদ—অতীব দুঃসংবাদ, কিন্তু এবকমত' হবাব কথা নয়—(বগলে গোটানো জন্মপত্রিকা বাহিব কবে) কোথায় গেল—এই যে 'অথ লগ্নফলং—মেধান্বিত ক্ষিপ্রগতি সুকর্মা সুসুপ্ত বিদ্যাধন ভোগসম্পৎ। বিপক্ষহন্তা স্তুরগঃ—প্রতীক স্নেহেশ্বব, কর্বী বিলগ্নজাতঃ।'

[সিঁডি বেয়ে নেমে আসেন নিস্তাবিণী দেবী দু'জ'নক প্রণাম করেন।]

নিস্তাবিণী ॥ আঁতুড ঘবে ঢুকেছিলাম তাই আব পাযে হাত দিলাম না।

চন্দ্রমাধব ॥ জয়স্তু, বাজমাতা হও। কিন্তু গিন্নিমা, শুনলাম তোমাব বৌয়েব—

নিস্তাবিণী ॥ হ্যাঁ, অজ্ঞান হযে পডেছে, আজকালকাব মেযেত' স্বাস্থ্যে কুলোয় না—না হলে এই পনেবোয় পডল,—আমাব প্রথম খোকা হয তেরোয়, একুশ দিনেব দিন শুদ্ধ হয়ে আবাব সংসাবেব সব কাজই ক'বেছি।

চন্দ্রমাধব ॥ সে সব দিনেব কথা বাদ দাও গিন্নীমা, আমাব পারুলের গর্ভ-ধারিণী পারুল হবাব পর নিজে নাডী কেটে তবে বাডীব লোকজন ডেকেছে। জানতেই দেযনি কাউকে। হ্যাঁ, যাক্ গিন্নীমা তোমাব নাতির ঠিকুজী তৈরী।

নিস্তারিণী ॥ এব মধ্যে তৈরী কবে আনলেন?

চন্দ্রমাধব ॥ নিশ্চয়। পাঁজি হাতে নিয়ে বসেছিলাম—পারুলকে বললাম শাঁখ বাজলেই আমাকে বলবি। হ্যাঁ, ভাগ্যবান নাতি তোমাব গিন্নিমা—এ ছেলে সাবা বংশের মুখোজ্জ্বল কববে দেখে নিও—এই দেখ 'অথ নক্ষত্র ফলং—গজাশ্ব মেষস্য কলাবিদগ্ধোমানী প্রচণ্ডেতি খলশ্চঞ্চলঃ—জাতো-স্বিনেভে মনুজো দয়ালুস্তোষপ্রকাশো—নৃপ বল্লভঃ স্যাৎ, অর্থাৎ কিনা—হাতীশালে হাতী, ঘোডাশালে ঘোড়া—প্রচণ্ড যশ, দযালু—বাজার

প্রিয়পাত্র—এ…ক্ষণজন্মা ছেলে তোমার গিন্নিমা—জন্মপত্রিকা তৈরী হয়ে গেছে—আমি এইখানে বসেই কোষ্ঠী বিচার করে দিচ্ছি।

[সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসেন নিস্তারিণী দেবী, দূর থেকে প্রণাম করেন।]

নিস্তারিণী ॥ আপনি এইখানেই বসুন ঠাকুরমশায়, রতন একটা আলো নিয়ে আয়। জানেনত সবই ; যেদিন ঐ মাতাল অমানুষ সন্তানের হাত ধরে শ্মশানঘাট থেকে ফিরে এলাম, সেদিন স্বপ্নেও ভাবিনি আবার এই দত্তদের বাড়ীর কাছারীর চাবি আমাকেই হাতে তুলে নিতে হবে—(চোখ মুছে) আশীর্বাদ করুন ঠাকুরমশাই ওরা বেঁচে থাক, আমার হর্ষ মানুষ হো'ক্—আর কিছু কামনা আমি করি না।

[রতন একটা বাতিদানে বাতি জ্বালিয়ে নিয়ে আসে। বাইরে ততক্ষণ অন্ধকার]

চন্দ্রমাধব ॥ থাক্ থাক্ গিন্নিমা, সতীলক্ষ্মী তুমি—ভর সন্ধ্যেবেলায় আর চোখের জল ফেলোনা। তোমার ছেলে, নাতি মানুষ হোক্, পুরোণো দুঃখ সব ভুলে যাবে।

নিস্তারিণী ॥ সবই তাঁর ইচ্ছা, আমি কিছু আশা করি না। আপনি এইখানেই গণনা সুরু করুন ঠাকুরমশাই—আমি দেখি একটু ওপরে স্বর্ণভস্মটা তৈরী হ'ল কিনা। হ্যাঁ ঠাকুরমশাই, পারুলের জন্য কিছু মিষ্টি পাঠিয়ে দিচ্ছি গ্রহণ করবেন।

চন্দ্রমাধব ॥ নিশ্চয়ই, সে আর বলতে—

[নিস্তারিণী উঠে যান। চন্দ্রমাধব পঞ্জিকা বার করে খাগের কলম আর দোয়াত দিয়ে লিখতে শুরু করেন। রতন ঝুঁকে দেখে]

চন্দ্রমাধব ॥ (লিখতে লিখতে জোরে জোরে)—'পুনঃ শকাব্দাদয়ঃ অষ্টাদশ শতকঃ শুক্লপক্ষীয় সপ্তম্যাংতিথৌ'—

রতন ॥ ঠাকুর মশাই—

চন্দ্রমাধব ॥ (মুখ না তুলে) এ্যাঁ—

রতন ॥ ঐ দাদাবাবুর যে সময় ছেলে হ'লনি ঠাকুরমশাই, সেই সময় আমারও একটা ছেলে হয়েছে—আমার ছেলেরও ত' ঐ রকম হ'বে ?

চন্দ্রমাধব ॥ কি রকম রে বেটা ?

রতন ॥ ঐ যে আপনি বললে—হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া—

চন্দ্রমাধব ॥ হাঃ-হাঃ—হাঃ দূর বেটা তাও কখনও হয়—

রতন ॥ কেন ?

চন্দ্রমাধব ॥ ওরে মূর্খ, ক্ষেত্র পৃথক বুঝেছিস ?—যে যার ক্ষেত্রে জন্মায়, একই পাঁঠা তোর বাড়ীতে হ'লে হবে পাঁঠা—রামছাগলের পেটে জন্মালে হবে রামছাগল—বুঝলি— ?

রতন ॥ কিন্তু এ যে দু'জনে এক সঙ্গে জন্মালো ?

চন্দ্রমাধব ॥ জন্মালে কি হবে—এক সঙ্গে হাজারটা ছেলে জন্মাচ্ছে, তারা কি সবাই জমিদার হবে ? তবে লগ্নফল আছে—যদি একই লগ্নে জন্মে থাকে—তাহ'লে তোর ছেলে বড়জোর তোর মত জমিদারের চাকর না হয়ে পাইক হবে।

রতন ॥ কেন ?

চন্দ্রমাধব ॥ আবার কেন ? (হাসেন)

রতন ॥ আমার ছেলে কি লেকাপড়া শিখতে পারেনে—আমার ছেলে এই রকম বাড়ী, এই রকম আলো—কেন-কেন হবে নে—কেন ?

চন্দ্রমাধব ॥ যা-যা, এখানে বিরক্ত করিস্‌না—কবরেজ দেখা তোর মাথার দোষ হয়ে গেছে। মুনিঋষিরা সাক্ষাৎ দেবতা ছিলেন, তাঁরা অনেক ভেবে চারটে জাত করে গেছেন, বুঝলি অনেক ভেবে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—

[ইতিমধ্যে রতন উঠে পড়ে, নামবার সিঁড়ির মুখে একবার দাঁড়ায়, ওর চোখ জ্বলছে, ক্ষণেক দাঁড়িয়ে দ্রুত নেমে যায়। চন্দ্রমাধব কথা বলতে বলতে মুখ তুলে দেখেন ও-নেই।]

চন্দ্রমাধব ॥ (আপন মনে) হুঁ—'কেন'—পাগল—ঐ 'কেন'ব উত্তর আছে? কেন?

[হঠাৎ ওপবে আর্ত্ত চীৎকাব শোনা যায়। মডাকান্নার মতন সুর করে কান্না। নীচে থেকে ঝি চাকব শ্রেণীয় লোকেবা দ্রুত ওপবে উঠতে থাকে। কান্নার আওয়াজ বাড়ে, হতভম্ব চন্দ্রমাধব উঠে দাঁড়ান—কবিরাজ সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসেন]

চন্দ্রমাধব ॥ (কবিবাজকে) বৌমা কি—?

কবিবাজ ॥ হ্যাঁ—ধনুষ্টংকাব, স্বর্ণভস্মটা খাওয়াতে পাবলে যুঝতে পাবতো, তা স্বর্ণভস্মেব অনুপান অত শীঘ্র প্রস্তুত সম্ভব নয়।

[আবও কিছু লোক ওপবে উঠে যায়, কবিরাজ নেমে যান। নায়েব চন্দ্রমাধবকে দেখে দাঁড়িয়ে যায়]

নায়েব ॥ হায় হায়, এ কী সর্বনাশ হ'ল শুভদিনে—

চন্দ্রমাধব ॥ কিন্তু এ রকম ত' হবার কথা নয়। (কুষ্ঠী খুলে) 'জাতকস্য মাতা পিতা—'

নায়েব ॥ থামুন আপনি।

[২।১ জন নীচে নামছিল, রতন ধীরে সন্তর্পনে ওঠার চেষ্টা করে, ওর গায়ে চাদর জড়ানো।]

গিন্নিমা কোথায়?

ঝি ॥ মূর্চ্ছা গেছেন—আঁতুড ঘরেই।

নায়েব ॥ সর্বনাশ, কবরেজটা আবার এই সময়েই কেটে পডলো, ছেলেটা কোথায়, তাকে সরানো দরকার।

ঝি ॥ ধাই পর্যন্ত গিন্নিমাকে নিয়ে ব্যস্ত, ছেলেটা একা পডে আছে।

রতন ॥ (চোখ দুটো আবাব জলে ওঠে) আমি যাচ্ছি!

[দ্রুত উঠে যায় সিঁড়ি বেয়ে]

চন্দ্রমাধব ॥ তা'হলে আমি এখন—

নায়েব ॥ হ্যাঁ—যাবেন বৈ কি, কিন্তু গিন্নিমাকে একবার দেখা দরকার। যা'ই ওপরে, কি করা যাবে।—

চন্দ্রমাধব ॥ হ্যাঁ, যান—শাস্ত্রেই বলেছে—'আতুরে নিয়মো নাস্তি'—

[নায়েব ওপরে উঠে যান, চন্দ্রমাধব কাগজপত্র গুটিয়ে নেমে যান। শূন্য মঞ্চে টস্‌তে টল্‌তে হর্ষ নেমে আসেন]

হর্ষ ॥ এত কান্না কেন, অসহ্য—এই কান্না বন্ধ করো—

[উল্টে পড়েন চৌকিতে রাখা বাতিদানের উপর। বাতি নিভে যায়, অন্ধকার—রতন পূর্ববৎ চাদর জড়িয়ে সন্তর্পনে নেমে আসে। অন্ধকারে হর্ষর গায়ে ধাক্কা লেগে হোঁচট খায়—আবার সামলে ওঠে, একটা শিশুর কান্নার আওয়াজ শোনা যায়]

হর্ষ ॥ কে ?—কে তুই ? (রতন নীরবে সিঁড়ির দিকে এগোয়)

হর্ষ ॥ আমাকে ধরে একবার রাসমনির বাড়ী পৌঁছে দিতে পারিস ? এ কান্না অসহ্য, ফুর্তি চাই—জমাট ফুর্তি—

[রতন ইতিমধ্যে সিঁড়ি বেয়ে নেমে যায়]

আমার খোকা হয়েছে—সারারাত নাচ, গান, বাজনা—ফুর্তি,—জমাট ফুর্তি—আমাকে ধরে নিয়ে—(উঠতে যায়, প'ড়ে যায়)

[পর্দা]

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

[অপরিচ্ছন্ন অপরিসর একটি কুটীর ও তার সম্মুখে একফালি উঠোন। সামান্য কিছু হাঁড়ি কলসী, থালাবাসন ঘরের দাওয়ার একপাশে জড়ো করা। দাওয়ার অপরপাশে ঝোলানো একটি দড়ির দোলা—দোল দিচ্ছে আর সুর করে আবৃত্তি করছে দুর্গা,—রতনের বৌ। দুর্গার বয়স আন্দাজ ১৯।২০, গৌরবরণ গায়ের রং জ্বলে তামাটে হয়ে গেছে। মেহনতী কাঠিন্য পেরিয়ে তার মুখে চোখে লাবন্যের প্রকাশ। সময় সকাল।]

দুর্গা ॥ (দোল দিতে দিতে) 'ছেলে ঘুমোলো পাড়া জুড়ালো বর্গী এলো দেশে, বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে।' (রতন ঢোকে)

রতন ॥ বৌ—

দুর্গা ॥ কিগো, তুমি এব মধ্যি ?

বতন ॥ কোমরপাড়ায় যাব খবব দিতে, আসছে পূর্ণিমায় বাবুদের ছেলের মুখে ভাত। যাবার বাস্তায একবাব ভাবনু দেখে যাই আমার সোনামণিকে—(দোলার কাছে এগিয়ে যায়)—আমার যাদুমণি, আমার ধন—ধন—ধন—ধোনা—

দুর্গা ॥ (বাধা দিয়ে) খুব হয়েছে, এই মাত্তব ঘুম পাড়িয়েছি, বুড়ো বযসে আদিখ্যেতা দেখোনা, ছেলে যেন আব কাবও হয নে !

[রতন কাপড়ে লুকানো একটা কিছু বাবকরে দোলার দড়িতে ঝোলায়]

দুর্গা ॥ কি ওটা ?

বতন ॥ ভাঙা ঝাড়লণ্ঠনেব কাঁচ। বাবুদেব চণ্ডীমণ্ডপ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এনু, দেখনা কেমন লাল-নীল রং দেখা যাবে।

দুর্গা ॥ ঐ টুকুন ছেলে রং দেখবে ওর ভিতবি চোখ দিয়ে ?

রতন ॥ আহা একটু বড হয়েই দেখবে।

দুর্গা ॥ তোমার সবেতেই বাড়াবাড়ি। ছেলের বাপ হয়ে নাচছেন আনন্দে ধেই ধেই কবে।

বতন ॥ বুঝবি, বুঝবি, বেঁচে থাক বুঝবি। এ ছেলে যে সে ছেলে নয়।

দুর্গা ॥ না শাপভ্রষ্ট পেল্লাদ—

রতন ॥ পেল্লাদইত। আমার পেল্লাদ (কাছে গিয়ে একবার দেখে) যখন রাস্তার ওপর দে' এমনি গটমট কবে হেঁটে যাবেনা, গেরামশুদ্ধু লোক তাকিয়ে থাকবে—কে যাচ্ছে, কে যাচ্ছে—না বতন মালীর ছেলে যাচ্ছে। আমি তখন এ্যায়—এইখানটায় বসে গড়গড়া নিয়ে তামুক টানবো আর দেখবো—আর তুই—

দুর্গা ॥ আমার অত পোষাবে না বাবু—আমি তখন গরু দুটোকে জাব দেব।

রতন ॥ তোর যত ছোট নজব। এ ছেলে বড হলে তোকে আর গতর

নাড়িয়ে খেতে হবে নে। ওত' আর আমার মতন দেড়বিঘে চাকরাণ জমি নে জমিদার বাড়ী চাকর খাটবেনে!

দুর্গা ॥ না, ফরাসডাঙ্গার নবাব হয়ে বসবে।

রতন ॥ বসবেই ত। দেখবি তখন—হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া—

দুর্গা ॥ হাঃ—হাঃ—হাঃ—

রতন ॥ (প্রচণ্ড জোরে)—চুপ কর হাবামজাদী—হাসবি নি অমন হা-হা—করে—

[দুর্গা আহত হয—ধমকের শব্দে দোলনায় ছেলেটা কেঁদে ওঠে। দুর্গা ওকে হেঁট হয়ে ভোলাতে থাকে।]

রতন ॥ সবাই হাসে, ঘরে বাইরে সবাই হাসে। কেন? হাসি কিসের?

দুর্গা ॥ পাগলের পাগলামী শুনলে লোকে হেসেই থাকে। ঘরের বৌ-এর মুখ ধমকে বন্ধ করা যায়—বাইরের মুখ ত আর তোমার ধমক শুনবে নে।

[ধমকে ছেলেকে নিযে বেরিযে যায]

রতন ॥ শুনবে, একদিন শুনবে। আগে ছেলেটাকে মানুষ করি—তারপর সবাই শুনবে। ন' পাড়ায পাঠশালা খুলেছে পাদ্রীবা—ওকে ঐখানে ভর্তি করে দেব। ইংরিজি শেখাবো—(নেপথ্যে নাযেবের গলা)

নায়েব ॥ 'রতন—রতন'—

রতন ॥ নায়েব মশাই—আপনি? (নায়েব ঢোকে)

নায়েব ॥ খুব বেটাচ্ছেলে—ওদিকে কোমরপাড়া ভর আমি খুঁজছি তোকে।

রতন ॥ একটু দেরী হয়ে গেল বাবু। ভাবনু এপাড়ায় এনু, বাড়ীতে একটা কাজ ছিল সেরে যাই—এখুনি যাচ্ছি কোমরপাড়ায়।

নায়েব ॥ থাক—আর যেতে হবে না। তোকে খুঁজতে গিয়ে পেলুম না, আমিই অগত্যা বলে দিয়ে এসেছি সব। তুই এক কাজ কর দিকি—

একবার নমোশূদ্দর পাড়ায় খবর দে—ওদের মুরুব্বী কাউকে একবার ডেকে নিয়ে আয় এইখানেই।

রতন ॥ এইখানে ?

নায়েব ॥ হ্যাঁ—আর বলিস্ কেন ? গিন্নীমার হুকুম ! বলে ওদের সঙ্গে একবার মামলা হয়ে গেল আদালতে, এখন পাইক পাঠালে ফল খুব খারাপ হবে। আপনি নিজেই একবার যান। তা আমিই যাচ্ছিলুম, যেতে যেতে ভাবলুম সকাল বেলাটা যাওয়া কি ঠিক হবে ! আসলে মামলা হ'ল জমিদারের সঙ্গে, বেটাদের রাগ পড়ল আমার ওপর। একে নমোশূদ্দুর—তার ওপর আবার খিরিস্তান হয়েছে—শোর, গরু খাচ্ছে ত—মেজাজ গরম—তাই ভাবলুম—তুই বরং ডেকে নিয়ে আয় ওদের কাউকে।

রতন ॥ ডাকলে কি আসবে ?

নায়েব ॥ আসবেনা মানে ? আমি ডেকে পাঠাচ্ছি সেরেস্তার প্রজাদের, আসবেনা মানে—? আসলে দুনিয়া শক্তের ভক্ত নরমের যম, বুঝলি ? ঐ গিন্নিমাকে নরম পেয়েই এদের সাহস বেড়েছে, হ'ত কর্তাদের আমল, পাইক পাঠিয়ে বেঁধে নিয়ে গিয়ে একবার কাছারীবাড়ীর আমগাছে ঝুলিয়ে আচ্ছা করে বিতিয়ে দিতো, জব্দ হ'ত সব—

রতন ॥ (দূরে কাউকে লক্ষ্য করে)—ঐ ত' সয়ারাম যাচ্ছে—

নায়েব ॥ ডাকনা—এগিয়ে গিয়ে ডাকনা একবার—

[রতন 'সয়ারাম ও সয়ারাম'—বলে বেরিয়ে যায়। কিছু পরেই রতন সয়ারাম ও সনাতন সমেত ফিরে আসে। সয়ারাম ও সনাতন উভয়েই সমবয়সী। ওরা সম্প্রতি খৃষ্টান হয়েছে। সয়ারামের পোষাক ও গলায় ঝোলানো ক্রসের মধ্যে সে চিহ্ন প্রকট। সয়ারাম একটু উগ্র প্রকৃতির বেপরোয়া, সনাতন নির্বিরোধী, সরল প্রকৃতির লোক।]

নায়েব ॥ এসো সয়ারাম—থুড়ি—থুড়ি যোশেফ সয়ারাম মণ্ডল। এ্যাঁ—এ্যাঁ হাতে আবার বই পত্তর দেখছি, কি বই হে—

[সয়ারাম কথা না বলে বইটা এগিযে দেয়। নায়েব ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে বইটা দেখে]

নায়েব ॥ মথি লিখিত সুসমাচার—'তুমি যীশুকে প্রেম কর। যীশু তোমাকে প্রেম করিবে'। বাঃ—বাঃ—বেশ…এত গেল মথি লিখিত সুসমাচার, এবার তোমাদেব সমাচারটা একবার বল শুনি—

সায়াবাম ॥ আমাদের আর সমাচার কৈ নায়েব মশায়। বেঁচে থাকতে হয় তাই থাকা।

নাযেব ॥ সে কি হে সয়ারাম—এই ছাখো যোশেফ সযারাম, এত বড মামলা লডলে জমিদাবেব সঙ্গে ?

সনাতন ॥ সেই মামলাতেই ত' সর্বস্বান্ত হলুম গো বাবু। বাবা, আদালত এমন জায়গা চিনলুম এতদিনে—কোটী কোটী পেন্নাম। উকীল থেকে চাপরাশি পর্যন্ত যেন হাঁ করে আছে রাঘব বোয়ালের মতুন। আর রোজই শুনি কি বেত্তান্ত—না—দিন পডেছে।

সয়ারাম ॥ চুপ কর সনাতন। মামলাত' আমরা তুলে নিয়েছি বাবু, সে কথা আর খুঁচিয়ে তুলে লাভ কি ?

নায়েব ॥ না তাই জিজ্ঞেস করছিলুম—শিক্ষা হ'লত ?

সয়ারাম ॥ হুঁ—শিক্ষা একটা হ'ল বাবু, ও রাস্তায় হবে নে।

নায়েব ॥ হাঃ—হাঃ—হাঃ—তা কোন রাস্তায় হবে তোদের মুরুব্বী সাহেবকে একবার জিজ্ঞেস কর।

সয়ারাম ॥ একটু ভাল করে কথাগুলো বলবেন বাবু—মান সম্মান আমাদের নমোশূদ্দুরদেরও আছে।

নায়েব ॥ এই ছাখো দিকি, তুই ও রকম চটে উঠলি কেন হঠাৎ ? আমি খারাপ কথাটা কি বলেছি ?

সয়ারাম ॥ 'মুরুব্বী সাহেব'! তাইতো মুরুব্বী সাহেবের ভয়ে হাকিমকে বাড়ীতে ডেকে এনে খানা খাইয়ে তাকে সরাবার ব্যবস্থা করেছ—আবার ও কথা বলতে লজ্জা করে নে ?

নায়েব ॥ এই ছাখো, এই ছাখো—মাইরী বলছি আমি ওসব কথা কিছু জানি

না। যাক্ গে যাক্ ওসব কথা, আমার দরকার কি? কথায় কথা পড়ল তাই জিগ্‌গেস করলুম—না হ'লে বলে আমার দায় কেঁদেছে—যাক্ গে শোন, যে জন্যে আমি ডাকালুম তোদের—গিন্নিমার নাতির অন্নপ্রাশন আসছে পূর্ণিমায়, নহবতের ঢোল সানাই তোরাই ত' বাজাবি—গিন্নিমা জিগ্‌গেস করে পাঠালেন।

সয়ারাম ॥ ও ব্যাগারের বাজনা আর বাজাতে পারবুনি আমরা।

নায়েব ॥ ব্যাগার মানে, এই বাজানোর দরুণ চাকরাণের জমি-খাসনা?

সয়ারাম ॥ চাকরাণের জমি? ঠাকুরদার বাবার আমলের দেড় বিঘে জমি—আমার ভাগে দেড় কাঠায় ঠেকেছে। দেড় কাঠা জমিতে কত বছরের খোরাক হয়—সে কথা আপনি বিজ্ঞলোক—আপনাকেত' আর বুঝিয়ে দিতে হবে নে।

নায়েব ॥ আচ্ছা ঠিক আছে—বলে দিইগে তা'হলে গিন্নিমাকে তোরা বাজাবিনি, কলকাতা থেকে ইংরিজি বাজনা আনারই ব্যবস্থা হো'ক।

সনাতন ॥ না বাবু আমরা বাজাবো, ওর কথা বাদ দেন,—জমিদার, কথায় বলে 'রাজা প্রজার সম্বন্ধ'—তাদের সঙ্গে ঝগড়া করলে চলে। কর্তাদের আমলে বাড়ীতে কাজকর্ম হ'লে একমাস ধরে ব্যাগার দিতে হ'তো। আর এ গিন্নিমা নিজে জিগ্‌গেস করে পাঠিয়েছে—বাজাবুনি আমরা?—নিশ্চয়ই বাজাবো।

সয়ারাম ॥ তাহ'লে তোমরা যেও—যারা যাবে। পরে আর আমার কাছে এসে কোনদিন বলুনি—'আরত পারা যাচ্ছে না সয়ারাম'। আমি চলনু।

[চলে যায়]

নায়েব ॥ ওহে শুনে যাও—ও সয়ারাম—ওহে যোশেফ সয়ারাম…

সনাতন ॥ একগুঁয়ে বাবু—একের নম্বরের একগুঁয়ে—ওরই পাল্লায় পড়েত' সর্বস্বান্ত হলুম একেবারে। পাদ্রীরা ত খেপিয়ে দিয়ে ভেগে গেল,—এখন ঠেলা সামলাবে কে?—তাই আমরা সবাই মিলে বলনু—'ও মামলা তুলে

নাও'—এখন আবার মেতেছে পাঠশাল নে'। নমোশূদ্দুর ছেলে লেখাপড়া শিখে জজিয়তী করবে। কেবল গোঁয়ে আছে—কে বোঝাবে ওকে ?

রতন ॥ তোমার স্বভাব খারাপ সনাতন—লোকের পেছনে ঐ রকম করে বলুনি। পাঠশাল করছে ভালোই ত। নমোশূদ্দুরের ছেলে জজিয়তী না করুক—দু' কলম লেখাপড়া শিখলে কোন মহাভারতটা অশুদ্ধ হবে শুনি ? আমার ছেলেকে ত আমি ঐখানে ভর্তি করে দেব।

নায়েব ॥ হাঃ—হাঃ—হাঃ—বেটার অনেক আশা !

রতন ॥ হাঁ বাবু—আশাতেই চাষা বেঁচে থাকে। বীজ পুঁতলুম ফলের আশা করবুনি ?

সনাতন ॥ যাক্ গে গোমস্তামশাই আমি চলনু। কে আবার কোন ফাঁকে ফস্ করে লাগাবে কানে—দরকার কি পরের কথায় ! (প্রস্থানোদ্যত)

নায়েব ॥ তাহ'লে আর নড়চড় না হয়—ত্রয়োদশীর দিন থেকেই নহবৎ বসবে। সব চলে যাবি জমিদারবাড়ী—ঐ কথাই রইল—

সনাতন ॥ আচ্ছা—আচ্ছা গো বাবু—পেন্নাম— (বেরিয়ে যায়)

নায়েব ॥ তাহ'লে তুই আয় রতন—আমি এগোই—

রতন ॥ হ্যাঁ গো বাবু—আমি এখুনি যাচ্ছি।

নায়েব ॥ আসলে গিন্নিমাটি অনেক গভীর জলের মাছ।

[রতন বুঝতে না পেরে মুখের দিকে চেয়ে রইল]

তাইতো বলি—হঠাৎ এই খুদে মামলায় একেবারে হাকিমকে নেমন্তন্ন করে এনে বাড়ীতে—মনে কর যত অখাদ্য কু-খাদ্য পর্যন্ত খাওয়ানো, এতক্ষণে—ব্যাপারটা পরিষ্কার হ'ল। আসলে পাদ্রিটাকে সরানোর জন্যই এত চেষ্টা। বুদ্ধিমতী রে ! সাক্ষাৎ ভগবতী—

[উদ্দেশে প্রণাম ক'রে এগোতে যায়, রমাই তাঁতী প্রবেশ করে। ছোটখাটো মানুষ রমাই। মুখভর্তি গোঁফজোড়া পেরিয়ে তার বয়স অনুমান করা শক্ত। গ্রাম্য তাঁতী, পিঠে কাপড়ের বোঁচকা। হাসিখুশী দিলখোলা তার প্রকৃতি।]

রমাই ॥ পেন্নাম হই নায়েব মশাই—আপনার ওখানেই যাচ্ছিনু—

নায়েব ॥ হুঁ—এতদিনে বুঝি টনক নড়লো তোমার—

রমাই ॥ হেঁ—হেঁ—আজ্ঞে কি যে বলেন—টনক তো আপনাদের দোরে বাঁধা গো। তা হ্যাঁ নায়েব মশাই—গিন্নিমার নাতির মুখে ভাত—এতবড় এলাহী কাণ্ড, মাত্তর দু'কুড়ি দশখানা ধুতি-শাড়ীর বায়না হ'ল!

নায়েব ॥ (ফর্দ বের করে)—কেন ধুতি-শাড়ী দু'কুড়ি দশখানা, চাদর এককুড়ি পাঁচখানা, গামছা পাঁচকুড়ি, কম হ'ল?

রমাই ॥ তা বাবুদের যজ্জির তুলনায় কম বই কি গো নায়েব মশাই। শুনেছিনু দাদাবাবু নাকি বিলিতি কাপড়ের বায়না দিচ্ছে—

নায়েব ॥ বিলিতি কাপড়! বড় বাড়ীতে! গিন্নিমা বেঁচে থাকতে সেটি হবে না বুঝলি? সাক্ষাৎ ভগবতীরে, সাক্ষাৎ ভগবতী—(বেরিয়ে যায়)

রতন ॥ রমাই—একখানা ছোট নতুন লাল চেলী কি র'ম দর পড়বে রে—?

রমাই ॥ তোমার আবার লাল চেলী কি হ'বে গো রতন, আবার বে করবে নাকি?

রতন ॥ হেঁ হেঁ—না ঐ ছেলেটার মনে করতিছি—ঐ দিনই দুটী মুখে ভাত দেবো। একই দিনে জন্মেছে ত'—

রমাই ॥ হাঃ হাঃ হাঃ ছেলের মুখে ভাত দেবে? বেশ বেশ—তা দিও দিও—ঐ সঙ্গে এক ছিলিম তামুক আর এক ভাঁড় তাল রসও মুখে ধরে দিও—সবই ত' খেতে শিখতে হবে গো—হাঃ হাঃ হাঃ। তোমার চেলী আমি দে যাবো সস্তা দেখে একখানা—বেশ টকটকে লাল—এ্যাঁ…

রতন ॥ হ্যাঁ, বেশ আগুনে পারা রংয়ের একখানা—

রমাই ॥ আচ্ছা, আচ্ছা—আজ চলি। (রমাই চলে যায়)

রতন ॥ বৌ ও বৌ, কোথায় গেলি? একটু তামাক দে খেয়ে বেরোই—বৌ—

[দুর্গা এক কাঁখে শিশু, আর এক হাতে কল্‌কে ফু দিয়ে নিয়ে আসে। কল্‌কেটা

রতনের হাতে দেয়, রতন দেওয়ালে টাঙানো হুঁকো নামিয়ে, কল্‌কেয় বসিয়ে টান মারে, দুর্গা ছেলেটাকে কোল থেকে দোলায় শুইয়ে দেয়]

কোথায় গেছ্‌লি বৌ—?

দুর্গা ॥ যাবো আর কোথায়? কোন চুলোয় কি যাবার জায়গা আছে আমার? (গলায় কান্নার আওয়াজ)

রতন ॥ (ওর মুখের দিকে চেয়ে হেসে) ও তখন বকিছিলুম বলে রাগ করেছিস্‌ বৌ?—তুই জানিস্‌নি বৌ—তুই জানিস্‌নি—অনেক আশা আমার, অনেক আশা—

দুর্গা ॥ তুমি অত আশা কর বলেই ভয় হয় আমার। তুমি ত জানো আমাদের ঘরের ছেলে যাই হো'ক খেটে খেতে হবেই তাকে জীবনভোর। তাই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করো—ও শক্ত সমর্থ হয়ে বেঁচে থাক—আর বেশী কিছু আশা তুমি করো নি।

রতন ॥ না, ও খাটবেনে—খাট্‌বেনে ও—এই জীবনভোর আমি খেটেছি, কি পেয়েছি? আমার বাপ খেটে গেছে জীবনভোর—কি পেয়েছেল? খাটবেনে ও— খাটবার জন্য জন্মায় নে ও—শাপভ্রষ্ট ছেলে আমার—

দুর্গা ॥ তাই তো ভয় হয় রাতদিন—এমন ছেলে কি বাঁচবে আমাদের কপালে—যে দেখে সেই বলে—এমন আগুনের পারা রং তোদের ঘরে কি করে হ'ল বৌ?

রতন ॥ (হুঁকো ফেলে লাফিয়ে ওঠে)—কে? কে বলে একথা? ঘরে ঢুকিয়ে রেখে দে ছেলেকে, কারুর কাছে বার করবিনি—কাউকে ঢুকতে দিবিনি বাড়ীতে—আগুনের পারা রং—কেন হ'তে পারে নে—আমার ছেলের—(হঠাৎ স্বর নামিয়ে)—তোর ত' রং সুন্দর বৌ—আমি না হয় কালো, তোর মতুনই রং হয়েছে আমার ছেলের—হ'তে পারে ত মায়ের মতুন রং—

দুর্গা ॥ (সলজ্জভাবে) সেই কথাই ত বলে সবাই—

রতন ॥ বলে ? সবাই বলে একথা— ? বলবেই ত—বলবেই ত।

দুর্গা ॥ অনেক বেলা হয়ে গেল—দু'টি খেয়ে যাও—

রতন ॥ নারে—রাজ্যির কাজ পড়ে আছে যে—

দুর্গা ॥ তা হো'ক বাবুদের বাড়ী খেতে অনেক বেলা হ'বে—পিত্তি পডবে তোমার—দু'টি খেয়ে যাও।

রতন ॥ খাবো—চ'—চ'—দু'টি খেয়েই যাই।

[উভয়ে হাসিমুখে এগোয়]

[পর্দা]

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

[পূর্ব বর্ণিত জমিদার বাড়ীর বারান্দা, সিঁড়ি বেয়ে ঝি নেমে আসে, নীচের সিঁড়ি বেয়ে রতন উঠে। বাইরে নহবতের শব্দ ভেসে আসে, ঝি আর রতনের পোষাক পরিচ্ছদ একটু পরিচ্ছন্ন। উৎসবের আবহাওয়া—]

ঝি ॥ এই যে এসেছো ? যাও না ওপরে, গিন্নীমা সকাল থেকে সাতবার ডেকেছে।

রতন ॥ একবার ঘর গেছলুম।

ঝি ॥ ছেলে হয়ে পর্যন্ত ত' ঘর আর ঘর। দিনে তিনবার করে ঘর যাওয়া কেন ? ছেলে কি ডানা মেলে উড়ে যাবে নাকি ? এখন যা ওপরে ; সাহেবদের খানা দেওয়ার বাসন পাড়তে হবে আলমারী থেকে, আমি ছোঁব নি ওসব।

রতন ॥ যাচ্ছি—সাহেবরা আসবে বুঝি ?

ঝি ॥ সাহেব আসবেনে—তুই নতুন এলি নাকি ? বাবুদের কোন কাজে সাহেব আসেনে—? বিকেলে দেখবি—কেবল ফুলের তোড়া নিয়ে আসবে

সব ; দাদাবাবুর বে'র সময় দেখিসনি ; বাবা ফুলে ফুলে ছেয়ে গেল সারা বাড়ী—

রতন ॥ খোকাবাবুকে খুব সাজিয়েছে না ?

ঝি ॥ দেখ্‌গে যা না একবার—যেন রাজপুত্তুর—

রতন ॥ কোন ঘরে আছে—?

ঝি ॥ ঐ দাদাবাবুর পাশের ঘরে। আমি ঢুকিনি বাবা, আত্মীয় কুটুম্বে ঘর গিজ্‌গিজ্‌ করছে একেবারে।

রতন ॥ আমি যাবো, একবার উঁকি মেরে দেখে আসবো ?

ঝি ॥ তা—যা—না—অত ঢং করছিস্ কেন ?

[ঝি নেমে যায়, উপরের সিঁড়ি বেয়ে নিস্তারিণী নামেন]

নিস্তারিণী ॥ এই যে রতন এসেছিস ; তোকে সাত পৃথিবী খুঁজছি, কাজের বাড়ী সব সময় হাজির না থাকলে চলে ? এই নে চাবি ; হর্ষর ঘরের আলমারী খুলে সাহেবদের কাঁচের বাসনগুলো বের কর—ওগুলো ধুয়ে বৈঠকখানার টেবিলটা সাজিয়ে—দে'। হাকিম সাহেব, দারোগা সাহেব সব এসে পড়বে এখুনি।

[রতন চাবি নিয়ে ওপরে উঠে যায়, নীচের সিঁড়ি দিয়ে হর্ষ প্রবেশ করে—গম্ভীর]

হর্ষ ॥ মা, আজ রাত্রে রাসমণির ঘরে মাইফেলের বন্দোবস্ত হয়েছিল—সেটা তুমি বন্ধ ক'রে দিয়েছ ?

নিস্তারিণী ॥ বন্ধ ক'রে দিইনি, শুধু জানিয়ে দিয়েছি কাছারী থেকে কোন টাকা দেওয়া হবে না।

হর্ষ ॥ কারণ ?

নিস্তারিণী ॥ কারণটা তুমিও জানো—ওড়াবার মত টাকা যথেষ্ট নেই।

হর্ষ ॥ ও—তা আমার খরচের টাকা থেকেও কি এইটুকু ব্যবস্থা করা যেত না ?

নিস্তারিণী ॥ না—। তোমার খরচের কোন আলাদা হিসাবের খাতা

কাছারীতে নেই হর্ষ। সম্পত্তি ভোগদখলটুকুই তোমার অধিকার, তার বেশী কিছু নয়।

হর্ষ॥ কি বলতে চাও তুমি?

নিস্তারিণী॥ বলতে আমি চাই না—তোমার বাবা উইল ক'রে জানিয়ে গেছেন, তাঁব শেষ ইচ্ছা—(ওপবে উঠে যান)

হর্ষ॥ আব রাসমণিকে ভেতর বাড়ীতে আসতে বারণ করা, এটাও কি তাঁবই ইচ্ছা?

নিস্তাবিণী॥ (নেমে) না, ওটা আমার, আমার কথা, আমার পরিবারের মর্যাদার কথা।

হর্ষ॥ পরিবারের মর্যাদা—! যে পরিবারের পুরুতের মেয়ে—

নিস্তারিণী॥ হর্ষ—! এ সম্পর্কে কোন আলোচনা এ বাড়ীতে হ'ক এটা আমি চাইনা, আমি খবর জানতে নাযেবকে পাঠিয়েছি—সে ফিরে আসবার আগে—

হর্ষ॥ নায়েব ফিরে এসেছে—এই খবরটুকু তোমায় জানিয়ে গেলাম।

[ওপরে উঠে যায়। নিচের সিঁড়ি থেকে কালীনারায়ণ "বৌঠান", "বৌঠান" কোথায "বৌঠান" ডাকতে ডাকতে উঠে আসেন]

নিস্তারিণী॥ এসো ঠাকুরপো—।

কালীনারায়ণ॥ হ্যাঁ আসবো বৈকি! হাজার বার আসবো—নাতির অন্নপ্রাশন!

নিস্তারিণী॥ আশীর্বাদ করো বেঁচে থাক, কলকাতা থেকে ফিরলে কবে?

কালীনারায়ণ॥ আজই সকালে। আমার শঙ্কর বাবু ত' এক কীর্তি করে বসে আছেন।

নিস্তারিণী॥ কি হ'ল আবার?

কালীনারায়ণ॥ বিলেত থেকে লিখেছেন, হাকিমী তাঁর পছন্দ হচ্ছে না। ব্যবসা শিখ্‌ছেন—দেশে ফিরে ব্যবসা খুলবেন।

নিস্তারিণী ॥ সেত' ভালো কথা !

কালীনারায়ণ ॥ ভালো কথা নয় বৌঠান। ব্যবসা আমাদের জাতধর্ম নয়—ও বেনের কাজ তাদেরই পোষায়। আমাদের বংশে কেউ ব্যবসা করেছে কোনদিন ?

নিস্তারিণী ॥ তোমাদের বংশে ত' হাকিমীও কেউ করেনি।

কালীনারায়ণ ॥ আহা, তার সম্মানই আলাদা। দিশী হাকিম এখনো পর্যন্ত হাতে গোনা যায়। এ প'ড়ার সুযোগই পায় না এদেশের ছেলেরা। কত তদ্বির তদারক করে—কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ ক'রে যা-হয় একটা বন্দোবস্ত করলুম, তা হতভাগা কুলাঙ্গার—

নিস্তারিণী ॥ থাক্ ঠাকুরপো, শুভদিনে আর গালাগাল দিওনা, বিলেতে যে ব্যবসা শিখছে সে সাধারণ ব্যবসা নয়। তোমার খরচ সার্থক হবে তুমি দেখে নিও। শঙ্কর হীরের টুকরো ছেলে—

[নায়েব প্রবেশ করেন]

নায়েব ॥ মা—

নিস্তারিণী ॥ হ্যাঁ—দাঁড়ান নায়েব মশাই, ঠাকুরপো—তুমিত, খোকাকে দেখনি এখনও ?

কালীনারায়ণ ॥ না কবে আর দেখ্‌লাম। কলকাতা, দত্তপুর দুটো কাছারী রাখ্‌তে প্রাণান্ত হয়ে গেলাম একেবারে। যাই একবার দেখে আসি নাতিকে।

নিস্তারিণী ॥ চলে যাও ঠাকুরপো ; এ-ত তোমারই বাড়ী, শঙ্কর আর হর্ষকে আমি আলাদা করে দেখিনা ঠাকুরপো।

কালীনারায়ণ ॥ আলাদা কোথা থেকে হবে বৌঠান ; রক্তের সম্পর্ক তো ! যাই দেখে আসি একবার নাতিকে। (উপরে উঠে যান)

নায়েব। (এদিক ওদিক চেয়ে) খবরটা সত্যি মা।

নিস্তারিণী ॥ এ্যাঁ—আপনি খোঁজ নিয়েছেন ভালো করে ?

নায়েব ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ মা, আমি নিজে গিয়েছিলাম হলধর তর্করত্নের বাড়ী বিষ্ণুপুরে। তিনি বললেন, ছ' মাস আগে দত্তপুরে এসেছিলেন, তারপর এঁদের আর কোন খবর জানেন না।

নিস্তারিণী ॥ সে কি? ঠাকুর মশাই কি তবে মিথ্যে কথা বলেছেন!

নায়েব ॥ আমি নিজে গিয়েছিলাম ঠাকুর মশায়ের বাড়ী। ব্রাহ্মণ প্রায় অর্ধোন্মাদ অবস্থা। আমার কথা শুনে ব'ললেন পারুল কুলত্যাগ ক'রেছে একথা জীবিতাবস্থায় আমি বিশ্বাস ক'রবো না, সে যদি তার স্বামীর ঘরে না থাকে, তাহ'লে সে আত্মহত্যা ক'রেছে—এইটুকু আমায় বিশ্বাস করতে দিন।

নিস্তারিণী ॥ আর সেই ছেলেটি? রঘু—না কি নাম?

নায়েব ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ রঘু।—রঘু ছেলেমানুষ—লোভ দেখিয়ে সঙ্গে নিয়ে গেছে আর কি! আসলে মেয়েটি ভেগেছে আমাদের দাদাবাবুর ওস্তাদজীর সঙ্গে।

নিস্তারিণী ॥ সেই মুসলমান ওস্তাদ!

নায়েব ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ! না হ'লে একসঙ্গে তিনজনে উধাও—এত আর ভোজবাজী নয়!

নিস্তারিণী ॥ সর্বনাশ, এত শুধু কুলত্যাগ নয়, জাতিত্যাগ। কিন্তু আমাদের উপায় কি হবে! এখুনি আভ্যুদিক শুরু হবে—ব্রাহ্মণ চাই।

নায়েব ॥ আমি সে কথা বলেছিলাম ঠাকুর মশাইকে। উনি বললেন—'জীবনে জ্ঞানতঃ কোন অপরাধ আমি করিনি। পূর্বজন্মের কোন পাপের শাস্তি তা আমি জানিনা;—সব কথা গিন্নিমাকে বলবেন। সব শুনে তাঁর যদি সম্মতি থাকে—আমি পুরোহিতের আসনে বসতে পারি।'

নিস্তারিণী ॥ (ক্ষণেক ভেবে)—আপনি ঠাকুর মশায়ের কাছে যান নায়েব মশাই। বলুন—আমি কুলপুরোহিত ত্যাগ করতে পারবো না।

নায়েব ॥ মা!

নিস্তারিণী ॥ আমি জানি নায়েব মশাই, গ্রামে এ নিয়ে প্রচণ্ড হৈ চৈ হবে।

কিন্তু তাঁর তো কোন অপরাধ নেই! তাঁর মেয়ে ভিন্ন গোত্রীয়া, তার পাপ তাঁকে স্পর্শ করতে পাবে না।

নায়েব ॥ লোকাচার দেশাচার কি সে সব কথা শুনবে মা! তার উপরে ছোটবাবু এখনও এ ঘটনা শোনেনি তাই রক্ষে, শুনলে ত এখনই কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দেবেন।

নিস্তারিণী ॥ হ্যাঁ ঐ টুকুই পারেন ওঁরা। যাক শুনুন, ভয়ে বা চক্ষুলজ্জায় আমি কর্তব্য ভ্রষ্ট হইনি কখনও, আজও হব না। আপনি ঠাকুরমশাইকে ডাকুন। তাঁকে দিয়েই আমার নাতির আভ্যুদিক করাবো আমি। আমার শ্বশুব বংশেব পুবোহিত, আমাব বংশের দেবতা। তাঁকে পরি-ত্যাগ করাব কোন অধিকাব আমার নেই। আপনি যান।

নায়েব ॥ কিন্তু মা—

নিস্তারিণী ॥ তর্ক আমি ভালবাসিনা নায়েব মশাই। নষ্ট করার মত সময়ও আমার কম। হ্যাঁ আর শুনুন—এ খবব ঘুণাক্ষরেও কেউ যেন জানতে না পারে।

[নায়েব বেরিয়ে যায। নিস্তারিণী কি ভেবে থমকে দাঁড়ান—আবার সিঁড়িতে উঠতে যান। কালীনারায়ণ নেমে আসেন]

কালীনারায়ণ ॥ দেখলাম নাতিব মুখ, হীরেব আংটি দিয়েই দেখলাম বৌঠান। শতায়ু হো'ক। তবে আমাদের বংশের তুলনায় নাতি আমার একটু কালো বলে মনে হ'ল বৌঠান।

নিস্তারিণী ॥ (অল্প হেসে) ও আমাব নবজলধরশ্যাম। নন্দ রাজার বাড়ী —শ্রীকৃষ্ণ জন্মেছে।

কালীনারায়ণ ॥ (হেসে) শ্রীকৃষ্ণ ত আর নন্দ রাজার বাড়ী জন্মাননি বৌঠান। —পালিত হয়েছিলেন—হাঃ হাঃ হাঃ—

[হঠাৎ সিঁড়িতে ঝন্‌ঝন্ শব্দ, রতনের হাত থেকে বাসনগুলো পড়ে যায়]

ভাঙলিত, ভাঙলিত হতভাগা, এই দামী কাঁচের বাসনগুলো?

রতন ॥ (অপরাধীর স্বরে) হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলুম হঠাৎ—

নিস্তারিণী ॥ থাক্ কি হবে আর—ভাঙা কাঁচের টুকরোগুলো কুড়িয়ে নে, পরিস্কার করে ঝাঁট দিযে ফেল জায়গাটা। আর আলমারিতে দেখ আরও যদি বাসন থাকে—বার করে আন।

[রতন নত হযে ভাঙ্গা কাঁচগুলো কুড়োতে থাকে। কালীনারায়ণ একটা ভাঙ্গা টুকরো কুড়িযে নেন]

কালীনারায়ণ ॥ ওঃ—বহুদিনের জিনিষ এসব বৌঠান ; খাঁটি বিলীতি জিনিষ।

নিস্তারিণী ॥ হ্যাঁ—বাবার আমলের। সম্পত্তি ভাগাভাগির সময় অর্ধেক পড়েছিল আমাদের ভাগে।

কালীনারায়ণ। এগুলো বাবার বিয়ের উপহারের জিনিষ। কর্তামশাই নীলের ইজারার ব্যবস্থা করে দিযেছিলেন এক নীলকর সাহেবকে। সেই সাহেব বিলেত থেকে আনিয়ে উপহার দিলেন এইসব বাসনপত্তর।

নিস্তারিণী ॥ তাঁর কথা তোমার দাদার মুখে শুনেছি ঠাকুরপো। নীলের হাঙ্গামাতেই ত' মারা গেলেন তিনি।

কালীনারায়ণ ॥ মারা গেলেন মানে? রায়তরা ক্ষেপে গিয়ে খুন করলো তাকে ঐ মাঠের মধ্যে—সেই থেকেই ঐ মাঠের নাম—সাহেব মারীর জলা।

নিস্তারিণী ॥ সেই নীলের হাঙ্গামার দিনগুলোর কথা এখনও মনে পড়ে। শুনে শুনে মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল ছেলেবেলায়—আমাদের গ্রামের এক বাউল গান গাইতো—'নীলের বিযে জরজর, আমার সোনার জমিন্ লখিন্দর, চাষী বেহুলা স্বামিরে বাঁচা'—

[নায়েব ও চন্দ্রমাধবের প্রবেশ। চন্দ্রমাধব শোকে, দুঃখে বিষণ্ণ, ম্রিয়মান]

নায়েব ॥ মা—

নিস্তারিণী ॥ আপনি এসেছেন? (প্রণাম ক'রে)—ঠাকুর ঘরে সব বন্দোবস্ত করা আছে, আপনি পূজোয় বসে যান। খোকাকে কখন নিয়ে যেতে হবে বলবেন

—আমি ছোট বৌকে পাঠিয়ে দোব। আমি এই পোড়া কপাল নিয়ে শুভদিনে কোন কাজেই ত' লাগব না—যার দিন আজ সেই নেই!

কালীনারায়ণ ॥ হর্ষব আবার বিয়ে দাও বৌঠান—এই বয়সে—

নিস্তারিণী ॥ না—নতুন ক'বে কোন মেয়েব অভিশাপ কুড়োতে তুমি বল না ঠাকুরপো। ঠাকুরমশাই আপনি আসুন।

চন্দ্রমাধব ॥ কিন্তু গিন্নিমা—আমি জ্ঞানতঃ মিথ্যে কথা বলিনি, আমি আজও বিশ্বাস করি, স্বামীগৃহে সে যদি না থাকে—তাহ'লে সে আত্মঘাতিনী হয়েছে।

নিস্তারিণী ॥ ওসব কথা থাক ঠাকুবমশাই, দেবী হ্যে যাচ্ছে, বারবেলা পড়ে গেলে আর আভ্যুদিকে বসা যাবে না।

[পুরোহিত ধীরপদে ওপরের সিঁড়িব দিকে ওঠেন]

কালীনারায়ণ ॥ কি ব্যাপার?

নিস্তারিণী ॥ বিশেষ কিছু নয়।

[দ্রুত হর্ষ সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে আসে]

হর্ষ ॥ বিশেষ কিছু নয়—বলছ, কোন আক্কেলে—নায়েব নিজে গিয়ে খবর নিয়েছে বিষ্ণুপুরে; সেখানে সে নেই—

কালীনারায়ণ ॥ আরে খুলে বল না—ব্যাপারটা কি?

হর্ষ ॥ ব্যাপার সাংঘাতিক। এই বামুনের কুলীনে করা মেযে পারুল— আমার এক মুসলমান ওস্তাদের সঙ্গে ভেগেছে। সঙ্গে রঘু বলে একটা ছোঁড়া, এখনও দুধের দাঁত পড়েনি তার, তাকে শুদ্ধু ভুলিয়ে নিয়ে গেছে।

কালীনারায়ণ ॥ কি সর্বনাশ! এত কাণ্ডর পর ঐ ব্রাহ্মণ এসেছে এই বাড়ীতে অন্নপ্রাসন করাতে?

হর্ষ ॥ এই যে মা, সব কথা জেনে শুনে—করুণাময়ী। কম শয়তান ও, পাড়ার লোকে জিগ্যেস করেছে, 'মেয়ে কোথায় গেল'—বলেছে 'জামাই এসে নিয়ে গেছে'।

[চন্দ্রমাধব সিঁড়ি বেয়ে আবার নেমে এসে পেছনে দাঁড়ান]

নিস্তারিণী ॥ হর্ষ, উনি আমাদের কুলপুরোহিত, ওঁর সম্মান রেখে কথা বল। পারুল সম্বন্ধে আমরা কেউ কিছু জানি না—শুধু একটা সন্দেহের ওপর—

হর্ষ ॥ সন্দেহ? এর মধ্যে সন্দেহটা কোথায়?—যে রাত্রে রঘুকে নিয়ে ওস্তাদজী লক্ষ্ণৌ গেল, সেই রাত্রি থেকেই মেয়েটা নিরুদ্দেশ। বিটুলে বামুন এতদিন মিথ্যে কথা বলে চালিয়েছে, সে শ্বশুরবাড়ী গেছে। সেখানে খোঁজ করে দেখা গেছে—সেখানে সে যায়নি। এ-ত জলের মত পরিষ্কার—এর মধ্যে সন্দেহটা কোথায়?

চন্দ্রমাধব ॥ হর্ষর কথাই ঠিক গিন্নিমা, আমি পাপী, অশুচি, শুভকাজ আমাকে দিয়ে হয় না—আমাকে বিদায় দাও।

নিস্তারিণী ॥ দাঁড়ান আপনি।—হর্ষ, এতদিন দত্তদের বড় তরফের বাড়ীতে আমার ইচ্ছানুযায়ীই কাজ হ'যে এসেছে, আজও হবে। পারুল যদি অন্যায় করে থাকে সে পাপ তার; ঠাকুরমশাই সে পাপের ভাগী হতে পারেন না।

কালীনারায়ণ ॥ এটা তুমি বাড়াবাড়ি ক'রছ বৌঠান—এতবড় একটা সাংঘাতিক ব্যাপার গাঁয়ে হ'ল—অথচ জমিদার হ'য়ে—

হর্ষ ॥ সেটা বোঝাকে কে? আজ যদি এ ঘটনার প্রতিবিধান না হয়, গাঁ-শুদ্ধ লোক আস্কারা পেয়ে যথেচ্ছাচার করবে—এই গাঁয়ে ব'সেই নষ্টদুষ্টের দল নোংরামী সুরু করবে—সেটুকু বোঝবার মত বয়স এখনও ওঁর হয়নি—

নিস্তারিণী ॥ (পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে হর্ষর দিকে তাকান—তারপর ঠাকুর মশায়ের দিকে চেয়ে) ঠাকুরমশাই আপনি নেমে এলেন কেন—বারটার পর বারবেলা পড়ে যাবে—যান আপনি শীগ্‌গির কাজে বসুন—

হর্ষ ॥ দাঁড়ান—আমার ছেলের অন্নপ্রাসন আপনার মত মিথ্যেবাদী, আচারভ্রষ্ট বামুনকে দিয়ে করাবো না। বেরিয়ে যান বলছি—এই মুহূর্তে বেরিয়ে যান—

নিস্তারিণী ॥ হর্ষ! আমি ডেকেছি ওঁকে এ বাড়ীতে, কোন কথা তুমি বলবে না—আমার হুকুম।

হর্ষ ॥ হুকুম!—ঐ হুকুম আমার ওপর ফলাতে, যখন নাবালক ছিলাম। এখন আর নাবালক নই—কাছারীর সেরেস্তায় নিস্তারিণী দাসী ও হর্ষনারায়ণ দত্ত দিগরের নামে দাখিলা আদায় হয়।

নিস্তারিণী ॥ ওঃ—(কিছু বলতে পারেন না—পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকেন)

কালীনারায়ণ ॥ আঃ—একি আরম্ভ করেছ হর্ষ—আজ এই শুভদিনে—

নিস্তারিণী ॥ নায়েব মশাই—আজ রাত্তিরে আমার সঙ্গে যাবেন—

নায়েব ॥ কোথায় মা?

নিস্তারিণী ॥ ইষ্টিশানে—একখানা টিকিট কেটে আমাকে কাশীর গাড়ীতে তুলে দেবেন। (দ্রুত ওপরে উঠে যান)

কালীনারায়ণ ॥ বৌঠান—ও বৌঠান—আহা শোন— (পেছনে ছুটে যান)

হর্ষ ॥ নায়েব মশাই, নিধু ঠাকুরকে খবর দিয়েছেন?

নায়েব ॥ আজ্ঞে না—

হর্ষ ॥ যান, এখনি খবর দিন, অন্নপ্রাশনের কাজ এখনি সুরু করতে হবে। আর সবকারকে ব'লে দেবেন, আজ রাত্রে মাইফেলের ব্যবস্থা করতে—

নায়েব ॥ আজ্ঞে—টাকা—

হর্ষ ॥ টাকার ব্যবস্থা আমি করব, আসুন আমার সঙ্গে।

[নায়েব ও হর্ষ নেমে যায়। চন্দ্রমাধব পাথরের মত বসে পড়েছিলেন—এবার ধীরে ধীরে ওঠবার চেষ্টা করেন—পড়ে যান—রতন ছুটে আসে]

রতন ॥ ঠাকুর মশাই—

চন্দ্রমাধব ॥ কে?

রতন ॥ আমি রতন ঠাকুর মশাই, পড়ে গেলে—লাগলো?

চন্দ্রমাধব ॥ না পড়িনি; মাথাটা একটু ঘুরছিল কিনা! রতন—

রতন ॥ আজ্ঞে—

চন্দ্রমাধব ॥ আমাকে একটু ধবে তোল ত'—বেশ শক্ত করে ধরে তোল দেখি।

রতন ॥ আমি তোমাকে—ছোঁব ঠাকুরমশাই ?

চন্দ্রমাধব ॥ হ্যাঁ, ছুঁবি বৈকি, নিশ্চযই ছুঁবি ; (রতন প্রণাম ক'রে চন্দ্রমাধবকে ধরে) তোর খুব শক্ত হাত, বাঃ বেশ শক্ত,—হ্যাঁ তোল—এইভাবে তোল —সব দুলছে না ?

রতন ॥ এ্যাঁ ?

চন্দ্রমাধব ॥ সব দুলছে—বুঝতে পারছিস না—এই বাড়ী, ঘর, পৃথিবী, সংসার —সব দুলছে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—সব দুলছে—শক্ত হাতে ধার রাখ— নইলে সব ভেঙ্গে পডবে—তোর খুব শক্ত হাত, বাঃ—তোর খুব শক্ত হাত খুব শক্ত—

[রতন চন্দ্রমাধবকে ধ'রে—ধীরে সিঁড়ির মুখে নামতে থাকে]

ধীরে পর্দা নামে

॥ দ্বিতীয় অঙ্ক ॥

ঃ প্রথম দৃশ্য ঃ

[পনের বছর পরে]

[রতনের পূর্ববর্ণিত ঘর। কিছু পরিবর্তন সূচিত হ'যেছে। ঘরের একপাশে এক মহিলা, তাঁর গলায় ঝোলান ষ্টেথোস্কোপ, প্যাডে কিছু লিখছেন। মহিলার বযস অনুমান ৩০।৩২, অভিজাত সুলভ চেহারায সাধারণ আড়ম্বরহীন পোষাক। পাশে রতন ব'সে আছে, তার কোলে একটি বছর ১৫।১৬ বযসের ছেলে, শীর্ণ, নীচের দিকের পা দু'টো মোড়া। মহিলার নাম সীতা দত্ত।]

সীতা ॥ এর নামটা কি ?

[ছেলেটা অস্ফুট কণ্ঠে কি যেন বলে]

রতন ॥ আজ্ঞে শীচরণ—শীচরণ মালিক।

সীতা ॥ বাবার নাম ?

রতন ॥ আজ্ঞে আমার কথা বলছেন ? আমার—আমার নাম রতন মালিক—

সীতা ॥ কাল সকালে মিল হাসপাতালে নিয়ে যেও, দেখি ভর্তি করে নিতে পারি কিনা !

রতন ॥ (সীতার পা দুটো জড়িয়ে ধরে)—তাহলে আর কোন আশা নেই বৌ-দিদিমণি ?

সীতা ॥ (সসংকোচে পা সরিয়ে)—দেখো তোমায় ত আগেই বলেছি, এসব রোগের ভাল চিকিৎসা এ দেশে নেই। রক্ত পরীক্ষা করে যা বুঝেছি—পৈত্রিক কুৎসিত রোগ ওর সমস্ত রক্তকে দূষিত করেছে। তুমি বলছ এ ধরণের পাপ তুমি করোনি—এর বেশী কিছু বোঝা আমার বিদ্যের বাইরে। দেখি হাসপাতালে কিছুদিন রেখে—তবে ভরসা কিছু দিতে পারছি না

ভাই। এই কাগজটা নিয়ে হাসপাতালে যেও, কেমন? আমি চলি, আমাকে সমস্ত কুলিবস্তী ঘুরতে হবে।

[সীতা চলে যায়—রতন উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে কাগজটা হাতে নিয়ে]

রতন ॥ (আপন মনে)…"হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, এ ক্ষণজন্মা ছেলে তোমার গিন্নিমা। এ ছেলে সারা বংশের মুখোজ্জ্বল করবে দেখে নিও"…ক্ষণজন্মা ছেলে, ক্ষণজন্মা ছেলে, বেজন্মা—হারামীর বাচ্চা।

[ছেলেটাকে জোরে পেটাতে থাকে', ছেলেটা কেঁদে ওঠে—দুর্গা ছুটে আসে]

দুর্গা ॥ মরণ—মরণ, মুখে আগুন তোমার, ছেলেটাকে ধ'রে ধ'রে ঠেঙাচ্ছ কেন?

রতন ॥ মারবো, মেরে ফেলবো, ওকে খুন করবো।

[আরও জোরে পেটায়, ছেলেটা পরিত্রাহি চেঁচায়]

দুর্গা ॥ (ছেলেকে জোর করে সরিয়ে নিয়ে)—খবরদার, গায়ে হাত দেবেনে আমার ছেলের। নিজের পাপের বিষে ওর অঙ্গ ঝাঁঝরা করেছ, লজ্জা করেনে মুখ নাড়তে?

রতন ॥ চুপ কর হারামজাদী—

দুর্গা ॥ কেন চুপ করবো? 'শাপভ্রষ্ট ছেলে আমার'—সেই শাপভ্রষ্ট ছেলে যখন বছরের পর বছর হাঁটতে শিখলেনে, কথা বলতে শিখলেনে,—তার চিকিচ্ছের জন্য আমার নো'গাছটা পর্যন্ত বিক্রী করেছ। তখন কি জানতুম—তুমি একটা নষ্ট পুরুষ, কোথায় কোন নরকে গিয়ে—

রতন ॥ (ছুটে গিয়ে ওর গলাটা চেপে ধরে)—তোকেও—তোকেও আজ খুন করবো।

[ছেলেটা ভয়ে বিকট চীৎকার করে ওঠে—রতন চমকে হাতটা টেনে নেয়]

রতন ॥ আমি পাপী, হ্যাঁ পাপ আমি করেছি—কিন্তু সে পাপ—ও ভগবান,—কি করে বোঝাবো আমি!

দুর্গা ॥ বোঝাতে হবেনে—বৌদিদিমণি আমাকে বুঝিয়ে বলে গেছে।

তোমাব একার পাপে সমস্ত সংসারটা জ্বালিয়ে দিলে—ছেলেটা মানুষের ঘরে জন্মেও জন্তু হযে রইল, এই পোড়া পেটে আবত' কেউ আসবেনে যে তাকে নিযে একটু শান্তি পাব! আব তোমার শান্তি ত' তুমি পেয়েছ —এই বুড়ো বযসে অমন বাবুর বাড়ীর চাকরী গেল, চাকরাণের জমি গেল, সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি কলেব কুলী খাটছো। সবই অদেষ্ট, তুমি কি করবে—পোড়া ববাত—তুমি কি করবে—

[চোখ মুছতে মুছতে চলে যায। রতন কিছুক্ষণ উদাস দৃষ্টিতে চেযে থাকে, তারপর ছেলেটাকে ধরে]

বতন ॥ চবণ, দাঁড়া, একটু দাঁড়া, এইভাবে—পারবিনি—

[ছেলেটা বিকৃত কণ্ঠে অঙ্গভঙ্গী সহকারে অসম্মতি জানায। সনাতন প্রবেশ করে।]

সনাতন ॥ কি গো রতন, ছেলেকে দাঁড়াতে শেখাচ্ছ? আর এ বয়সে কি হয়, ছেলেবেলায হ'লে হ'ত। ডাক্তাবনী নাকি রক্ত নিয়ে বলেছে, তোমার খারাপ বোগ থেকে এই রকম হয়েছে।

বতন ॥ (চমকে)—এ্যাঁ—কে বলেছে, কে বলেছে এ কথা?

সনাতন ॥ হাঃ-হাঃ-হাঃ—এ আব ঢাকাঢাকিব কি আছে রতন? মেলার মেযেমানুষ-টানুষের কাছে যেতে নেই?

[রতন শুধু উদাস দৃষ্টিতে চেযে থাকে]

যাক্‌গে শোন, যে জন্যে তোমার কাছে এলুম, তুমি বাবুদের বাড়ীর পুবোনো চাকর ছেলে—সাহস করে সাহেবের কাছে তুমিই বলতে পারবে।

[রতন জিজ্ঞাসুনেত্রে চেয়ে থাকে]

বাইরের আমদানি কুলীদের জন্যে বস্তী করে দেওয়া হ'ল, আর আমরা—ঘর পাবোনি কেন?

রতন ॥ কেন, নিজের ঘর তোকে কামড়াচ্ছে নাকি?

সনাতন ॥ নিজের ঘর সারাবার খরচটা কে দেয় বলত? আগে তবু ধান-

জমিটুকু ছিল, বছরে বছরে খড় পেতুম, ঘরটা ছাইয়ে নিতুম, এখন ত খড়টি পর্যন্ত কিনতে হবে। তাই বলি দূর হোক গে ছাই ঘরের মায়া—কলের কুলী যখন—তখন কুলী বস্তীতেই গিয়ে উঠবো।

রতন ॥ তা তোর দরকার থাকে—সাহেবকে গিয়ে বল না? আমার দরকার নেই—

সনাতন ॥ তোমার দরকার থাকবে কোথা থেকে? চাকরাণের জমির ভাত যে এখনও পেটে ঢুকছে!

রতন ॥ হাঃ হাঃ হাঃ—চাকরাণের জমি!

সনাতন ॥ জমি গেছে?

রতন ॥ বিলকুল। ছেলেটার চিকিচ্ছের জন্য ধার করেছিনু নায়েব মশায়ের কাছে—নীলেম হয়ে গেল জমিটুকু সেই ধারের দায়েই।

সনাতন ॥ বাবুদের খাসের জমি তুমি কিছু ভাগে করতে না?

রতন ॥ গিন্নীমা কাশী যাবার পর বছর কতক করেছিলুম, তারপর ত বাবুই লোপাট হয়ে গেল—আর জমি! ছোটবাবু দাদাবাবুকে ভুজুং ভাজাং দিয়ে জমিদারীটা লিখিয়ে নিলে—পরের বছর শুনমু খাসের জমিও নাকি নীলেম হয়ে গেছে! এখন যেখানটা "হুস্কুরি" কল হয়েছে—ঐখানটায় ছেল আমার জমি—কতদিন হয়ে গেল—(দীর্ঘশ্বাস ফেলে)

সনাতন ॥ দাদাবাবু কোথায় এখন?

রতন ॥ কলকাতায়। জমিদারী বেচা টাকায় ফুর্তি ওড়ায় আর মদ খায়। ছোটকর্তা কম ঘাঘী? নিজের জমির গায়ে আঁচটি লাগতে দেয়নে, দাদা-বাবুর তরফের জমির ওপর ছেলের কল বসিয়ে দেলে—এখন নাগছে বাপ বেটায়। ছেলে বলছে কল আরও বাড়াতে হবে, বাপ বলছে আমার জমি বাদ দিয়ে যেখানে খুশী কল বাড়াও।

সনাতন ॥ ছেলেটিও জাঁদরেল—শঙ্কর সাহেব ত সাহেব, বাবা মুখের দিকে তাকায় কার বাপের সাধ্যি—আর বৌটিও হয়েছে তেমনি খাঁটি মেম—

রতন ॥ সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরে, ওর নামে কিছু বলিস নি। কলের হাসপাতালে যখন ডাক্তার হয়ে বসলো—আমরা হাসাহাসি করনু—মেয়ে মানুষ আবার ডাক্তার কিরে বাবু! তারপর শুননু আমাদের শঙ্কর দাদাবাবুর বৌ। একদিন পা দু'টো গিয়ে জড়িয়ে ধরে—বলনু—সারাজীবন খেটেছি আপনাদের বাড়ীতে—এ উপকারটুকু আমাকে করতেই হবে। সেই থেকে নিজে চেষ্টা করে—কত টাকা খরচা করে আমার চরণের চিকিচ্ছে করাচ্ছে।

[সয়ারাম প্রবেশ করে—সঙ্গে শুক্কুর—হিন্দুস্থানী মজুর। পোষাক ও হাবে ভাবে একটা নির্বোধ গ্রাম্য সারল্য। বয়স ২৫।৩০ এর মধ্যে। কেশ বিরল মাথায় একটা বিরাট টিকি]

সয়ারাম ॥ এই যে রতন, আমাকে ডেকেছিলি কেন সনাতন?

সনাতন ॥ ঐ সেই ঘরের ব্যাপারে একটা পরামর্শের জন্যে। তা রতন বলছে—ওর ঘরের দরকার নেই।

সয়ারাম ॥ ওর একার দরকার ত বড় কথা নয—দরকার আমাদের সকলের। ম্যানেজার সাহেবের কাছে দরবার করতে হবে।

সনাতন ॥ তাহ'লে তুমিই একদিন চল—আমাদের মধ্যে বলিয়ে কইয়ে ত' তুমিই আছ।

সয়ারাম ॥ হুঁ—আমাকে এগিয়ে দিয়ে সব মজা দেখ আর কি, ও কাম অনেক করে শিক্ষা হয়ে গেছে ভাই, ঐ ঝুট্টল কামে আর নেই!

শুক্কুর ॥ আরে সয়ারাম হিন্দী বাত বোলৎ হ—

সয়ারাম ॥ বলবে বৈ কি ইয়ার, ছিলুম হালী চাষী, জমি গেল, ঘর গেল, হলুম খাঁটি মজুর, সব বদলালো বাত ভি বদলাবে।

[নেপথ্যে অনেক গলায় 'বন্দেমাতরম" "Boycott British goods" ইত্যাদি ধ্বনি শোনা যায়]

সনাতন ॥ আর এই এক হয়েছে হ্যাঁফা। রাত নেই, দিন নেই কেবল চেল্লাচ্ছে। কানে তালা ধরিয়ে দিলে—

শুক্কুর ॥ হাই বাপ—ওহি টিশন পর মাড়োয়ারীকা বিলাইতি কাপড়াকা ডুকান রহালা না, উসমে আগ লাগায়স হ্—একদম বিলকুল জ্বল গ্যায়ল—

সয়ারাম ॥ দক্ষিণ পাড়ায় সব ছেলেদের কেলাব হয়েছে, লাঠিখেলা, শড়কি খেলা, এসব শেখায়।

শুক্কুর ॥ লাঠি শড়কীসে সাহাব লোগোঁকো ভাগায়গা কেয়া ?

সয়ারাম ॥ বোমা বন্দুক ভি আছে। আদিত্যবাবু ত' ঐ দলে আছে—

রতন ॥ (প্রায় লাফিয়ে)—কে ?

সয়ারাম ॥ আদিত্যবাবু, তোমার দাদাবাবু—হর্ষবাবুর ছেলে।

রতন ॥ সে আসে এখানে ?

সয়ারাম ॥ হ্যাঁ—মাঝে মাঝে আসে রাত্তিরে।

রতন ॥ আমাকে একবার দেখাতে পারিস ?

সয়ারাম ॥ বাবা, তারা কারুর সাথে দেখা করে না। লুকিয়ে আসে লুকিয়ে যায়।

সনাতন ॥ আমাদের সাহেবের কাছে টাকা নিতে আসে।

রতন ॥ কেন ?

সনাতন ॥ সাহেব যে টাকা দেয় ঐ দলে—বলে সব বিলিতি কাপড় পুড়িয়ে দাও, যত টাকা লাগে দোব।

সয়ারাম ॥ য্যাঃ—

সনাতন ॥ বললে যদি বিশ্বাস না করো ত' কি করবো বলো ? ঐ মেড়োর দোকান পোড়ার সময় সাহেব ত' কেলাবের ছেলেদের বলেছেন—তোরা আগুন দে, পুলিশ আসলে আমি সামলাবো।

শুক্কুর ॥ বাবা—সাহেব ভি স্বদেশী বন গ্যয়ালন হ্।

সয়ারাম ॥ স্বদেশী নয়, স্বদেশী নয়, দেখছে বিলিতি কাপড় না পেলে লোকে তার কলের কাপড়ই কিনবে।

শুক্কুর ॥ লে হালুয়া—

[সকলে উচ্চৈঃস্বরে হেসে ওঠে। "বন্দেমাতরম" ইত্যাদি ধ্বনি আবার ঘুরে কাছে আসতে থাকে। কতকগুলি লোক মিছিল করে যাচ্ছে বোঝা গেল। "Boycott British goods—বিলিতি ছাড়—দিশী পর"—ইত্যাদি ধ্বনি শোনা যায়। রমাই তাঁতী কাঁধে কাপড়ের বোঁচকা, চীৎকার করতে করতে ঢোকে।]

রমাই ॥ "রমাই তাঁতীর কাপড কেন"—রমাই তাঁতীর কাপড় পর"—

রতন ॥ কি হ'ল রে রমাই ?

রমাই ॥ (উল্লসিত) নিজের ঢাক নিজেই পেটাচ্ছি। কি করব—সব চেঁচাচ্ছে —"বিলিতি কাপড পুড়িয়ে দাও—দিশী স্থতোর কাপড় পর"। ওদিকে শঙ্কর সাহেব ত' দত্ত মিলের দেওয়ালের গায়ে বড বড় করে লিখে দিয়েছে —"স্বদেশী কাপড ব্যবহার করুন"। আমার কথা কেউ বলে না—তাই নিজেই চেঁচাচ্ছি—"রমাই তাঁতীর কাপড পর"—

সয়ারাম ॥ নাও রমাই—তোমার পেছনে আমরা চেঁচাবো—ধর না হে সনাতন।

শুক্কুর ॥ হাঁ-হাঁ—থৈনিকা পয়সা মিল যায় ত' চিল্লাই রমাই কা সাথ—

সয়ারাম ॥ কি হ'ল, ধর—

রমাই ॥ নে—আমি বলব—'রমাই তাঁতীর'—

সনাতন ॥ আমরা বলব—'কাপড় কেন'—চল না হে রতন—ছুটির দিন।

রতন ॥ হাঃ হাঃ—না তোমরা যাও—আমার কাজ আছে।

[ওরা সকলে পূর্ববৎ চেঁচাতে চেঁচাতে খুব একটা মজার খেলা এই ভাবে বেরিয়ে যায়]

[পর্দা]

ঃ দ্বিতীয় দৃশ্য ঃ

[পূর্ববর্নিত জমিদার বাড়ীর বারান্দা, উপস্থিত দত্তমিলস্-এর প্রোপ্রাইটারের খাস্ কামরা। সাহেবী আসবাবে ঘরটি সুসজ্জিত। পেছনের জানালা দিয়ে মিলের চোঙায় ধোঁয়া উড়ছে দেখা যায়। মিস্টার শঙ্কর নারায়ণ দত্ত সেক্রেটারিয়েট টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে অফিসের কাজ করছেন। মিস্টার দত্ত সুপুরুষ যুবক। তাঁর কথায় ব্যবহারে ও চালচলনে একটা অনলস কর্মপ্রিয়তার লক্ষণ প্রকাশ পায়। ওপরের সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসেন তাঁর স্ত্রী সীতা দত্ত, হাতে ব্যাগ, কাঁধে ষ্টেথোসকোপ।]

শঙ্কর ॥ (চোখ তুলে হাসিমুখে একবার দেখে) Good morning Doctor. কি খবর ?

সীতা ॥ (হাসিমুখে চেয়ারে বসে) Good morning. Hospital-এর ওষুধের যে list-টা তোমাকে পাঠিয়েছিলাম ওটা সই করে দিয়েছ ?

শঙ্কর ॥ Good Heavens ! (file খুলে একটা কাগজ বার করে) কি মনে করেছ কি ? দত্ত মিল্সকে কি গৌরীসেন পেয়েছ ? এ list-এর সব ওষুধ আর apparatus কিনতে হলে প্রায় দশ হাজার টাকা লাগবে।

সীতা ॥ লাগবেই ত। Hospital-কে যদি সত্যিকারের hospital করতে হয় তা'হলে ঐ দশহাজার টাকার ওষুধ কেনার ব্যবস্থা তোমায় করতেই হবে। Otherwise, if it is a show—

শঙ্কর ॥ Certainly it is a show. সরকারী আইন বাঁচাবার জন্যে একটা first-aid-dispensary-ই যথেষ্ট। তা সত্ত্বেও এ অঞ্চলে কুড়ি মাইলের মধ্যে কোন hospital নেই, সেই জন্য গোটা দশেক bed-এর বন্দোবস্ত করেছিলাম। আর খরচ কমাবার জন্যে বাইরের ডাক্তার না নিয়ে তোমাকে appoint করেছিলাম। তা তুমি যা সুরু করেছ, তাতে ত' hospital রাখতে গিয়ে Mill পর্যন্ত তুলে দিতে হবে আমায়। ঘরের স্ত্রী বিভীষণ হ'লে—

সীতা ॥ ঘরে স্ত্রী ঘরে। When she is a doctor—doctor with all seriousness—

শঙ্কর ॥ Doctor, heal thyself please, সদ্য বিলেত ঘুরে এসেছো, Continent-এর রঙীন নেশার ঘোর এখনও চোখ থেকে কাটেনি। ঘোর কেটে গেলে দেখবে বিলেতটা বিলেতই—আর এটা পোড়া বাংলাদেশ —অনেক তফাৎ।

সীতা ॥ তফাৎটা সৃষ্টি করা হয়েছে বহুদিনের চেষ্টায়। বিলেতটাকে বিলেত করবার জন্যেই পোড়া বাংলাদেশ পুড়েছে দেড়শ' বছর।

শঙ্কর ॥ Well—well—কি যেন নাম ভদ্রলোকের, দাঁড়াও এক মিনিট। (ড্রয়ার খুলে একটা খবরের কাগজ বের করে) "At the cost of the burnt ashes of the weavers of Shantipur & Dacca, Mills, of Manchester & Leeds are flourishing," কাগজটার নাম The Bengalee, বক্তা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী। Great men think alike, speak alike and—

সীতা ॥ Act alike, (দু'জনে হেসে ওঠে)

শঙ্কর ॥ যাকৃগে, enough of jokes—একটু কাজের কথা বলি। দেখো সীতা। তুমি তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকায় ভারতীয় নারীর মুক্তি নিয়ে প্রবন্ধ লেখ। হিতবাদী না ব্রহ্মবাদী কি যেন সব trashes আছে তোমাদের—তাতে দেশাত্মবোধক বক্তৃতা ছাপাও আমি কিছু মনে করবো না। Rather I shall be proud of it,—কিন্তু ঐ বোমাওয়ালা স্বদেশী গুণ্ডাদের shelter দেবে আর ওদের লীডারী করবে এ আমি কিছুতেই সহ্য করবো না।

সীতা ॥ Shelter দোব—লীডারী করবো—কথাগুলোর মানে কি?

শঙ্কর ॥ মানেটা তুমি জানো, হর্ষদার ঐ ছেলেটা, আদিত্য না কি যেন নাম—কি জন্যে আসে তোমার কাছে?

সীতা ॥ সেত' তোমার কাছেও আসে।

শঙ্কর ॥ হ্যাঁ, আমার কাছে আসে তাদের club-এর চাঁদা নিতে।

সীতা ॥ স্বদেশীওয়ালা গুণ্ডাদের চাঁদা দাও কেন?

শঙ্কর ॥ চাঁদা দিই—কারণ তারা Physical exercise করে, দেশের কাজ করার চেষ্টা করে, আর—

সীতা ॥ বিলেতী কাপড পোড়ায়।

শঙ্কর ॥ Of course! Competition-এ দিশী কাপডকে দাঁডাতে হ'লে বিলিতী কাপডের import বন্ধ করতেই হ'বে। That does not mean—ইংরেজকে বোমা মেরে এদেশ থেকে তাডাতে হ'বে। ছ্যাখো, What your স্থরেন ব্যানার্জি wants, that স্বরাজ, সেটা আমিও চাই। এদেশে দিশী mill factory তৈরী করতে হবে—দেশের টাকা দেশে রাখতে হবে। But administration! Impossible। ইংরেজ ছাডা এতবড রাজত্ব চালাবার ক্ষমতা তোমার দেশের লোকের নেই।

সীতা ॥ কিছুদিন আগে ঠিক এই রকম কথাই লোকে বলত'—এদেশে mill factory করবার ক্ষমতা এদেশের লোকের নেই।

শঙ্কর ॥ যাক্‌গে, তোমার সঙ্গে Political তর্ক করার মতো দুঃসাহস আমার নেই। You have every liberty to do any thing and every thing. শুধু যে কাজগুলো আমি পছন্দ করি না সেইটাই তোমাকে জানিয়ে দিলাম।

সীতা ॥ Thank you. আমারও একটা ব্যক্তিসত্ত্বা আছে, তার পছন্দ-অপছন্দ আছে, এইটুকু মনে রাখলেই স্থখী হ'ব। (প্রস্থানোদ্যতা)

শঙ্কর ॥ শোন—

সীতা ॥ (ঘুরে দাঁড়ায়) কিছু বলবে?

শঙ্কর ॥ হ্যাঁ, London থেকে Shakespearian Group এসেছে কোলকাতায়—আজ Plaza-য় Macbeth করছে।—যাবে?

সীতা ॥ আজ বিকেলে আমার একটা meeting আছে।

শঙ্কর ॥ ও—(আহত হয়)

সীতা ॥ আর কিছু বলবে ?

শঙ্কর ॥ না। (সীতা চলে যেতে উদ্যতা হয়) শোন—(সীতা এগিয়ে আসে) Days in days out—এই hackneyed routine works ছাড়াও মানুষের একটা পৃথক অস্তিত্ব আছে—তাব চাহিদা আছে—এটা তুমি স্বীকার করো ?

সীতা ॥ করি। তবে সে চাহিদা জীবনেব অন্য পাঁচটা চাহিদারই একটা, তাব জন্য বিশেষ কোন importance দিতে হবে এটা আমি মনে কবি না। (শঙ্কর নীরব)—দেখ, তুমি আমার Past life জানো। বিয়ে, সংসার, এগুলো আমার ভবিষ্যৎ কল্পনার বাইবেই ছিল। ডাক্তারী পড়তে বিলেত গিয়েছিলাম—স্বাধীন হ'ব—ইউরোপের মেয়েদের মত স্বাধীনভাবে নিজের জীবিকা উপার্জন করবো—এইটুকুই ছিল আমার সেদিনের ambition, চাকা ঘুরে গেল বিলেতে, India League-এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়লাম, নিজের দেশকে দেখতে শিখলাম নতুন চোখে—সব ছেড়ে দেশেব কাজই হয়ে দাঁড়াল আমার একমাত্র আদর্শ। এব ফাঁকে কখন যে তুমি এসে গিয়েছিলে আমাব সমস্ত মন জুড়ে টেরই পাইনি—যখন টের পেলাম—

শঙ্কর ॥ তখন বাধ্য হয়ে একটা অনুষ্ঠান করলাম—তাই না ?

সীতা ॥ একি বলছ' তুমি ?

শঙ্কর ॥ ঠিকই বলছি সীতা। যে বাড়ীতে দাঁড়িয়ে তুমি আজ কথাগুলো বলছ, সে বাড়ী বাংলাদেশের এক প্রাচীনতম Feudal Lord-এর বাড়ী। এ বাড়ীর মেয়েরা জানালার চিক্ তুলে আকাশ দেখেনি কেউ কোনদিন। সেই বাড়ীর ছেলে হয়ে বিলেত গিয়ে একজন বিধর্মী ব্রাহ্মসমাজের একটি স্বাধীন জেনানাকে বিয়ে করে দত্তপুরের এই জমিদার বাড়ীতে এনে তোলা

যে কত দুঃসাহসিক—সেটা তুমি বুঝবে না। কত odds, কত অমানুষিক অমর্যাদা স্বীকার করে—

সীতা ॥ তোমার সে অমর্যাদার ভাগ কি আমি নিইনি?

শঙ্কর ॥ না।

সীতা ॥ কি চাও তুমি আমার কাছে?

শঙ্কর ॥ সব,...সব পেতে চাই,—তোমাকে আরও নিবিড় করে পেতে চাই, নিজের করে পেতে চাই—একান্ত,—একান্ত নিজের স্ত্রী হিসেবে পেতে চাই—(সীতা অল্প হাসে)—তুমি হাসছ?

সীতা ॥ হ্যাঁ—না ভাবছি, এই বাড়ীতে দাঁড়িয়ে হয়ত' ঠিক এই জায়গায় দাঁড়িয়েই তোমার পূর্বপুরুষরা তাদের স্ত্রীদের চেয়েছিল ঠিক এইভাবেই, শুধু পোষাকটা বদলেছে আর বদলেছে ভাষাটা—যেমন ঐ দেওয়ালটা white wash করা হয়েছে—আর জানালা দরজাগুলোর পর্দা চড়েছে।

শঙ্কর ॥ থাক্, বক্তৃতাটা তোমার meeting-এ শুনিও—যথেষ্ট শ্রোতা পাবে—তুমি যেতে পারো।

সীতা ॥ (কাছে এগিয়ে ওর হাত দুটো ধরে) হাসিমুখে বলো। (শঙ্কর শুধু একবার ওর দিকে চায়)—কেন ছেলেমানুষের মত রাগ করো বলত'? তোমার labourer-রা তোমার ভয়ে অস্থির, তারা যদি জানতো দত্তসাহেব কচিছেলের মত রাগ করে ঠোঁট ফুলিয়ে কাঁদে—(ওর চিবুকে নাড়া দেয়)

শঙ্কর ॥ থাক্—(ওর হাতটা সরিয়ে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে নীচের সিঁড়ির মুখে কাশীর আওয়াজ পাওয়া যায়।) বাবা! (সীতা সরে দাঁড়ায়, সিঁড়িতে পায়ের শব্দ নিকটতর হয়—পরে বেল বাজে) Come in.

[কালীনারায়ণ প্রবেশ করেন। কালীনারায়ণ প্রৌঢ় হ'য়েছেন। সিঁড়ি ভাঙার পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছেন। সীতা সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায়, কালীনারায়ণ ক্রুদ্ধ চোখে ওকে দেখেন। তারপর একটা সোফায় বসেন]

শঙ্কর ॥ বাবা হঠাৎ ? কিছু বলবে ?

কালীনারায়ণ ॥ হ্যাঁ, সেইরকমই ইচ্ছে আছে—নাহ'লে সিঁড়ি ভেঙে তোমার বাড়ীতে বেড়াতে আসবার মত দেহমনের অবস্থা আমাব নয়।

শঙ্কর ॥ বলো।

কালীনারায়ণ ॥ দেখো, তোমার 'দত্তমিলের' শ্রীবৃদ্ধি হোক, জাহান্নামে যাক আমার কিছু যায় আসে না, তোমার সম্পত্তি আমি ভাগ করে দিয়েছি যেমনটি তুমি চেয়েছ। এই বড় তরফের বাড়ী, বড় তরফের জমিদারী আমি তোমার নামে লিখে দিয়েছি। তা সত্ত্বেও তুমি যদি আমার সম্পত্তিতে নাক গলাতে যাও—আমি বেঁচে থাকতে তা সহ্য করবো না।

শঙ্কর ॥ নাক গলানো মানে ?

কালীনারায়ণ ॥ আজই আমার নাযেব বলে গেল, তোমার Contractor নাকি দত্তপুকুরের উত্তরপাড় মাপজোখ করে এসেছে কুলী বস্তী বসাবার জন্যে—

শঙ্কর ॥ হ্যাঁ—আমায় labour quarters বাড়াতে হবে। জায়গা চাই।

কালীনারায়ণ ॥ জায়গা চাই ? সেই জন্যে তুমি আমার পুকুরপাড়ে কুলীবস্তী বসাবে, এটা কি মগের মুল্লুক ?

শঙ্কর ॥ আমি জায়গা acquisition করবো, কোন পতিত জায়গা যদি public work-এর জন্য দরকার হয় তা দখলের ব্যবস্থা গভর্ণমেণ্টই করে দেবে।

কালীনারায়ণ ॥ আচ্ছা দেখি কোর্টেই সেটা ফয়সালা হবে।

শঙ্কর ॥ তুমি মিথ্যে রাগ করছো।

কালীনারায়ণ ॥ মিথ্যে রাগ করছি, মিথ্যে ? গাঁ শুদ্ধু ক্ষেতী প্রজাদের কলে ঢুকিয়েছ কুলী করে। আমার ধানকাটার জন্যে সাঁওতাল আনতে হয় বীরভূম থেকে, তবু কিছু বলিনি—জানি পেটের জ্বালায় গেছে—পালে পার্বণে একটা ব্যাগারের লোক পাই না। আমার খাসের প্রজা পাশ দিয়ে গেলে হাত তুলে একটা প্রণাম পর্যন্ত করে না—সব সহ্য করেছি। কিন্তু

আমার বাপ-পিতেমোর সাধের পুকুরপাড়ে তুমি কলের কুলী বসাবে—এ আমি কিছুতেই সহ্য করবো না—এই বলে গেলুম। (কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে আসেন) আর একটা কথা, বিলেত গিয়ে সাহেব হয়ে এসেছ। একটা আধা ফিরিঙ্গি মেয়েকে ধরে নিয়ে এসেছ দত্তবাড়ীর বৌ করে—কারও কথা শোননি—তোমার গর্ভধারিণীকে মেরেছ, সব—সব মুখ বুজে সহ্য করেছি, একটি কথা পর্যন্ত বলিনি। কিন্তু তোমার স্ত্রী তোমারই কুলীর বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়ালে আর যাই হোক তোমার মর্যাদা বাড়ে না—এইটুকুই বলে গেলুম।

(দ্রুত নীচে নেমে যান। শঙ্করনারায়ণ কিছুক্ষণ গুম্ হয়ে চেয়ারে বসে থাকেন, তারপর সিগার ধরান, কিছুক্ষণ পায়চারী করেন—ম্যানেজার প্রবেশ করেন]

ম্যানেজার ॥ স্যার—এই বিলগুলো দেখবেন বলেছিলেন—

শঙ্কর ॥ এখন নয়, এখন নয়, যান বেরিয়ে যান—**walk out I say.**

[ম্যানেজার হতভম্ব অবস্থায় বেরিয়ে যায় শঙ্কর আরও কিছুক্ষণ পায়চারী করেন। পেছনে সীতা এসে দাঁড়ায় পায়ের শব্দ শুনে মুখ না ফিরিয়ে]

আবার এসেছেন—কাজ, কাজ দিনরাত্তির—(ঘুরে দেখে)—ওঃ তুমি?

সীতা ॥ হ্যাঁ, **meeting cancel** করে দিয়ে এলাম, চলো বিকেলে ক'লকাতা যাই **Macbeth** দেখতে।

শঙ্কর ॥ (কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকেন তারপর মৃদু হেসে হাত-দুটো ধরেন) আমি জানতাম তুমি আসবে।

—পর্দা—

ঃ তৃতীয় দৃশ্য ঃ

[দত্তপুরের মিল এরিয়ার একটি চায়ের দোকান। সনাতন, সয়ারাম, শুক্কুর প্রভৃতি কয়েকজন মজুর চায়ের গ্লাস হাতে নিয়ে উচ্ছসিত খোসগল্প.জমিয়েছে। সময় দুপুর।]

শুক্কুর ॥ এই তুলোক খিরিস্তান হো না! ছুঁয়ো মৎ হামারা চা—

সয়ারাম ॥ (নিজের গ্লাসের চা শুক্কুরের গ্লাসে ঢেলে দেয়)—হাঃ-হাঃ-হাঃ—লে শালা, তেরা জাত মার দিয়া।

শুক্কুর ॥ নেহি নেহি, এ কাম আচ্ছা নেহি, তুম শালা মেলেছ আদ্‌মি হ'না—গোস্ত উস্ত খানেওয়ালা—ওয়াক্— (বমি করার ভঙ্গী করে)

সনাতন ॥ এ্যাই এ্যাই ফেলে দে ও চা, জাত গেলে বৌ আর ছোঁবে না, আর কাউকে নিকে করে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে।

শুক্কুর ॥ হেঁ-হেঁ-হেঁ—উক্‌রা যায়িসে হাম্‌নিকে বাঁচব্ বাবা। ওঃ জান খতম হো গয়েল হামারা। কাল বহুৎ মারা শালীকো—তো আজ ভোরে ডাক্‌দর দিদিমণিকো পাস সিকায়ৎ কৈলাস হ'। ডাক্‌দর দিদিমণি হাম্‌রাকে পুকারলেন, পুছলেন ত—"তু মারলি কেন"—

সয়ারাম ॥ তুই কি বললি—?

শুক্কুর ॥ কা বলব্! আপন জেনানাকো হামি না মারব ত' কা দুস্‌রাকে জেনানাকো হাম মারৎ যায়ি?

সনাতন ॥ তুই বললি—এ কথা ডাক্তার দিদিমণিকে?

শুক্কুর ॥ রাধে কিষণ—উকার আগে কে বোলে যায়ি। এৎনা বড়া ছুরী লে গেয়লেন্ হ। কহলেন্ কি—ছাপা দিয়ায়ি। বাপরে বাপ কবহুঁ না শুনলি, কহলেন্ কি গোটিকা দাওয়াই। (অন্যমনস্কভাবে চায়ে চুমুক দেয়)

সনাতন ॥ এ্যাই—এ্যাই খেলিতো শালা।

শুক্কুর ॥ কে পিয়ল হ,—হাম না পিলেবানি।

সনাতন ॥ হাঃ হাঃ—তোর বাপ পিলেবানি শালা, এই মাত্তর মুখে দিয়েছিস্।

শুক্কুর ॥ হাম্ কা খাইলি হ— ? ওয়াক—(বমির ভঙ্গী)

সনাতন ॥ হাঃ-হাঃ-হাঃ, চ শালা আমার সঙ্গে চ, গোয়াল ভর্তি গোবর আছে খাইয়ে দেব।

সয়ারাম ॥ সে ত' খিরিস্তান গরুর গোবর রে। শুক্কুর ভাই, গোবরকা ভি ধরম হ্যায় কেয়া—?

শুক্কুর ॥ বকোয়াস্ মৎ করো। তুলোক লুচ্ছা হ, তুলোক বে ধরমি হ, তুলোক বদমাস্ হ, না রহব এহিঠা—(উঠে দাঁড়ায়)

সনাতন ॥ আহা-হা সোনার চাঁদ আমার, মাণিক আমাব, বোস বোস। আমি পয়সা দিচ্ছি, খাও চা খাও। নায়েব মশাই দেন শুক্কুরকে ভাল করে ধুয়ে আর এক গ্লাস চা দেন। ও—নায়েব মশাই—

[পূর্ববর্ণিত জমিদারবাডীর নাযেব এখন চাযের দোকানের মালিক, প্রবেশ করেন]

নায়েব ॥ কি হ'ল রে ?

সনাতন ॥ দেন শুক্কুরকে ভাল করে ধুযে আর এক গ্লাস চা দেন। বেটা একে নমোশূদ্দুর, তাব উপর খিরিস্তান, দিয়েছে ওর চা নষ্ট করে।

সয়ারাম ॥ খবরদার নায়েব মশাই, দিলে আপনার ভি জাত মেরে দেব, হাঁ।

নায়েব ॥ হাঃ-হাঃ-হাঃ—আমার জাত কি আর রেখেছি রে বাবা যে মারবি ? ছত্রিশ জাতের এঁটো ধুচ্ছি, ছত্রিশ জাতের ছোঁয়া খাচ্ছি। যে সময় জাতের দাম ছিল, সে সময় জাতের বডাই করেছি, এখন ভাতের দাম— তাই জাত হারিয়ে বোষ্টম হয়েছি।

সনাতন ॥ তা আপনার নায়েবীর কল্যানে—জায়গা জমি যা করে নিয়েছেন নায়েব মশাই, কিছু না করলেও ভাতের ভাবনা হ'ত না আপনার। এটা ত' আপনার উপরি আয়।

নায়েব ॥ হ্যাঁ—ঐটুকুই ত' তোমরা দেখ হে সনাতন। পেটে না খেয়ে বুকের রক্ত জল করে জায়গা জমিটুকু করেছিলুম বলেই এখনও ছেলে-পুলেগুলোর

মুখে দু'মুঠো দিতে পারছি—না হ'লে আজ কোথায় দাঁড়াতুম বল্ল দেখি। গিন্নিমা যে দিন কাশী গেল সেইদিনই বুঝলুম, বড তরফের জমিদারী লাটে উঠলো, তাই চাচা আপন প্রাণ বাঁচা বলে মানে মানে সরে পডলুম। তারপর এখানে সাহেবের কল বসলো, দেখতে দেখতে দত্তপুর—সেই এঁদো দত্তপুর সহর হয়ে উঠলো, তাই একটু দোকান ফেঁদে বসলুম।

সয়ারাম ॥ নায়েব মশাই নাকি মদের দোকানের লাইসিন করাচ্ছেন ?

নায়েব ॥ এ্যাঁ—কে বললে, কে বললে একথা ?

সয়ারাম ॥ হাঃ-হাঃ-হাঃ—আমরা সব খবর রাখি নায়েব মশাই।

নায়েব ॥ দেখিস্ বাবা—এ খবর যেন ঐ কেলাবের ছেলেদের কানে না যায়, তা'হলে মদের দোকান বসার আগেই—আমার চায়ের দোকানটিতে আগুন ধরিয়ে দেবে।

শুকুর ॥ দু-এক বোতল—হামনিয়োকো মাগনিসে মিলকে চাহি নায়েব মশাই—

সনাতন ॥ ওঃ, জিভ দিয়ে জল গডিয়ে পডল শালার! বিলিতি মদে জাত যায় না ?

শুকুর ॥ কহে কি ভাই, দারু পিযেসে মন মেজাজ ঠিক রহেলা। আঃ, এক্‌বাস্ দিন ভরকে থাক্‌নি ভি জলদিসে দূর হলা। শনিচ্চরকে দিন—আপনা এক সাথীকো পাস্ গেযিলি—আব হুঁযে এক বোতল আনি—আউর পিয়ল গেয়ি। আউর এইসান্ দিল্ খুস্ ভইল্, কি লে রমারম্‌লে-রমারম্ ওহি সে গাওয়ে লাগলি—"ভজুয়াকে বহিনিযা বনৌরী কি বিটিয়া কেক্‌রাসে সাদিয়া হো—"

[সকলে দোকানের বেঞ্চ চাপডে তাল দেয় ও সহাস্যে উপভোগ করে]

সয়ারাম ॥ আর কি নায়েব মশাই—একটা খদ্দের ত' আপনার পাকা হ'ল।

নায়ের ॥ তুই ডোবাবি সয়ারাম—খুডি যোশেফ সয়ারাম। কোথাকার কি কিচ্ছু ঠিক নেই। সেদিন কথায় কথা পডল—তাই দত্ত সাহেবকে একবার

জিজ্ঞেস করলুম। উনি বললেন—"বেশ ত' বাইরের লোক লাইসেন্স নিয়ে এখানে দোকান খুলবে—তার থেকে আপনি ঘরের লোক, চেষ্টা করে আপনিই লাইসেন্সটা বার করে আনুন না"। নাহ'লে আমার কি বলে, দায় কেঁদেছে। সৎকৈবর্ত্তর ছেলে—শুঁড়ির ব্যবসা খুলবো!

সনাতন॥ (দূরে রতনকে লক্ষ্য ক'রে)—আরে রতন, শোন শোন, শুনে যাও একবার— (রতন প্রবেশ করে)

দেখো, এমন চায়ের দোকান দেখেছ দত্তপুরে?

সয়ারাম॥ হ্যাঁ, দু'দিন পরে আবার মদের দোকান বসছে।

শুক্কুর॥ আউর উসকী বগলি বৈঠি উসিকা দুকান—(কুৎসিৎ অঙ্গভঙ্গী করে দেখায়)

সনাতন॥ সে জিনিসে রতনের অভ্যেস আছে, একেবারে ব্যারাম নিয়ে ফিরেছে, তা রতন—গেলে গেলে—একেবারে ব্যারামী মেযে মানুষের কাছে—? (উপস্থিত সকলে হেসে উঠে)

নায়েব॥ কি রে ছেলেটার ভর্তির ব্যবস্থা কিছু হ'ল?

রতন॥ না—

নায়েব॥ কেন?

রতন॥ বৌদিদিমণি বললে হাসপাতালে কিছুদিন ফেলে রাখা ছাড়া আর কিছু হবে না। চিকিৎসার ওষুধপত্তর এখানে নেই।

নায়েব॥ দেখ দিখিনি—সময়ের ছেলে কতখানি আশা—

রতন॥ নায়েব মশাই, আপনি আঁক কষা মানো?

নায়েব॥ অংক কষা?

রতন॥ না গো, ঐ-যে আঁক কষে বলে দেয় বরাতে কি আছে!

নায়েব॥ হ্যাঁ—তা মানি বৈকি। ভালো গণৎকার হ'লে অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায়। কেন—ছেলের হাত গণাবি নাকি?

রতন॥ না—

সয়ারাম ॥ তোমাব বৌ কেমন আছে রতন ?

রতন ॥ ভালো নয়—

নায়েব ॥ কেন কি হয়েছে বৌ এব ?

বতন ॥ ক'দিন ধবে জ্বরে ভুগছেল, আজ সাবা গা'ময় গুটী বেবিয়েছে, বোধ হয় মায়েব দয়া।

নাযেব ॥ এ্যা, সর্বনাশ! কাল সকালেই মা শেতলাব পূজো দে। সাক্ষাৎ যম বে! কথায বলে বাঘে ছুঁলে আঠাবো ঘা, মা শেতলায় ছুঁলে সহস্র ঘা। তুই কাল সকালেই পুজো দিয়ে আয়।

সযাবাম ॥ ও পূজোব কম্ম নয়। চাবদিকে বসন্ত স্বরু হযেছে। ডাক্তার দিদিমণি টিকে দিচ্ছে হাসপাতালে, সব টিকে নিয়ে নিও।

নাযেব ॥ দেখ সযাবাম, থুড়ি যোশেফ সযাবাম, তুই বেটা ম্লেচ্ছ। দেবদেবীর মর্ম তুই যদি বুঝতিস —তাহলে তোর এই দুগতি হয! বলে জন্ম এস্তোক মা শেতলাব পূজো দিযে মায়েব দযা গেল, আজ উনি এসেছেন টিকেওয়ালা ছুবী নিয়ে! পঞ্চাশ বছব বয়স হ'ল—অনেক দেখলুম বুঝলি—আব টিকে দেখাসনি।

সযারাম ॥ এখনও দেখাব অনেক বাকী আছে নায়েবমশাই। যাক্‌গে, আমি সবাইকে বলছি—বসন্ত সুরু হযেছে, হাসপাতাল থেকে সবাই টিকে নিয়ে নিও।

শুকুব ॥ হাম্ না লেহব্, মরহু পর-ভি না লেহব্। এইসান্ শুন্‌লি কি উক্‌রা সে গাইকা খুন্ বহেলা, হাম্ না লেহব্। মায়ী চাহে জিয়াযি, চাহে না জিয়াযি—উ ছাপাসে কা রুকাযি ?

সয়ারাম ॥ তবে মর সব, আমার কি ? রতন নিয়েছ টিকে ?

রতন ॥ না, বৌদিদিমণির কাছে গেছলুম, বললুম অসুখেব কথা, বললে নিজে গিয়ে দেখে আস্‌বো সন্ধ্যেবেলা। সারাটাদিন বাড়ীতে একা পড়ে আছে ও কে দেখে, কেই বা জল দেয়। ভরসা ত' ঐ হাবা ছেলেটা।

সনাতন ॥ তুমি দু'দিন ছুটি নাও।

রতন ॥ সাহেবকে বললুম। ছুটি হবে না।

সয়াবাম ॥ সাহেব বললে—ছুটি হবে না ?

রতন ॥ হ্যাঁ—

সয়ারাম ॥ চল ত' একবার সাহেবকে বলি। তোমার কাজ আমরা করে দেব' তার বদলে তোমায় ছুটি দিক্।

সনাতন ॥ হ্যাঁ—হ্যাঁ,—তাই করে দেব আমরা পাঁচজনে। এই বিপদে ছুটি না দিলে চলবে কেন ?

নায়েব ॥ হাঃ—হাঃ—হাঃ—"পিপীলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে।" দেখো একবার, ছুটির দরকার ওর—তা তোদের এত মাথাব্যথা কেন বাপু ?

সয়ারাম ॥ ঐ কলেই আমরা করে খাই বাবু। আজ ওর দরকার, কাল আমার দরকার হবেনে—একথা কে বলতে পারে ? (মিলের হুইসল্ শোনা যায়) টিফিন ত' শেষ হল—চলো রতন। চলো সব।

ঠাকুর ॥ হাম্ না যাইব্। সাহাবকা য়ঁহা হাম্ না যাইব্। বাপরে বাপ এত্না বড়া আঁখসে দেখলস্ হ। রতনকে কাম্ হাম করব্ পর য়হিঠা হাম না যাইব্।

সয়ারাম ॥ হাঃ—হাঃ—হাঃ, চলো সনাতন।

সনাতন। হ্যাঁ চলো, 'শ্যামের বাঁশী বাজলো যমুনায়'। ধ্যাৎ শালা—(উঠে পড়ে) এখন মনে হয়—আগেই ছিলুম ভাল, বুঝলি ? নিজের ক্ষেত, যখন ইচ্ছে যাচ্ছি, যখন ইচ্ছে আসছি ; এ শালা ঘড়ি ধরে সকাল আটটা থেকে রাত আটটা—

ঠাকুর ॥ মেশিন কে সঙ্গে—হামনিয়োকে মেশিন হো গেইলি হ। দম্ লাগাও চা কা দুকান মে—আর চালাও কাম্। চলো সব।

[ওরা বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দরজার মুখে হর্ষনারায়ণের মুখ দেখা যায়। সে শীর্ণ ও রোগাক্রান্ত বোঝা যায়]

হর্ষ ॥ নায়েব—

নায়েব ॥ কে? দাদাবাবু—

হর্ষ ॥ আমার টাকা দাও।

নায়েব ॥ টাকা? কিসের টাকা?

হর্ষ ॥ কিসের টাকা জানো না?

নায়েব ॥ তা আপনি আমার কাছে এসেছেন কেন? ছোটবাবুর কাছে যান, শঙ্কর সাহেবের কাছে যান, যাদের কাছে জমিদাবী বিক্রী করেছেন সেখানে যান।

হর্ষ ॥ বিক্রী আমি করিনি, বিক্রী করার আইনতঃ কোন অধিকার আমার নেই। আমাব টাকার দবকাব ছিল। বলেছিলাম টাকা দাও আমি জমিদাবী ছেড়ে চলে যাচ্ছি। কি একটা মুসাবিদা তুমি আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছিলে—

নায়েব ॥ হ্যাঁ—তাব দরুণ পেয়েছেন ত পাঁচ হাজাব টাকা।

হর্ষ ॥ আরও পাঁচ হাজার আমার পাওনা হয়েছে, এই দশ বছরে—

নায়েব ॥ পাওনা হয়ে থাকে—বাবুদের কাছে যান—

হর্ষ ॥ গিয়েছিলাম, তাড়িয়ে দিয়েছে, আর বলেছে তুমি নাকি সব টাকা বুঝে নিয়েছো।

নায়েব ॥ আমি? দুর্গা-শ্রীহরি—আপনি এ কথা বিশ্বাস কবলেন?

হর্ষ ॥ অনেক কিছুই বিশ্বাস ক'রতে হচ্ছে—যাক্ শোন, টাকা যদি আমি না পাই, কাশীতে মায়ের কাছে আমি চলে যাবো। ভাবছো, সম্পত্তিটা বিনা পয়সাতেই তোমরা গ্রাস কববে? সেটি হবে না বলে গেলাম, কাশীতে যাচ্ছি আমি—

নায়েব ॥ এই দেখুন—দাদাবাবু কি পাগল হলেন নাকি—এঁ্যা! কাশীতে যাবেন আপনি—আব গিন্নিমা আপনাকে কোলে তুলে নেবেন? গিন্নিমাকে লুকিয়ে এই সম্পত্তি হস্তান্তর করেছেন আপনি, তিনি শুনলে আর রক্ষে

থাকবে ভাবছেন? মামলায় জড়ালে আপনার যে জেল হয়ে যাবে দাদা-বাবু! তার চেয়ে শুনুন, আমি বুঝিয়ে বড়বাবুকে বলব'খন—যাতে আরও কিছু টাকা—আপনাকে তিনি দিয়ে দেন।

হর্ষ ॥ টাকা আমার আজই চাই—

নায়েব ॥ বেশত'—আজ নিয়ে যান খরচের টাকা। আমার কাছ থেকেই দিয়ে দিচ্ছি, আমি পরে বুঝে নেব'খন! আসুন, আসুন আমার সঙ্গে।

[ওরা দু'জনে দোকানের ভেতরে যায়]

[**পর্দা**]

ঃ চতুর্থ দৃশ্য ঃ

[রতনের বাড়ীর দাওয়া। একখানা মাদুরে কলাপাতা বিছানো। দুর্গা শুয়ে আছে—সর্বাঙ্গ ঢাকা। মুখে কালো কালো ঘায়ের দাগ। কাছে পঙ্গু ছেলেটা নীরবে চোখ মুছ্‌ছে। বোঝা যায় সে কাঁদছে। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘণিয়ে এসেছে, দাওয়ায় একটা লণ্ঠন ঝুলছে]

দুর্গা ॥ তবু কাঁদছিস? বলছি কাঁদিসনি, আমার বড় কষ্ট হয়। আবার—! দূর হয়ে যা চোখের সামনে থেকে হতভাগা—

[পঙ্গু ছেলেটি হামাগুড়ি দিয়ে উঠোনে নেমে যায়, দরজায় বাঁধা কুকুরটাকে আদর করে। দুর্গা একদৃষ্টে তাকিয়ে আবার ডাকে]

চরণ—আয় হেথা আয়। বাপ আমার, আয়।

[ছেলেটি হেসে আবার মায়ের কাছে আসে]

কাঁদিস্‌নি বাবা, আমি আর বাঁচবুনি—কাল রোগ হয়েছে আমার। তুই তোর বাপের কাছে থাকবি, কাঁদবিনি ত? কথা বলনা? বলতে পারিস্‌নি? একবার, শুধু একটিবার ডাকনা 'মা' বলে! বল—'মা'—

'মা'—! পারবিনি ? হতভাগা, শত্তুর, এইজন্যে কি তোকে আমি পেটে ধরেছিলুম ? (সীতা প্রবেশ করে, দরজায় দাঁড়িয়ে বলে)

সীতা ॥ ছিঃ, ওকি— (কাছে এগিয়ে পাশে চৌকী টেনে বসে), তোমার যে ছোঁয়াচে রোগ। ছেলেকে আদর করার অনেক সময় পাবে।

দুর্গা ॥ (হু হু করে কেঁদে ওঠে)—সময় আর আমি পাবোনি দিদিমণি, আমি জানি সময় আর আমি পাবোনি।

সীতা ॥ কেঁদো না, চুপ করো। এর টিকে দেওয়া হয়েছে ?

দুর্গা ॥ না—

সীতা ॥ রতনকে বোলো, কাল সকালে একে নিয়ে যেতে হাসপাতালে—টিকে দিয়ে দোব। সারা সহরে বসন্ত স্থরু হয়েছে। দেখো ত' আগে থেকে যদি টিকে নিতে, এ কষ্ট পেতে না তুমি।

দুর্গা ॥ কষ্ট আমার নিজের নয় দিদ্দিমণি, কষ্ট ওদের। মরে গেলে ত' হাড় কখানা জুড়োয়। ভাবি শুধু ঐ শত্তুরটার জন্যে—কে ওকে দেখবে, মুখ ফুটে দু'টো ভাত চাইতে পর্যন্ত পারেনে—কার দরজায় গিয়ে দাঁড়াবে ? (কেঁদে ফেলে)

সীতা ॥ আবার কাঁদে, পাগল। কিছু ভয় নেই, তুমি ভালো হয়ে যাবে। রতন ছুটি নিয়ে চলে আসছে এক্ষুনি, তুমি ভেবো না।

দুর্গা ॥ মানা করো, ওকে মানা করো আমার সামনে আসতে। ওকে দেখলে আমার সর্বাঙ্গ জলতে থাকে। ওকে মানা করে দিও। বলে দিও আমি মরার পর যেন সে ঘরে ঢোকে।

সীতা ॥ ওকি, ছি।

দুর্গা ॥ তুমি জানোনি দিদিমণি, তুমি জানোনি। ন' বছরের কনে বে করে নিয়ে এসেছেল। বাবুর বাড়ীর চাকরী করত। চাক্‌রানের জমির দুঃখের ভাত সুখ করে খেয়েছি দু'জনে। আমা বৈ কাউকে জানতোনি জীবনে। ছেলে হল, পেরথম খোকা, কত আহ্লাদ ! তখন কি জানতুম আমাকে লুকিয়ে কোন শতেক খোয়ারীর বিষ পুরে নিয়ে এসেছে সারাগায়েতে ?

সীতা ॥ এবার চেঁচালে আমি ধমক দোব। চুপ করো—একেবারে চুপ। আবার কাঁদে, মোছ চোখের জল। রক্ত পরীক্ষা যে ঠিক হয়েছে—তাই বা কি করে জানলে তুমি? রতন নিজে আমার পায়ে হাত দিয়ে বলেছে —এ ধরনের কোন অন্যায় সে করেনি। তাছাড়া তার রক্ত ত' পরীক্ষাই করা হয়নি। তোমার ছেলের রক্ত নিয়ে কলকাতায় পাঠিয়েছিলাম। ভুল হয়েছে হয়ত পরীক্ষা করতে! ডাক্তারদের কি আর ভুল হয় না—?

[পেছনে রতন এসে দাঁড়িয়েছে]

রতন ॥ হ্যাঁ—ডাক্তারদের ভুল হয়, গণৎকারের ভুল হয়, সবার ভুল হয়। ভুল হয় না শুধু কপালের লেখনের।

সীতা ॥ এই যে রতন—ছুটি পেলে?

রতন ॥ হ্যাঁ, ওরা সব সাহেবকে গিয়ে বললে—আমার বদলে কাজ করে দেবে। দুদিনের ছুটি পেয়েছি। আচ্ছা দিদিমণি—আপনি আঁক কষা মানো?

সীতা ॥ এঁ্যা—

রতন ॥ ঐ যে আঁক কষে বলে দেয় বরাতে কি আছে! মানো আপনি?

সীতা ॥ (সহাস্যে)—না—আমি বিশ্বাস করি, নিজের বরাত মানুষ নিজেই তৈরী করে।

রতন ॥ আপনি জানোনি, আপনি জানোনি। যারা বরাত ভাল নিয়ে জন্মেছে তারা পারে, নিজের বরাত তৈরী করতে তারা পারে। আর যারা অভাগা, তারা যেদিকে চায়—সাগর শুকিয়ে যায়।

সীতা ॥ হয়ত তোমার কথাই ঠিক রতন। বরাত গড়বার মতন সংস্থান ছিল বলেই বিলেত গিয়েছি, বড় ঘরে বিয়ে হয়েছে। তবু নিজের অবস্থায় কেউ খুসী নয়। আমি সময় সময় ভাবি, আমি যদি এই দুর্গার মতন কোন এক চাষীর ঘরে জন্মাতাম, আর সবাইকার সঙ্গে আমার ভাব থাকত! সবাই

মিলে বেশ—(ম্লান হেসে)—এ তোমায় বোঝাতে পারব না—এ তুমি বুঝবে না—

দুর্গা ॥ এই দুর্গার মতুন বরাত নিয়ে জন্মালে ও সাধ আর থাকতুনি দিদিমণি। এ তোমাদেব সখের সাধ।

বতন ॥ চুপ কব তুই।

দুর্গা ॥ হ্যা কববো, চুপ কববো, একেবাবে চুপ কববো, দুটো দিন সবুর করো। দু'দিনেব ছুটি নিয়েছ ত, তার মধ্যেই ছুটি হয়ে যাবে আমার।

বতন ॥ হলে ত বাঁচি, হাড কখানা জুড়োয় আমাব।

দুর্গা ॥ তোমাবও জুড়োয়—আমাবও জুডোয, এবকম নিত্যি দগ্ধে দগ্ধে মবার চেয়ে একেবারে মবে যাওযা অনেক ভালো।

সীতা ॥ ঠিক আছে, তোমবা ঝগড়াই করো—আমি উঠলাম। (উঠে পড়ে)

বতন ॥ ওকে একটু দেখবে নে দিদিমণি, একটু ওষুধ বিষুধ দেবে নে ?

সীতা ॥ ওষুধ কোথা থেকে দোব বল। এব কোন ওষুধ ত আমাদের কাছে নেই। একটু সেবা শুশ্রূষা কবা দরকাব, সম্পূর্ণ বিশ্রাম দবকার। তা তোমবা দু'জনে যা সুরু কবেছ—

বতন ॥ আমি যাচ্ছি দিদিমণি, আমি যাচ্ছি। ওটাকেও নে যাই, ঘুরে আাস একটু, ওটাব জন্যেই ত যত অশান্তি। আপনি দেবতা, আপনার দেনা ত' জীবনে শুধতে পারবো নি। দেখো যদি শেষটায় একটু জলপথ্যি পায়—না হ'লে একেবাবে বেঘোরে যাবে। আমি যাচ্ছি—

[পঙ্গু ছেলেটাকে কাঁধে করে রতন পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়]

দুর্গা ॥ দিদিমণি—

সীতা ॥ বলো—

দুর্গা ॥ আমাব ছোঁয়াচে বোগ, তোমায ছোঁবনি—এইখান থেকেই গড় করছি। তোমরা ত' চাকর রাখো। আমি মরে গেলে ওকে তোমার বাড়ীতে একটু ঠাঁই দিও। ওর আর কেউ নেই। সময়ে দুটো ভাত জল

যদি পেতো! আর ঐ আমার শত্তুর, ঐ হাবা ছেলেটা—ওর কথা ভেবে ভেবে আমার নিশ্বেস বন্ধ হয়ে আসে দিদিমণি। মানুষ ও নয়—জন্তুও নয়—তবু আমি ত ওকে পেটে ধরেছিনু—আমি ত ওর মা—!

[এই মুহূর্তে বছর ১৫।১৬ বয়সের একটি কিশোর দ্রুত প্রবেশ করে বাহিরের দরজা দিয়ে। তার পরিচ্ছদ সাধারন কিন্তু মুখে চোখে অদ্ভুত দীপ্তি। তার নাম আদিত্যনারায়ণ]

আদিত্য ॥ কাকীমা।

সীতা ॥ কে—আদিত্য! তুমি এসময় এখানে ?

আদিত্য ॥ বাড়ীতে খোঁজ নিয়ে জানলাম—তুমি হাসপাতালে—সেখান থেকে খুঁজে খুঁজে আসছি এখানে—

সীতা ॥ একি—তুমি হাঁপাচ্ছ কেন ?

আদিত্য ॥ হাঁপাচ্ছি ? খবর জানো না তুমি ?

সীতা ॥ না।

আদিত্য ॥ লক্ষ্ণৌ থেকে পরশু ফিরেছি কোলকাতায়। মানিকতলা বাগান **raid** হয়েছে, সব **arrested.**

সীতা ॥ সব মানে ?

আদিত্য ॥ বোধ হয় আমি ছাড়া কোলকাতার আর সবাই। আমারও আর দেরী নাই মনে হচ্ছে। তুমি একটা কাজ করতে পারবে কাকীমা ?

সীতা ॥ বল—

আদিত্য ॥ কাউকে দিয়ে ক্লাবে একটা খবর পাঠাতে পারবে ? আনন্দদা বোধ হয় ঐখানেই আছে।

সীতা ॥ এখুনি যাচ্ছি আমি—কিন্তু তুমি—

আদিত্য ॥ এখানেই থাকতে হবে আজকের রাত, এখন বেরোবার কোন উপায় নেই। ষ্টেশনে নামার সময় দু'জনকে পিছু নিতে দেখেছি।

সীতা ॥ এখানে থাকতে পারো আজকের রাত—এটা রতনের বাড়ী,

আমাদের মিলের একজন worker, বিশ্বাসী লোক। ঐ ওব স্ত্রী, ওর বড অসুখ—

আদিত্য ॥ কিন্তু তুমি দেবী কোবো না।

সীতা ॥ আমি যাচ্ছি এখুনি, ফিবে এসে যা হয় একটা বন্দোবস্ত কবা যাবে—

[সীতা দ্রুত বেরিয়ে যায়। আদিত্য সন্ত্রস্ত ভাবে চাব পাশে তাকায় এবং বাহিরের দবজাটা বন্ধ করাব উদ্যোগ করে।]

দুর্গা ॥ তুমি কাদেব ছেলে বাবা ?

আদিত্য ॥ আমি—আমি এই গ্রামেবই ছেলে। আমাব বাবাব নাম শ্রীহর্ষনাবাযণ দত্ত—

দুর্গা ॥ ওমা,—তুমি আমাদেব দাদাবাবুব ছেলে—আমাব চবণেব জুটি। এক দিনে, একক্ষণে জন্মেছেলে তোমবা। বাজা হও বাবা। শাপভ্রষ্ট ছেলে—শাপভ্রষ্ট—ও—মা—ও—

[আর্তনাদ কবে ওঠে। ওর দম যেন বন্ধ হয়ে আসে। আদিত্য ব্যস্ত হয়ে পাশে বাখা ঘটি নিযে ওর মুখে জল দেয়]

আঃ, এই শেষ জলটুকু দিলে—আমাব ছেলেব কাজ কবলে তুমি, তুমি—রাজা হও বাবা, জন্ম জন্ম বাজা হও—। তোমাব নামটা কি বাবা ?

[ইতিমধ্যে অন্ধকাব হয়ে এসেছে—বতন পঙ্গু ছেলেটাকে নিয়ে পেছনে দাঁড়ায়]

আদিত্য ॥ আদিত্য—

রতন ॥ এ্যাঁ ? কি বললে—

আদিত্য ॥ (চমকে)—কে—কে তুমি ?

[পকেট থেকে দ্রুত বিভলবাব বার করে—ওব ঐ মূর্তি দেখে পঙ্গু ছেলেটা বিকট চীৎকাব করে ওঠে]

কে ? কে—ও !!

রতন ॥ ও—ও—আমার ছেলে—আমাব ছেলে।

[দ্রুতপদে সীতা ঢোকে]

সীতা ॥ আদিত্য, আর বোধ হয় কোন আশা নেই। সমিতির **compound** **round up** করেছে পুলিশে।

আদিত্য ॥ যাক্, ফাঁসী যখন কপালে লেখাই আছে, তখন কটা মেরেই মরবো।

সীতা ॥ ছেলেমানুষী কোরে না আদিত্য—ওটা লুকিয়ে ফেল—

আদিত্য ॥ না—

সীতা ॥ না নয়, শোন—

[মোটরের হেড লাইটের আলো মঞ্চে এসে পড়ে—ওরা সভয়ে তাকিয়ে দেখে শঙ্কর দরজায় দাঁড়িয়ে]

শঙ্কর ॥ বাইরে গাড়ী আছে সীতা, বস গিয়ে—

সীতা ॥ না—

শঙ্কর ॥ না নয়—শোন—

[এই মুহূর্তে শোনা যায় দৃঢ় কণ্ঠে—Hands up! চারজন Armed Police রাইফেল নিয়ে এগিয়ে আসে তাদের সামনে ইন্সপেক্টর, রিভলবার হাতে। মুহূর্তের অসাবধানতায় আদিত্যনারায়ণের হাত থেকে রিভলবারটা মাটিতে পড়ে যায়। ইন্সপেক্টর তৎক্ষণাৎ সেটি পা দিয়ে চেপে ধরেন। এ সময় আর প্রতিরোধ নিষ্ফল এই ভেবে আদিত্যনারায়ণ হাতদুটো তুলে আত্মসমর্পণ করে। দুর্গা রোগশয্যায় উঠে বসে—ভয়ে আর্তনাদ ক'রে ওঠে]

দুর্গা ॥ আঁ—আঁ। কেন বাঁধছে ওকে—কেন ?

রতন ॥ বৌ !

[পুলিস দু'জন আদিত্যকে হাতকড়া লাগিয়ে টেনে নিয়ে যায়। সীতা শঙ্করের আবেষ্টনে পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে থাকে]

দুর্গা ॥ কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ওকে ? ওদের মানা করো, মানা করো ওদের—

রতন ॥ বৌ, তুই চুপ কর—।

দুর্গা ॥ না—না—তুমি মানা করো—মানা করো—

[পর্দা নেমে আসে]

॥ তৃতীয় অঙ্ক ॥

ঃ প্রথম দৃশ্য ঃ

[আরও দশ বছর পরে]

[পূর্ব বর্ণিত জমিদার বাড়ীর বারন্দা। আসবাবের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। শঙ্করনারায়ণ একটা টেবিলের ওপর ঝুঁকে—plan map দেখিয়ে ম্যানেজারকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। শঙ্করের চেহারায় উত্তীর্ণ যৌবনের ছাপ চোখেমুখে গাম্ভীর্য এবং ব্যক্তিত্বের সমন্বয় ঘটেছে।]

শঙ্কর ॥ এই গোটা North Block-টাকে demolish করতে হবে। আর এই যে Point No G এটা হচ্ছে—Out house, বুঝেছেন ?

ম্যানেজার ॥ Yes sir.

শঙ্কর ॥ আর এটা হচ্ছে entirely private thoroughfare, আর—এই হচ্ছে main gate,—তার ডানদিকে থাকবে—শহীদ বেদী।

ম্যানেজার ॥ আজ্ঞে—

শঙ্কর ॥ শহীদ বেদী—বুঝলেন না,—একটা মাঝারি সাইজের pillar গাঁথা হবে—say about 20 feet high, তার নীচে marble stone-এর ওপর লেখা থাকবে—"জন্মভূমির স্বাধীনতার জন্য যাঁহারা"—মানে কথাটা ঠিক মনে আসছে না—সীতা will compose it আমি contractor-কে সব বুঝিয়ে দিয়েছি—তবে আপনারও জেনে রাখা দরকার। Gate-এর মাথায় বড় বড় হরফে লেখা হবে "শঙ্কর নগর"। Hurry up gentleman. শঙ্কর নগরের inaugural ceremony আসছে July-এ। June-এর মধ্যে কাজ complete চাই আমার।

ম্যানেজার ॥ আমি ত আপ্রাণ খাটছি sir, কিন্তু labour trouble যে rate-এ বাড়ছে—

শঙ্কর ॥ **Labour trouble ! What do you mean ?**

ম্যানেজার ॥ আজ্ঞে, কুলীদের গণ্ডগোল আর কি।

শঙ্কর ॥ বাংলা মানে আমি জানতে চাইনি, কুলীদের গণ্ডগোলের ইতিহাসটা জানতে চাই।

ম্যানেজার ॥ ইতিহাস আব কি sir. Surplus বলে কিছু লোককে ছাঁটাই করার পরই গণ্ডগোলটা দানা বাঁধতে স্বরু করেছে। আমেদাবাদের Mill strike-এর একটা hand-bill ছড়ানো হয়েছে সমস্ত মিলের মধ্যে। একদিন নাকি meeting-ও হয়ে গেছে রাত্রে।

শঙ্কর ॥ হুঁ, meeting-এর report কিছু জানেন ?

ম্যানেজার ॥ না—Sir.

শঙ্কর ॥ Meeting-organiser-দের চেনেন ?

ম্যানেজার ॥ দু'একজনকে চিনি।

শঙ্কর ॥ হুঁ, any foreign element ?

ম্যানেজার ॥ আজ্ঞে ?

শঙ্কর ॥ আমার মিলের labourers ছাড়া বাইরের লোক কেউ আছে এর মধ্যে ?

ম্যানেজার ॥ তাতো, জানি না, sir.

শঙ্কর ॥ তা সেটা জানবেন কবে ? Absolutely hopeless ! যাক শুনুন— মিলের মধ্যে মাঝে মাঝে surprise টহল দেবেন। Tiffin hours-এ লক্ষ্য রাখবেন, বাইরের কোন অচেনা মুখ ঢোকে কিনা—বুঝলেন ?

ম্যানেজার ॥ হ্যাঁ-sir.

শঙ্কর ॥ থানায় একটা খবর দিয়ে দিন—আর organiser-দের যে দু' একজনকে আপনি চেনেন, তাদের একবার সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন আমার কাছে। আর শুনুন, ঐ বুড়ো চা'ওয়ালা—যাকে নায়েব মশাই ব'লে সবাই ডাকে—পাঠিয়ে দেবেন আমার কাছে।

ম্যানেজার ॥ আচ্ছা sir—নমস্কার।

[শঙ্কর plan গুটিয়ে রাখেন—টেলিফোন তোলেন—সীতা প্রবেশ করেন, সীতার মুখে চোখে কর্মক্লান্তির ছাপ, পরনে খদ্দর, পিছনে একজন লোকের মাথায় একটি চরকা। চরকা নামিয়ে টেবিলে রেখে লোকটী চলে যায়।]

শঙ্কর ॥ (Receiver নামিয়ে হাসিমুখে) Hallo, দেশ উদ্ধার করে এলে—

সীতা ॥ হঁ্যা, (চেয়ারে বসে) চরকার demonstration ছিল ; তিনঘণ্টা ধরে ঘ্যাড় ঘ্যাড়, হাত ভেরে গেছে বাবা—

শঙ্কর ॥ (টেবিলস্থ চরকা দেখে)—A pretty good play. আমি তোমাদের 'খাদি সমিতির' President হয়েছি।

সীতা ॥ তুমি ? Good heavens ! চরকা-ত তোমার Mill-এর শত্তুর ··· ?

শঙ্কর ॥ শত্তুর ? চরকা ? আমার Mill-এর ? হাঃ হাঃ হাঃ—my dear, dear, dear lady—এসো আমার সঙ্গে—ঐ যে দেখতে পাচ্ছ মস্ত বড় একটা চোঙ্গা থেকে ধোঁয়া উড়ছে, কালো মিশমিশে ধোঁয়া—ওর নীচে আছে বয়লার—সেই বয়লার থেকে তৈরী হচ্ছে শক্তি, যন্ত্রের শক্তি···· তোমার এই নরম হাতের কব্জির শক্তির চেয়ে লাখো গুণে শক্তিমান। সেই শক্তি চালাচ্ছে এক দানবীয় যন্ত্রকে—তার নাম Spinning machine, প্রতি মুহূর্তে হাজার হাজার গজ সুতো বুনে চলেছে। সেখান থেকে সুতো যাচ্ছে লুমে, লুম থেকে ক্যালেণ্ডারে, লাখ লাখ থান কাপড় বেরিয়ে আসছে প্রতি মাসে, প্রতি বছরে,—পারবে তুমি তার সাথে পাল্লা দিতে এই ছোট্ট একটুকরো ঢাল তরোয়াল নিয়ে ?—

সীতা ॥ আমি জানি না, তবে সবাই যদি একজোটে চরকা চালায়—

শঙ্কর ॥ একজোটে চালাতে পারে না—ওটা যে আলগা আলগা হাতের আলাদা আলাদা যন্ত্র। একজোটে যাকে সবাই মিলে চালায় সে হচ্ছে—ঐ চোঙাওয়ালা যন্ত্রদানব। ভয় আমার ঐখানে, চরকা শত্রু নয় শত্রু আমার ঐখানে—

সীতা ॥ ঐখানে ?

শঙ্কর ॥ হ্যাঁ, ঐ মিশ কালো ধোঁয়ার নীচে বিরাট বয়লার, তার নীচে আগুন, তার নীচে হাত—অসংখ্য কালো কালো, পেশী বহুল হাত, একজোটে কাজ করে চলেছে—ভয় আমার ঐখানে। ওদের meeting-এ তুমি যাওনি ?

সীতা ॥ কিসের meeting ?

শঙ্কর ॥ Labourers-দেব meeting, জোট বাঁধার—

সীতা ॥ না, ওরা আমাকে বিশ্বাস করবে কেন ?

শঙ্কর ॥ ওদের বিশ্বাস অর্জন করতে হবে।

সীতা ॥ আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না।

শঙ্কর ॥ যারা বলে চরকা চালিয়ে দেশের স্বাধীনতা আসবে, তাদের কথাও তুমি পুরোপুরি বুঝতে পারনি—তবু করছো। তেমন করেই করতে হবে। ওদের কাছে যেতে হবে—ওদের কথা শুনতে হবে—ওরা যাতে বিপথে না যায় সেটা লক্ষ্য রাখতে হবে।

সীতা ॥ সত্যি বলছি—আমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটা দুর্বোধ্য লাগছে, গোটা কয়েক Labourers যদি meeting করে কিছু দাবী তোমাকে জানায়, তা' মেটানো কি তোমার পক্ষে দুঃসাধ্য ?

শঙ্কর ॥ হ্যাঁ—ঐ কিছু দাবী যদি ওরা হুমকি দিয়ে আজ আদায় করে নেয়—দাবীর মাত্রা বাড়বে চারগুণ, তারপর আরও চারগুণ—and so on. তারপর গোটা শঙ্করনগর চলে যাবে ওদের হাতে। দত্ত সাহেব তাঁর স্ত্রীর হাত ধরে হিমালয়ের গুহায় গিয়ে উঠবেন।

সীতা ॥ সত্যি যাবে ?

শঙ্কর ॥ কোথায় !

সীতা ॥ ঐ হিমালয়ের কোন গুহায়। Sincerely speaking আমি আর পারছি না। একটা বিরাট আদর্শ নিয়ে সুরু করেছিলাম জীবনটাকে—

কোথা দিয়ে সব যেন দেউলে হয়ে গেল। মেলাতে পারছি না—আদর্শের সঙ্গে কাজকে, কাজের সঙ্গে সংসারকে—Oh it is horrible—

[দ্রুত উপরে উঠে যান]

শঙ্কর ॥ (আপন মনে) Horrible! Yes it is horrible!

[নায়েব মশাই মুখ বাড়ান]

নায়েব ॥ আমাকে ডেকেছিলেন sir?

শঙ্কর ॥ হ্যাঁ, নায়েব মশাই, আসুন, কেমন আছেন?

নায়েব ॥ আজ্ঞে আপনার বাপ মায়ের আশীর্বাদে চলে যাচ্ছে —বাবু কে!

শঙ্কর ॥ Tiffin-এ কুলীদের চা-টা কি রকম খাওয়াচ্ছেন?

নায়েব ॥ আজ্ঞে চা ত' আজকাল ভাল দেখেই আনছি। আপনার আসাম, দার্জিলিং mixed. যেমন আপনার লিকার—

শঙ্কর ॥ Liquor আপনার ভালই—

নায়েব ॥ আর ফ্লেভার—

শঙ্কর ॥ Flavour ও ভাল। কিন্তু সেজন্য আপনাকে ডাকিনি। আপনার চায়ের দোকানে কুলিরা যখন চা খাবে, তখন কোনও বাইরের লোককে যদি তাদের সঙ্গে গল্প করতে দেখেন, সঙ্গে সঙ্গে—

নায়েব ॥ আপনাকে এসে জানাবো।

শঙ্কর ॥ আমাকে নয়, থানায় জানিয়ে দেবেন।

নায়েব ॥ যে আজ্ঞে sir।

[বাড়ির সিঁড়ির মুখে ম্যানেজার]

ম্যানেজার ॥ May I come in sir

শঙ্কর ॥ Yes.

ম্যানেজার ॥ ওদের এনেছি sir.

[শঙ্কর ইঙ্গিত করে—সয়ারাম, সনাতন, শুক্কুর প্রবেশ করে]

শঙ্কর ॥ I see! (আপাদমস্তক দেখেন)—

কতদিন এখানে কাজ করা হচ্ছে ?

সনাতন ॥ মিল-এর সুরু থেকেই ত' আছি স্যার।

শঙ্কর ॥ তা এতদিন আমার মিল এ তোমরা কাজ করছো—অথচ তোমাদের মধ্যে এতো গুণ রয়েছে তা ত' জানতে পারিনি।

[ওরা না বুঝে মুখ চাওয়া-চায়ি করে]

শঙ্কর ॥ শুনলাম, তোমরা নাকি খুব সুন্দর বক্তৃতা করতে পার ?

শুক্কুর ॥ ওহি সয়ারাম সাব্—বড়ি জোর কহ্‌লস্ উ।

[সনাতন শুক্কুরকে পেছন থেকে টানে, শুক্কুর চুপ করে যায়]

শঙ্কর ॥ হুঁ, সয়ারাম তোমার নাম ?

নায়েব ॥ আজ্ঞে ওর নাম, জোসেফ সয়ারাম মণ্ডল—

শঙ্কর ॥ আচ্ছা ! তা জোসেফ সয়ারাম মণ্ডল, তুমি লেখাপড়া শিখেছ কোথায় ?

সয়ারাম ॥ আমি মিশনারী পাঠশালে পড়েছি।

শঙ্কর ॥ Good, very good, আর বক্তৃতা দেওয়া—সেটা কার কাছে শিখলে ?

সয়ারাম ॥ বক্তৃতা আমি দিইনি স্যার—

শঙ্কর ॥ নিশ্চয়ই দিয়েছ, সে খবর আমি পেয়েছি।

সনাতন ॥ না স্যার, ও ত' বক্তৃতা দিতে জানে না।

শঙ্কর ॥ স্বীকার এখন করবে না, থানায় নিয়ে গিয়ে যখন হাজতে পুরে বেত লাগাবে—

শুক্কুর ॥ কিঁউ থানে পর লে যাইব কিঁউ। চুরি না করালা, খুন না করালা, থানে পর কিঁউ লে যাইব হ—।

সনাতন ॥ চুপ কর শুক্কুর।

শুক্কুর ॥ আরে কা তু চুপ চুপ করত হ। এইসী মাগনেলে যাইব থানে পর। কা আজিব বাত তু বাতায়স হ সাহাব—

শঙ্কর ॥ **Shut up !**

দয়ারাম ॥ এ্যায় শুকুর, থাম। বক্তৃতা আমি দিইনি স্যার, বক্তৃতা আমি দিতে পারিনা। তবে নিজেদের দুঃখের কথা নিজেরা বলাবলি করেছিলুম একদিন। নাটমন্দিরের বারে ঘর ছিল, উচ্ছেদ হোয়েছিলুম জাতের দায়ে, মামলা করেও কোন ফল হয়নি। জমি থেকে উচ্ছেদ হয়েছি পেটের দায়ে, বাকী আছে শুধু গতরটা, সেটা থেকে উচ্ছেদ হওনার আগে—সবাই মিলে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবো বই কি স্যার—

[শঙ্কর একবার তীব্র দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকান, তারপর নিজেকে সংযত ক'রে ম্যানেজারকে ইঙ্গীত করেন ওদের বার ক'রে দিতে। ম্যানেজার ওদের সকলকে সিঁড়ির মুখে এগিয়ে দেন। ওরা নমস্কার করে বেরিয়ে যায়, ম্যানেজার আবার ফিরে আসেন। শঙ্কর একটা কাগজে কিছু লিখে ম্যানেজারের হাতে দেন। ম্যানেজার সেটা নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে যান। সিঁড়িতে কালীনারায়ণের গলা শোনা যায়]

কালী ॥ (নেপথ্যে) শঙ্কর—

শঙ্কর ॥ Yes.

[কালীনারায়ণ বৃদ্ধ হয়েছেন, তথাপি চেহারায় শক্তিমত্তার ছাপ। দ্রুত পদক্ষেপে তিনি নীচের সিঁড়ি বেয়ে আসেন—কিঞ্চিৎ উত্তেজিত]

কালী ॥ খবর শুনেছ—

শঙ্কর ॥ কিসের খবর ?

কালী ॥ বৌঠানের নাতি আদিত্য ছাড়া পেয়েছে, আর সেই সঙ্গে বৌঠান মামলা রুজু করেছে হাইকোর্টে—

শঙ্কর ॥ মামলা—কিসের !

কালী ॥ সম্পত্তি বে-আইনী দখলের মামলা,—আমাদের বিরুদ্ধে। আইনতঃ সম্পত্তি বিক্রী করার অধিকার হর্ষর ছিল না, দাদা উইল করে গিয়েছিলেন নাতির নামে। তাই হর্ষকে টাকা দিয়ে সম্পত্তির যে ব্যবস্থা আমরা করেছিলাম সেটা বে-আইনী।

শঙ্কর ॥ এই উইলের কথা তুমি জানতে না ?

কালী ॥ জানতাম।

শঙ্কর ॥ সব জেনেশুনে তুমি— !

কালী ॥ হ্যাঁ, সব জেনেও আমাকে করতে হয়েছিল তোমার মুখ চেয়ে। সেদিন সে ব্যবস্থা না করলে আজ দত্তপুর ম'রে তোমার শঙ্করনগর গড়ে উঠতো না।।

শঙ্কর ॥ তাহলে এখন কি হবে?

নায়েব ॥ গিন্নিমাকে বলে ক'য়ে আদিত্যের জন্যে একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে ফয়সলা করে ফেলুন।

শঙ্কর ॥ না, কোন ফয়সলার মধ্যে আমি নেই, case চালাবো আমি

কালী ॥ তাতে খুব সুবিধা হবে না। ঐ বুড়ি যখন এসে আবার দত্তপুরে কুঁড়ে বাঁধলে, তখনই সন্দেহ হয়েছিল আমার, ভেতরে কোনও মতলব আছে। আরও আগে সাবধান হওয়া উচিত ছিল।

শঙ্কর ॥ উচিত ছিল ত' হওনি কেন? পাকা মাথার বুদ্ধি দেখিয়েছিলে তখন একটা Licentious imposter-এর সঙ্গে ফয়সলা করে। সারা জীবন তাকে টাকা জুগিয়েছি আমি। আর কোনও ফয়সলার মধ্যে আমি নেই। আজ যদি কোর্ট থেকে ওরা ডিগ্রী পায়, অবস্থাটা কী হবে একবার ভেবে দেখেছো! গোটা শঙ্করনগরের valuation আদায় করে নেবে ঘাড় ধরে।

কালী ॥ উত্তেজিত হয়ে কোন লাভ নেই। মাথা ঠাণ্ডা রেখে আমাদের ভাবতে দাও।—নায়েব শোন—

[নায়েব সহ কালীনারায়ণ নেমে যান। শঙ্কর ওপরে উঠতে যান, নীচের সিঁড়ির মুখে হর্ষনারায়ণ এসে দাঁড়ায়। হর্ষনারায়ণ রোগে জীর্ণ, পঙ্গু, ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে ডাকে]

হর্ষ ॥ শঙ্কর!

শঙ্কর ॥ (সিঁড়িতে উঠতে গিয়ে—থেমে) I see—মাকে দিয়ে মোকর্দমা রুজু করিয়ে আবার কিছু blackmail-এর চেষ্টায় এখানে এসেছো!

হর্ষ ॥ মোকর্দমা !

শঙ্কর ॥ ন্যাকামি করার চেষ্টা কোর না হর্ষদা। পাঁচ হাজার টাকা নগদ হাতে নিয়ে সম্পত্তি যখন লিখে দিয়েছিলে, তখন কেবল তোমার মুখের কথায় বিশ্বাস করে আমরা রেজেষ্ট্রী করাইনি। যখনিই টাকা চেয়েছো তখনি নিজে তোমাকে টাকা পাঠিয়েছি। আজ আদিত্যর release-এর সঙ্গে সঙ্গে মামলা রুজু করে এখানে এসেছ, আর একবার চাপ দেওয়ার চেষ্টা করতে।

হর্ষ ॥ সত্যি, তুমি বিশ্বাস কর শঙ্কর, মোকর্দমার কথা আমি বিন্দুবিসর্গ জানিনা। আমি আজ রোগে পঙ্গু, অথর্ব। ভালভাবে হাঁটতে পর্যন্ত পারি না। যে কটা দিন বাঁচবো, আমার একটু আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দাও শঙ্কর !

শঙ্কর ॥ এটা একটা ভাল চাল চেলেছো !

হর্ষ ॥ আমি এতটুকু মিথ্যে বলছি না শঙ্কর। দোরে দোরে আমি আশ্রয় চেয়ে বেড়িয়েছি, সব জায়গায় তাড়িয়ে দিয়েছে। কার সামনে দাঁড়াবার মত মুখ আর আমার নেই। আজ আমার একমাত্র ভরসা তুমি। তোমার হাসপাতালে আমার একটু ঠাঁই ক'রে দাও শঙ্কর—(শঙ্করের হাত ধরতে যায়—পড়ে যায়)

শঙ্কর ॥ (কিছু ভেবে)—Alright, আমার hospital-এ bed-এর বন্দোবস্ত তোমায় আমি ক'রে দেবো। যে ক'দিন বাঁচো, ঐখানেই থাক্‌বে তুমি। তবে মনে কোরো না, তোমায় আমি দয়া করছি, স্বার্থটা আমার নিজের— সীতা, সীতা, সীতা—(ওপরে উঠে যান)

—পর্দা—

ঃ দ্বিতীয় দৃশ্য ঃ

[দত্তপুরের একপ্রান্তে নিস্তারিণী দেবীর কুটির। আঙিনার দু'দিকে দু'টি ঘর। একটি জমিদার গৃহিণীর, অপরটি পুরোহিত চন্দ্রমাধবের। চন্দ্রমাধব বৃদ্ধ হয়েছেন, চোখে ভাল দেখেন না তবু পুরু চশমা পরে নিজের ঘরের দাওয়ায় বসে একমনে লিখে চলেছেন। সামনে প্রদীপের আলো, স্তূপীকৃত বই। রাত্রিশেষ, ধীরে ধীরে ভোর হচ্ছে। সম্পূর্ণ প্রভাত হবার পর সীতা প্রবেশ করে]

সীতা ॥ সারারাত জেগে লিখলেন ঠাকুরমশাই ?

চন্দ্র ॥ হ্যাঁ মা, এইটুকু শেষ করে ফেলে, না হোলে পরকালে জবাব দেব কি ?

সীতা ॥ কি নাম হবে আপনার এই বই-এর ?

চন্দ্র ॥ "নবসংহিতা" ! ব্রহ্মা বললেন, চতুর্বর্ণং ময়া সৃষ্টং। তাঁর মস্তিষ্ক থেকে উদ্ভূত হলেন ব্রাহ্মণ, পদযুগল থেকে শূদ্র। স্বার্থপর মানুষ এই পা-দু'টোকে রাখল পঙ্গু করে। মুক্তি আসবে কোথা থেকে ? তাই তো স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন (একটা বই খুলে পড়েন)- -"গতিই জীবন। এমন সময় আসিবে যখন ধর্মকর্ম সহিত সর্ব দেশের শূদ্র সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে।" ব্রাহ্মণ, এ যুগের একমাত্র ব্রাহ্মণ স্বামী বিবেকানন্দ।

[বাহিরের রাস্তা দিয়ে কিছু ছেলে—"হও ধরমেতে ধীর হও করমেতে বীর" এই গানটি গাইতে গাইতে চলে যায়]

ওরা কারা ?

সীতা ॥ ওরা আদিত্যকে আনতে যাচ্ছে। সকালের ট্রেনেই তো তার আসবার কথা।

চন্দ্র ॥ ওহো। একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। আজই তো আদিত্য [illegible] ফোরার কথা।

[পিছনের দরজা দিয়ে ভিজে কাপড় প'রে নিস্তারিণী প্রবেশ করেন। নিস্তারিণী বৃদ্ধা হয়েছেন]

নিস্তারিণী ॥ ওমা, বৌমা কতক্ষণ এলে ?

সীতা ॥ এইমাত্র।

চন্দ্র ॥ এই ভোরবেলা স্নান করে এলে গিন্নীমা ?

নিস্তারিণী ॥ হ্যাঁ ঠাকুরমশাই, আজকের দিনটির জন্যই তো এই শিবরাত্রির সলতেটুকু জ্বালিয়ে রেখেছিলাম। দশ বছর পরে খোকা আমার ফিরে আসছে আবার। তার হাতে সব তুলে দেবার জন্যেই তো এই প্রাণটুকু আগলে বসে আছি যক্ষিবুড়ির মত।

চন্দ্র ॥ প্রাণ তুমি আগলে রাখো গিন্নিমা, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি আরো একশো বছর আগলে রাখো। কিন্তু হাতে তুলে দেবার মত কি আর আছে কিছু ?

নিস্তারিণী ॥ আছে ঠাকুরমশাই, আছে ! প্রতিষ্ঠা, বংশমর্যাদা—সে আপনি বুঝবেন না। এই দত্তপুরের পত্তন করেছিল তার পূর্বপুরুষ। আবার দত্তপুরের মাটিতে মাথা উঁচু করেই সে আসবে। মাথা উঁচু করেই আসবে।

[ভিতরে চলে যান]

সীতা ॥ কেন শুধু শুধু ওঁর মনে কষ্ট দিলেন ?

চন্দ্র ॥ কষ্ট নয় মা, কষ্ট নয়। কষ্ট কাকে দেব ! তবে ভুল, মজ্জায় মজ্জায় বাসা বেঁধে আছে ভুলের পাহাড়। একদিন এই গাঁয়ের নাম ছিল "সোনার গাঁ", ব্রাহ্মণের কর্তৃত্ব ছিল গাঁয়ে। দত্তরা জমিদারী কিনে গাঁয়ের নাম দিলে দত্তপুর। ক্ষত্রিয় শাসন সুরু হোল, ব্রাহ্মণ্য মর্যাদা হোল চূর্ণ-বিচূর্ণ। পালালাম দত্তপুর ছেড়ে। অনেক ঘুরলাম মা, অনেক দেখলাম। দেখলাম দত্তপুরের বাইরের পৃথিবীটা অনেক বড়। ঘুরতে ঘুরতে কাশীতে গেলাম, দেখা হোল গিন্নিমার সঙ্গে আবার। গিন্নিমা বললেন—"দেশে যাবেন ?" বললাম—"কার কাছে যাব ? কে আছে আমার ?"

সীতা ॥ আপনার একটি মেয়ে ছিল না, ঠাকুর ?

চন্দ্র ॥ এ্যাঁ! হ্যাঁ।

সীতা ॥ কোন খবর পাননি তার ?

চন্দ্র ॥ না, কুলীনে করা মেয়ে, বৃদ্ধ জামাই—খবরই নিতনা কোনদিন। বহু অত্যাচার অবিচার স'য়ে টিকেছিল অনেকদিন, শেষটায় আর পারলো না, পালালো।

সীতা ॥ খোঁজ খবর নিয়ে আবার তাকে ফিরিয়ে আনা যায় না ?

চন্দ্র ॥ না মা। তার ফিরে আসার জায়গা তো আজও তৈরী হয়নি মা। গিন্নীমার সঙ্গে দত্তপুরে ফিরে এসে দেখলুম বৈশ্য শাসন। দত্তপুর বদলে হোয়েছে "শঙ্করনগর"। তারপর কি ? শূদ্র শাসন !

[নিস্তারিণী ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন, পরণে দামী গরদের থান]

সীতা ॥ বড়মার আজ রাজ বেশ।

নিস্তারিণী ॥ হাঃ হাঃ, ট্রাংকে তোলা ছিল, খুঁজে খুঁজে পাইনা। লজ্জায় মরি। আজ যে বড় আশার দিন। কুঁড়ে ঘরে সে আসছে, তবু সে যে রাজ-বংশের সন্তান মা! দশটার ট্রেনের দেরী আছে না, ঠাকুর মশাই ?

চন্দ্র ॥ অনেক দেরী।

নিস্তারিণী ॥ তা হোলে ততক্ষণে ঘরের ভেতর একটু আলপনা দিয়ে দিই।

সীতা ॥ আপনি কেন দেবেন বড় মা, আমি দিচ্ছি।

[সীতা ঘরের ভেতর যায়। নেপথ্যে "গিন্নিমা আছেন না কি, গিন্নিমা"]

নিস্তারিণী ॥ কে ও, উকীলবাবু, আসুন।

[উকিল হরিশবাবু প্রবেশ করেন। বয়স ৫০।৫৫, চোখে মুখে চতুর বিষয় বুদ্ধির ছাপ, পরনে গলাবন্ধ কোট, হাতে লাঠি। কোটের পকেট থেকে নস্যদান বার করে ঘণ ঘণ নস্য নেওয়া তার অভ্যাস।)

বসুন উকীল বাবু, তা হোলে কথাটা শেষ করে নেওয়া যাক।

[হরিশবাবু দাওয়ার একটা আসনে বসেন]

হরিশ ॥ কিছু ভাবতে হবেনা' গিন্নিমা—কিচ্ছু ভাবতে হবে না। আমি ওকালতনামা দিয়ে কেস ফাইল করে দিয়েছি প্রায় একসপ্তাহ আগে। আজ আদিত্য বাবাজীবন আসুক, তাকে সব বুঝিয়ে বলবেন। তাকে দরকার হবে কাল পরশু নাগাদ।

চন্দ্র ॥ কি ব্যাপার গিন্নিমা ?

নিস্তারিণী ॥ ব্যাপার মামলার। উনি আমাদের পুরোন উকীল। কাশীতে বসে যখন শুনলাম, হর্ষ বড় তরফের সমস্ত সম্পত্তি মাত্র পাঁচ হাজার টাকায় ছোট কর্তাকে ছেড়ে দিয়ে কলকাতা চলে গেছে, তখন আমি চিঠি লিখেছিলাম ওঁকে—আদিত্য বড় হয়ে যদি কোনদিন মানুষ হয়, তার সম্পত্তি আপনি আদায় করে দেবেন আমায় কথা দিন। আর সেই সঙ্গে ওঁর মেয়েটিকেও ঘরে নেবার কথা দিয়েছিলাম

হরিশ ॥ তারপর আদিত্য বাবাজীবনের জেল হ'ল। সে না থাকলেত' কোন মামলাই হতে পারে না।

চন্দ্র ॥ কিন্তু এতদিন পরে টিকবে এ মামলা ?

হরিশ ॥ নিশ্চয়ই টিকবে। মহামান্য হাইকোর্ট বড় কড়া জায়গা। টিকতো না যদি আইনানুগ রেজেষ্ট্রী করিয়ে নিতেন কালীনারায়ণ দত্ত। তাতে সম্পত্তির ন্যায্য দাম দিতে হয়—তাই কালীনারায়ণ হর্ষকে মদ্য এবং নারী খরচ স্বরূপ পাঁচ হাজার টাকা হাতে দিয়ে একটা খসড়া মুসাবিদা লিখিয়ে নিলেন। ঐখানেই আইনের ফাঁক তিনি রেখে গেলেন।

নিস্তারিণী ॥ ঠাকুর পো ভেবেছিল হর্ষ মাতাল, ক'লকাতাতেই পড়ে থাকবে – ছেলেটা স্বদেশী বাউণ্ডুলে, ও আর ঘরে ফিরবে না।

হরিশ ॥ কিন্তু বিধি বাম, এখানে আমি আছি স্বয়ং হরিশ উকীল।

চন্দ্র ॥ এখন মামলাটা হবে কার সঙ্গে ?

হরিশ ॥ বাদী শ্রীমান আদিত্যনারায়ণের পক্ষে তস্য পিতামহী শ্রীমতী

নিস্তারিণী দাসী এবং প্রতিবাদী শ্রীহর্ষনারায়ণ দত্ত ও জমিদার শ্রীল শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ দত্ত।

[নেপথ্যে কালীনারায়ণের কণ্ঠস্বর শোনা যায়, পরে প্রবেশ করেন, পশ্চাতে নায়েব মশাই।]

কালী ॥ বৌঠান কোথায়, বৌঠান—

নিস্তারিণী ॥ এসো ঠাকুরপো—

কালী ॥ হ্যাঁ, রাস্তার মাঝখানে হঠাৎ গাড়ীটা আটকে গেল—ভাবলাম একবার দেখা করে যাই। এই যে হরিশ বাবুও আছেন, বেশ বেশ—

হরিশ ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, যে রকম ঝড়ের আগে কাক, সেই রকম মামলার আগে উকীল।

কালী ॥ কাজটা কি খুব ভাল করলে বৌঠান?

নিস্তারিণী ॥ এ না করলে তো আমার উপায় ছিল না ঠাকুরপো—

কালী ॥ উপায় ছিল বৌঠান—আজও আছে। তোমার নাতি যদি এখানে বাস করতে চায় তা হলে না হয় খানিকটা জমির উপর একখানা বাড়ী আমিই করিয়ে দিতাম—সে তো আমারও নাতি।

নিস্তারিণী ॥ সেটা তোমার নাতির বিবেচনা ঠাকুরপো। আমি কে? শুধু তার পৈতৃক সম্পত্তির পাহারাদার বৈত নয়?

কালী ॥ হুঁ, তবে একটু ভেবে দেখলে পারতেন হরিশ বাবু—কেষ্টপুরেই তো বাস করতে হবে আপনাকে।

হরিশ ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনাদের আশীর্বাদে ওখানেই বাস করব। যে সময় চোখ রাঙিয়ে লোকের বাস ওঠাতেন, সে সময়টা আমরা অনেক দিন আগে পেরিয়ে এসেছি।

[চন্দ্রমাধব হঠাৎ একবার চমকে তাকান কালীনারায়ণের দিকে, তারপর ধীরে ধীরে ভেঙ্গে যান]

কালী ॥ হুঁ, তবে খুব সুবিধা হবে না। তোমার এই নায়েবই তো সাক্ষী

আছে—মা ও ছেলের অংশের টাকা—হর্বর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল. বলো না নায়েব—

নায়েব ॥ আজ্ঞে (নিস্তারিণীর দিকে চেয়ে ইতঃস্তত করে)—

নিস্তারিণী ॥ উনি পারবেন না ঠাকুরপো। নুনের স্বাদটা খুব তাড়াতাড়ি তো ভোলা যায় না!

হরিশ ॥ তা ছাড়া নায়েব মশায়ের বলার তো জায়গা আছে। কোর্টেই ওকে শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়ে যাবেন—সেখানেই বলবেন।

কালী ॥ বৌঠান, ওঁকে বুঝিয়ে দাও—আমাদের বিষয় সম্পত্তি নিয়ে শরীকে শরীকে যে কথাবার্তা হয় তার মধ্যে ওর থাকবার দরকার নেই। ওঁর জায়গা কোর্টে।

নিস্তারিণী ॥ না ঠাকুরপো, উনি আমার নোতুন কুটুম। আদিত্যর শ্বশুর হবেন উনি।

কালী ॥ ও, তাই এত দরদ! মেয়ে গছিয়ে সম্পত্তিটুকু গ্রাস করবার চেষ্টা।

হরিশ ॥ গ্রাস করবার মত সম্পত্তি রেখেছেন কোথায় দত্ত মশায়? সম্পত্তি উদ্ধার হলে তবে তো গ্রাস করার কথা।

নায়েব ॥ তাছাড়া মনে করুন, সম্পত্তির মধ্যে তো ঐ বাড়ীখানা—বাগান, পুকুর, জমি জায়গা তো লোপাট হয়ে গেছে—সেখানে সাহেবের কল বসেছে।

হরিশ ॥ সাহেবের কল বসেছে বলেই তো তার দাম দু'গুণ হয়েছে নায়েব মশাই। ছত্রিশ নাড়ী পাক দিয়ে টানবো—ঐ-জায়গার সুদশুদ্ধ দাম আদায় করে ছাড়বো। আমার নাম হরিশ উকীল—কেবল ছেলের বংশ দেখে মেয়ের বে' দেবার প্রস্তাব করিনি।

কালী ॥ (উঠে পড়ে) আচ্ছা! কেউটের চক্কর নিয়ে খেলা সুরু করেছেন হরিশ বাবু—সাবধান!

নিস্তারিণী ॥ তুমিই বা এত চটছো কেন ঠাকুরপো? আমাদের বড়-তরফের সম্পত্তিতো তুমি ছেলের নামে লিখে দিয়েছো—চটবার কথা তো শঙ্করের।

কালী ॥ সেটা আমার পারিবারিক ব্যাপার। কিন্তু যেখানে সম্পত্তির মালিকানা নিয়ে বিবাদ, সেখানে আমার ছেলে ও আমি এক, চললাম—

নিস্তারিণী ॥ শুভদিনে এলে ঠাকুরপো, একটু মিষ্টিমুখ করে যাও।

[কালীনারায়ণ একবার তীব্র দৃষ্টিতে ঘুরে দাঁড়ান, তারপর নায়েব সহ দ্রুত বেরিয়ে যান]

হরিশ ॥ (উচ্চহাস্যে) আপনার দলিলগুলো বার করুন গিন্নিমা, দেখেই যাই।

নিস্তারিণী ॥ হ্যাঁ, এনে দিচ্ছি (ভেতরে চলে যান। নায়েব আবার ঘুরে আসে।)

নায়েব ॥ মিছিমিছি হাঙ্গামার মধ্যে না গিয়ে একটা ফয়সলা করে ফেলুন।

হরিশ ॥ ও, এই দালালীর জন্যেই আপনাকে এখানে বসিয়ে গেলেন নাকি?

নায়েব ॥ দালালী নয়, ভাল কথা বলছি, অল্পে জিনিষটাকে মিটিয়ে নিন। আপনারা পারবেন না। হর্ষবাবু মিলের হাসপাতালেই আছেন। দত্ত সাহেবের দয়ায় ভর্তি হয়েছেন। তিনি নিজে তদ্বির করছেন—তাঁর বিরুদ্ধে তিনি যেতে পারবেন না।

হরিশ ॥ তাই নাকি? তা হলে দত্তসাহেব বেশ একটু ঘাবড়ে গেছেন—কি বলেন?

নায়েব ॥ না, ঘাবড়াবার ছেলে সে নয়। সে বলেছে যেমন করেই হোক কেস আমি জিতবই। আদিত্য যদি থাকবার জন্য একখানা ঘর চাইতো, তাহোলে আমি এমনিই দিতাম। কিন্তু সে যখন উল্টো রাস্তায় গেছে—

[নিস্তারিণী দলিল হাতে ঘর থেকে বেরোন]

নিস্তারিণী ॥ নায়েব কি বলছে?

নায়েব ॥ না গিন্নিমা, আমায় অপরাধী করবেন না। দত্ত সাহেবের দয়ায় দোকানটা আসটা করে খাচ্ছি, তাঁর বিরুদ্ধে ত আর যেতে পারিনা—

নিস্তারিণী ॥ তাতো ঠিকই (ভেতর থেকে সীতা বেরিয়ে আসে) চললে বৌমা?

সীতা ॥ হ্যাঁ বড়মা, ভেতর থেকে সবই শুনতে পাচ্ছিলাম, বুঝতে পারছি ঝড় উঠবে। তাই আগে ভাগেই সরে থাকতে চাই।

[নেপথ্যে কয়েকজনের কণ্ঠস্বর। দয়ারাম, সনাতন ও কয়েকটি ছেলে দৌড়ে আসে]

দয়ারাম ॥ এসে গেছে, আদিত্য বাবু এসে গেছে—

নিস্তারিণী ॥ এসেছে? খোকা এসেছে?

সনাতন ॥ হ্যাঁ, এইমাত্র ট্রেন থেকে নামলো। এখন মালাটালা দিয়ে সাজাচ্ছে, এখুনি এসে পড়বে।

নিস্তারিণী ॥ ওরে কোথায় গেলি—শাঁখটা নিয়ে আয়। ঠাকুর মশাই, আপনি ঘট দুটোতে ডাব দিতে বলেন নি? যেটি না দেখবো সেটি হবে না উকীলবাবু, আপনি এই ধারটায় এসে বসুন—ঐখানে একটু আল্পনা দিয়ে দি। বৌমা, এতক্ষণ রইলে তুমি, একটু থেকে যাও আর।

[রতন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে কুটিরের দাওয়ায়। সে একেবারে বৃদ্ধ [illegible]

রতন ॥ ঠাকুর মশাই—

চন্দ্র ॥ কে, রতন?

রতন ॥ খুব আঁক কষা [illegible] ঠাকুর—চমৎকার!

চন্দ্র ॥ এ্যাঁ!

রতন ॥ ঐযে আঁক কষে বলে দিলে হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া!

চন্দ্র ॥ ওঃ, সব ভুল—সব ভুল

রতন ॥ সব ভুল!!

চন্দ্র ॥ হ্যাঁ সব ভুল। গোটা সংহিতাই বদলে গেছে—নতুন করে লিখতে হবে সব—সব ভুল—সব ভুল।

রতন ॥ সব ভুল জেনেও তুমি আমাকে ঠকালে?

চন্দ্র ॥ তোকে ঠকিয়েছি আমি—!

রতন ॥ না, আমি নিজেই ঠকেছি—নিজেই ঠকেছি— (কাশতে থাকে)

চন্দ্র ॥ বোস বোস—কোথায় গিয়েছিলি রতন?

রতন ॥ ইষ্টিশ্যান—

চন্দ্র ॥ এই বয়সে আর এই টানা পোড়েন কেন রতন, হাঁটতে পারিসনি ভাল করে—ইষ্টিশ্যানে গিয়েছিলি ?

রতন ॥ হ্যাঁ, এইবাব শেষ করব, এই টানা পোড়েন, এইবার শেষ ক'রব। অনেক দিনেব অনেক কথা যে বুকটার মধ্যে জমে আছে। তাই তো মিত্যু হচ্ছেনে। না হোলে ঘরের নক্ষী চলে গেলো, ঐ আমার শত্তুর হাবা ছেলেটা গেল, তবু আমার মরণ নেই কেন! ঐজন্যে—সেই কথাটা বলবার জন্যে—

[আর বলতে পারেনা, চন্দ্রমাধব ধ'রে তাকে আঙিনায় বসান, চিৎকার করে গিন্নিমাকে ডাকেন, গিন্নিমা দ্রুতপদে কাছে আসেন, সীতা এক ঘটি জল নিয়ে এসে রতনকে পান করিতে দেন। রতন কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হয়ে আবার বলতে সুরু করে]

—ইষ্টিশ্যান গিয়েছিলুম—খোকাকে দেখতে গিয়েছিলুম—আর ভেবেছিলুম—কথাটা তার কানে কানে বলে আসব ; পারন্নুনি—সেখানে অনেক ভিড়, আমি ভয়ে বলতে পারন্নুনি। কিন্তু সেই কথাটা…… (গোঙ্গাতে থাকে)

চন্দ্র ॥ বলনা কি কথা ?

সীতা ॥ বলনা রতন, কোন ভয় নেই —বল।

নিস্তারিণী ॥ কি কথা রতন ? আজ শুভদিনে অকল্যান বাধাসনি, বলে যদি তোর তৃপ্তি হয়, তুই বল—

বতন ॥ বলব, তবে শোন। তখন বাবুদের বড়তরফের বাড়ী জমজমাট। আমি দাদাবাবুর খাস পেয়ারের চাকর। একদিন সন্ধ্যেবেলা—দাদাবাবুর খোকা হ'ল। ঠাকুর মশাই আঁক কষে বললে—এ ছেলে রাজা হবে। আমারও একটা ছেলে হয়েছেল ঠিক সেই সময়। আমি যখন ঠাকুর মশাইকে জিজ্ঞেস করলাম—আমার ছেলেও ঐ রকম হবে, হেসে উঠল ঠাকুর মশাই—রাগ চড়ে গেল মাথায়। এই সময় বৌদিদিমণি মারা গেলো,

সেই সুযোগে রাত্রিবের অন্ধকারে আমি আমার ছেলেটাকে বৌদিদিমণির পাশে শুইয়ে দিয়ে—

[মিলের সুতীব্র হুইসিল বেজে ওঠে। এই সময় বাহিরে কলরব বৃদ্ধি পায়। অনেকের সাথে মালা পরা আদিত্যনারায়ণ কুটিরের দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকে]

আদিত্য ॥ ঠাকুরমা—

[নিস্তারিণী দেবী মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়েন। রতন সজল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে আদিত্যের পানে—তারপর বলে]

রতন ॥ না—না—এই সত্যি—সে সব ভুল, সব ভুল—স্বপ্ন—

[ছুটে পালায় রতন, নায়েব ওকে অনুসরণ করে]

[পর্দা]

ঃ তৃতীয় দৃশ্য ঃ

[দত্তসাহেবের খাসকামরা। পূর্ববর্তী জমিদার বাড়ীর দোতলার বারান্দা। বাইরে ঝড় ও বজ্রের গর্জন, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, দূরে মিলের চোঙাটা যেন অতিকায় জন্তুর মত দেখাচ্ছে। ঘর প্রায় অন্ধকার। কোনে একটা টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে, তার সামনে চেয়ারে বসে সীতা মাইক্রস্কোপের সাহায্যে দুটো শ্লাইড্ একমনে নিরীক্ষণ করছেন, পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন শঙ্কর]

শঙ্কর ॥ Have you finished?

সীতা ॥ (হতাশ ভাবে)—Yes.

শঙ্কর ॥ Are you convinced?

সীতা ॥ (একবার শঙ্করের মুখের দিকে চেয়ে উদাস দৃষ্টিতে)—Yes.

শঙ্কর ॥ Here you are (দ্রুত ঘরের আলো জ্বেলে টেবিল থেকে একটা file নিয়ে)—এই হচ্ছে হর্ষদার blood এর Pathological report. এই report-এর উপর তুমি লিখে দাও—ঐ পঙ্গু ছেলেটা—রতনের ছেলে বলে যে পরিচিত ছিল, তার রক্তের বীজাণু হর্ষদার রক্তে পাওয়া গেছে।

সীতা ॥ Thorough clinical researco ভিন্ন এর কম কথা লেখা যায় না।

শঙ্কর ॥ Thorough Clinical research-এর ব্যবস্থা করবে কোর্ট। তার আগে ঐ পঙ্গু ছেলেটির চিকিৎসক হিসাবে এ report তোমায় দিতেই হবে।

সীতা ॥ (উঠে পড়ে) —আমার দ্বারা এরকম report লেখা সম্ভব নয়। তাছাড়া রতনের ছেলের blood-এর report hospital-এর file-এ ছিল, খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

শঙ্কর ॥ হ্যাঁ—যাতে খুঁজে পাওয়া না যায় তার ব্যবস্থা করেছ তুমি।

সীতা ॥ What do you mean ?

শঙ্কর ॥ Exactly what I say, তুমি বুঝতে পারছোনা সীতা, জ্বলন্ত আগুন নিয়ে খেলা সুরু করেছ তুমি। My property, my mill, my position, my prestige everything is at a stake. রতনকে দিয়ে কোর্টে প্রমাণ করাতেই হবে, সে ছেলেটা বদলে দিয়েছিল। কিন্তু সেটা যথেষ্ট নয়—ওরা প্রমাণ করবে আমরা রতনকে ঘুষ দিয়ে একথা বলাচ্ছি। এখন একমাত্র প্রমাণ তোমার evidence; সেই পঙ্গু ছেলেটার blood report . Where is that ? Search it out.

সীতা ॥ I can not.

শঙ্কর ॥ You must.

সীতা ॥ Oh,please ! leave me—leave me alone— আমি জানিনা··বিশ্বাস করো আমি জানিনা। দশ বছর আগের blood report, Hospital-এর সমস্ত record-room তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছে, পাওয়া যায়নি।

শঙ্কর ॥ তা'হলে এখনই back date দিয়ে একটা duplicate report তোমায় তৈরী করতে হবে।

সীতা ॥ অসম্ভব, আমি পারবো না।

শঙ্কর ॥ (প্রচণ্ড জোরে টেবিলে চাপড় মেরে) You are bound.

সীতা ॥ (চমকে ওর মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে) Who you are ?

শঙ্কর ॥ (লজ্জিত হয়ে)—I am sorry সীতা, তুমি আমার মানসিক অবস্থা কল্পনা করতে পারবে না। এই বাড়ী, মিল area-র সমস্ত land আজ যদি court থেকে ওরা আদায় করতে পারে—ঘাড় ধরে valuation আদায় করে নেবে – আজকের valuation. কি ছিল এ জায়গা ? Barren tracts of land, গোটা কতক এঁদো ডোবা আর শ' খানেক নারকেল গাছ। আমি সোনার থাল বানিয়েছি আজ। বাবা—that old fool— মাত্র হাজার কয়েক টাকার জন্যে—

[নেপথ্যে কালীনারায়ণের গলা শুনা যায়]

কালীনারায়ণ। শঙ্কর –

শঙ্কর ॥ Yes, come in.

কালীনারায়ণ ॥ (প্রবেশ করে চেয়ারে বসেন)—রতনকে নিয়ে নায়েব আসেনি এখনও ? আহা বৌমা উঠ্‌ছো কেন ব'স –তোমার ও থাকার দরকার। লজ্জার কিছু নেই।

সীতা ॥ লজ্জা পাবার মত কোন কাজ আমি করিনি। (ওপরে উঠে যান)

কালীনারায়ণ ॥ হ্যাঁ—যাক্‌গে—রতনকে নিয়ে নায়েব আসবে এখুনি। বেটা'ত কিছুতে রাজী হচ্ছে না।

শঙ্কর ॥ রাজী হচ্ছে না মানে ?

কালীনারায়ণ ॥ আবোল-তাবোল বক্‌ছে। বলছে যা বলেছি সব ভুল।

শঙ্কর ॥ হুঁ—তা এখানে এনে কি তাকে পায়ে ধরে সাধ্য সাধনা করতে হবে ?

কালীনারায়ণ ॥ দেখো এসব মাথা গরম লোকের কাজ নয়। এ ভারটা তুমি আমার ওপরই ছেড়ে দাও।

শঙ্কর ॥ Alright, try your best, তবে তাকে দিয়ে খুব সুবিধে হবে না। ওরা প্রমাণ করবে আমরা রতনকে ঘুষ দিয়ে একথা বলাচ্ছি।

কালীনারায়ণ ॥ ঘুষ দিয়ে বলাচ্ছি! বৌঠানের বাড়ীতে অন্ততঃ দশজন লোকের সামনে সে একথা বলেছে।—সেখানে আমরা কেউ উপস্থিত ছিলাম না। ওদেরই হরিশ উকীল সেখানে বসেছিল। ঐ কথা শুনে আদিত্যের ঠাকুরমা অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল—কোর্টে এসব কথা প্রমাণ হবে না? অনেক বয়স হ'ল বুঝলে, মামলা করে চুল পাকিয়ে ফেললাম। মামলা শিখিও না আমায়। ঐ বোধ হয় এলো—

শঙ্কর ॥ আমি যাচ্ছি—

[শঙ্কর সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠেন। রতনকে ধরে নিয়ে আসে নায়েব]

কালীনারায়ণ ॥ আয় রতন—বোস—কি রকম আছিস?

[রতন কিছু না বলে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে। কালীনারায়ণ নায়েবকে ইঙ্গিত করেন। নায়েব বলতে সুরু করে]

নায়েব ॥ হ্যাঁ—তারপর রতন—সেই যে তুই বললি তোর ছেলেটাকে বৌ-দিদিমণির পাশে শুইয়ে দিয়ে হর্ষবাবুর ছেলেটাকে তুই—

রতন ॥ না—না—কে বললে—কে বললে! স্বপ্ন—ভুল—ভুল—সব ভুল। আমি নয়।

নায়েব ॥ (হেসে)—এই দ্যাখো দিকিনি—তুই শুধু শুধু ভয় পাচ্ছিস, বুঝতে পারছিস না—তোর ভাল হবে।

[রতন একবার নায়েবের দিকে উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে—হা-হা—করে হেসে ওঠে]

কালীনারায়ণ ॥ এ্যাই হারামজাদা, পাগলামী সুরু করেছ, পাগলামী, বিতিয়ে তোমার পাগলামী ঘুচিয়ে দোব।

নায়েব ॥ (কালীনারায়ণকে নিরস্ত হ'তে ইসারা করে) বুঝলি রতন, ঐ যে আদিত্য ফিরে এসেছে, ওতো তোরই ছেলেরে! লায়েক হয়েছে এখন! দেশ-বিদেশে কতো নাম ডাক তার! এখন ত তোকে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবে রে। তুই কোর্টে এই কথাটা স্বীকার করবি—বুঝলি—?

[রতন উদাস দৃষ্টিতে ঘাড় নাড়ে]

আবার ঘাড় নাড়ে! যা বললাম—তাই কর বুঝলি?

রতন ॥ না—আমি করিনি, কিচ্ছু করিনি। আমি পাপ করেছিলুম—তাই ছেলেটা হয়ে গেল পঙ্গু। ঠাকুরমশাই আঁক কষে বলেছেলে—দাদাবাবুর ছেলে রাজা হবে—বিদ্বান হবে।

কালীনারায়ণ ॥ হ্যাঁ, সেই শুনে তোর লোভ হল—

রতন ॥ হ্যাঁ—

কালীনারায়ণ ॥ তখন রাত্তিরের অন্ধকারে তুই তোর ছেলেটাকে আঁতুড় থেকে তুলে নিয়ে এলি—

রতন ॥ হ্যাঁ—

কালীনারায়ণ ॥ তারপর তাকে হর্ষর ছেলের জায়গায় শুইয়ে দিলি

রতন ॥ হ্যাঁ—না—না—সব মিথ্যে—সব ভুল আমি নয়—আমি নয়

কালীনারায়ণ ॥ চুপ হারামজাদা,—বল—তারপর কি করলি বল—

[রতন নীরব, ভয়ে ভয়ে ওর মুখের দিকে চায়]

ভাল কথার কাজ নয়—

[দেওয়ালে ঝোলানো হান্টারটা বের করে]

অনেকদিন এটার ব্যবহার হয়নি।

নায়েব ॥ বড়বাবু—ওকি করছেন আপনি?

কালীনারায়ণ ॥ সরে যাও এখান থেকে—

[নায়েব ভয়ে ভয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায়। রতন আতংকে হান্টার লক্ষ্য করে পিছু হটে, তারপর ছুটে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে যায়—সিঁড়ির মুখে শঙ্কর দাঁড়িয়ে। ওঁকে দেখে ভয়ে চিৎকার করে রতন পেছন ফিরে পড়ে। সিঁড়িতে গড়াতে গড়াতে নীচের ধাপে নেমে আসে। শব্দে সীতা বেরিয়ে দ্রুত ওর কাছে আসে। দেখা যায় ওর মুখ দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে— উদাস দৃষ্টিতে একবার সীতার দিকে চেয়ে কি যেন ইশারা করে। সীতা তার কান রতনের মুখের কাছে নিয়ে যায়—রতন সীতার কানে ফিস্ ফিস্ করে কি যেন বলে—তারপর ধীরে ধীরে ঢ'লে পড়ে। সীতা না'ড়ী দেখে তারপর ওর মাথাটা নামিয়ে উঠে দাঁড়ায়]

সীতা ॥ ও মারা গেছে—

শঙ্কর ও কালীনারায়ণ ॥ এ্যাঁ—

[নেপথ্যে আদিত্যের গলা শোনা যায—'কাকীমা',—দৌড়ে ঢোকে]

শঙ্কর ॥ (এগিয়ে সিঁড়ির মুখে)—Get out you rascal Who allowed you to come over here ?

আদিত্য ॥ ছাড়ুন, রাস্তা ছাড়ুন। আমি আপনার সম্পত্তির লোভে এখানে আসিনি—এই বাড়ীর ওপর আমার অধিকার জানাবার জন্যে এখানে আসিনি। আমি এসেছি আমার বাবার কাছে,—তার পিতৃত্বের দাবী স্বীকার করে নিতে এসেছি আমি। হরিনারায়ণ দত্তের ছেলে হয়ে জন্মানোর চেয়ে রতন মালিকের ছেলে হতে পারা অনেক গর্বের, অনেক পুণ্যের—এইটুকু আমি জানাতে এসেছি। ছেড়ে দিন রাস্তা—

[শঙ্কর হতভম্ব হয়ে সরে দাঁড়ায়]

কালীনারায়ণ ॥ ওকে যেতে দাও শঙ্কর। তুমি এসো, থানায় একটা খবর দিতে হবে।

[শঙ্কর ও কালীনারায়ণ নেমে যান।

সীতা ॥ বড় দেরী করে এলে আদিত্য।

আদিত্য ॥ আমি জানতাম না কাকীমা, নায়েবমশাই এইমাত্র খবর দিলেন—ছুটতে ছুটতে আসছি। কোথায় আমার বাবা ?

সীতা। (আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়)—ও মারা গেছে—

আদিত্য ॥ মারা গেছে !!! (ছুটে কাছে যায়)—বাবা—

[বুকের ওপর পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদে]

সীতা ॥ ওর শেষ ইচ্ছা আদিত্য, আমার কাণে কাণে বলে গেছে, তুমি ওর মুখাগ্নি কোরো।

[সনাতন, সয়ারাম, শুকুর দৌড়ে উঠে আসে সিঁড়ি বেয়ে]

সনাতন ॥ রতন, রতন—ও কে ?

সীতা ॥ ও আদিত্য,—রতন মারা গেছে।

সকলে ॥ এ্যাঁ—!

সনাতন ॥ পুলিশে খবর দেওয়া দরকার।

আদিত্য ॥ (ধীরে ধীরে ওঠে) না—তোমরা Mill-এর worker-দের খবর দাও, যাদের সঙ্গে উনি কাজ করতেন।

[মজুররা দ্রুত নেমে যায়]

সীতা ॥ আদিত্য—

আদিত্য ॥ (ম্লান হেসে) বিচিত্র জীবন, জন্মালাম একজনের ঘরে, বাবা বললাম আর একজনকে। 'মা' বলতে শিখিনি জীবনে। সব ছিল, সব ছড়িয়ে ছিল, অথচ এতটুকু ভালোবাসা, এতটুকু স্নেহ পেলাম না কারুর। শুধু একজনের উত্তপ্ত স্নেহের স্পর্শের স্বাদ পেতাম প্রতি মুহূর্তে জেলের উঁচু পাঁচীলের পাথর পেরিয়ে। তাকে দেখিনি—আজই দেখলাম প্রথম। সে আমার ঠাকুরমা,—সেই ঠাকুরমাও আমার পর হয়ে গেল!

সীতা ॥ জীবনের কতটুকু তুমি জেনেছ আদিত্য? রক্তের সম্পর্ক, বংশের পরিচয়—মানুষকে নিজের করে নিতে পারে না। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক তার আত্মার। মন শুধু মনের মানুষ খোঁজে, রক্তের নয়।

আদিত্য ॥ সব জানি কাকীমা—

সীতা ॥ কিচ্ছু জানো না তুমি। দত্তবাড়ীর ছেলে, দত্তবংশের রক্ত গায়ে—এই পরিচয়টুকু দেবার জন্য ত' তুমি জগতে আসোনি? তুমি বাঁচবে নিজের পরিচয়ে নিজের কৃতিত্বের দাবীতে।

["খোকা—খোকা কৈ, আমার খোকা"—সিঁড়ি থেকে ডাকতে ডাকতে আসেন নিস্তারিণী, তাকে ধরে নিয়ে আসেন চন্দ্রমাধব]

সীতা ॥ বড়মা—

নিস্তারিণী ॥ হ্যাঁ মা—খোকা কৈ, আমার খোকা! তাকে নিতে এলুম।

আদিত্য ॥ কোথায়?

নিস্তারিণী ॥ বুকে, এই বুকে। বড় হাহাকারে ভরা এ বুক, বড় শূন্য। আমি সব

ছাডতে পাববো না খোকা। আয়, তুই আমার বুকে আয়—আমাব সম্পত্তি যাক, বংশ মর্যাদা ধুলোয় লুটোক, বক্তেব গর্ব বাস্তায় মিশে যাক—তবু তুই আমাব বংশেব প্রদীপ—তোকে ছাডতে আমি পারবো না।

[আদিত্যকে জড়িযে ধবেন—আদিত্য হাঁটু গেড়ে ওঁর পায়ের কাছে বসে পড়ে। নেপথ্যে বহুলোকেব কলরব ও ধ্বনি শোনা যায়। চন্দ্রমাধব দ্রুত জানালার ধারে গিযে, জানালাব কাঁচটা সরিযে দেখেন— অজস্র মশালের আলো হাতে মজুরেরা এগিযে আসছে]

চন্দ্রমাধব ॥ অসদো মা সদ্গময়ঃ তমসো মা জ্যোতির্গময়ঃ। দেখো, দেখো গিন্নিমা, অন্ধকার বাস্তাটা মশালেব আলোয লাল হয়ে উঠেছে। ওব আসছে, সব শূদ্র, সব শূদ্র। দত্তপুব যেন ওদেবই, দত্তপুব আজ ওদেবই –

[ধীরে ধীরে পর্দা নেমে আসে]

—শেষ—